Contents

অষ্টম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

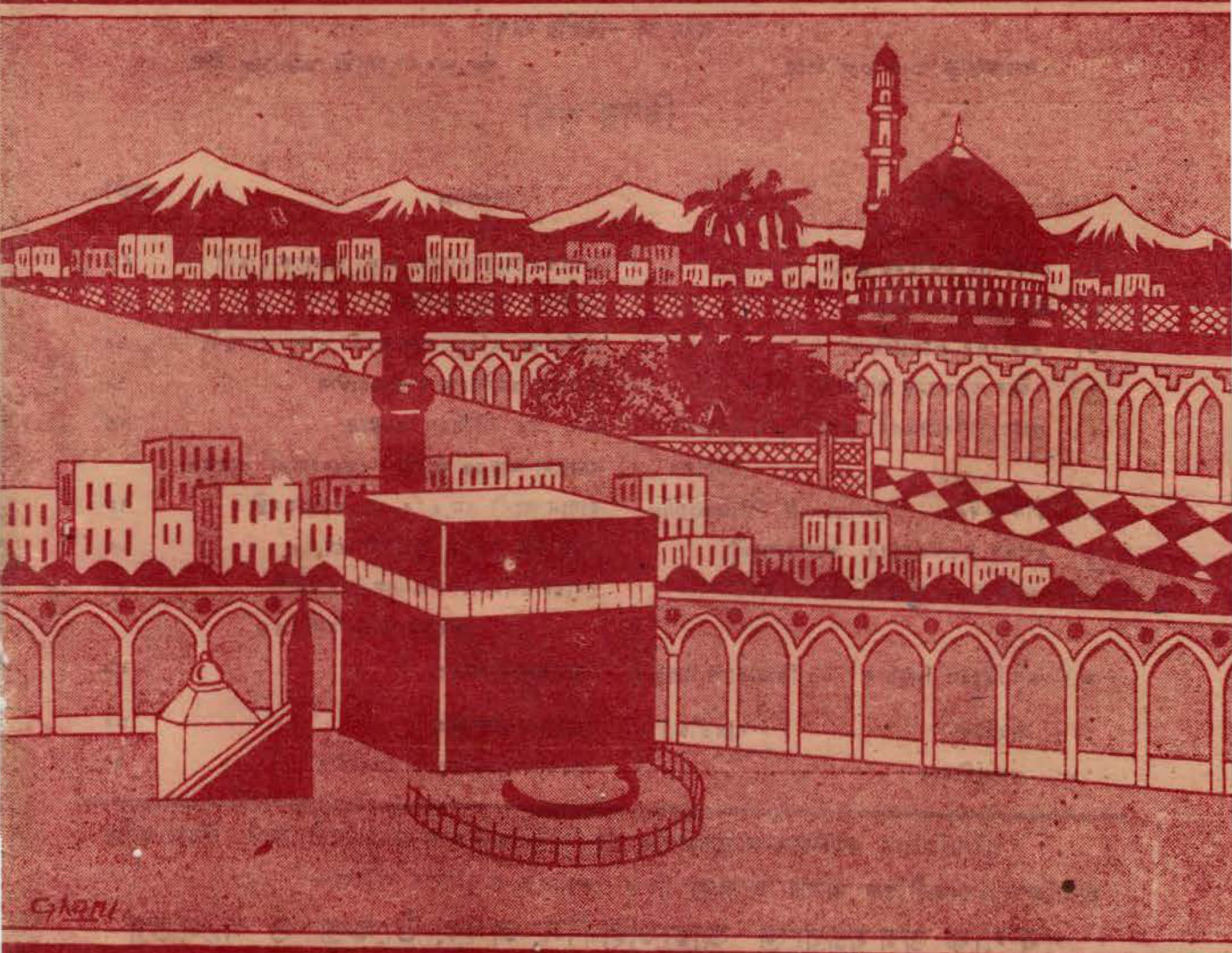

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ৷৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৬৫ বাং জুন-জুলাই ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়বস্তু	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআন মজীদের ভাষ্য	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৫৩
২।	ঈদে-কুরবানের সম্ভাষণ	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৬১
৩।	হাদীসের প্রামাণিকতা	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	৬৭
৪।	ঈদে-কুরবানের আবেদন	পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৭২
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী (ইতিহাস)	মূলঃ স্যর উইলিয়ম হাণ্টার	৭৩
	অনুবাদ :	মওলানা আহমদ আলী, মেডাখোলা খুলনা	
৬।	দীন ও দর্শন *Religon & Philosophy*	হাসান আলী এম,এ,বি,এল, প্রাক্তন মন্ত্রী	৭৯
৭।	হাফিয ইবনেহাজার আসকালানী	আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৮৩
৮।	পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ	সৈয়েদ রশীদুল হাসান এম,এ,বি,এল	৮৬
		অবসর প্রাপ্ত বিচার জজ	
৯।	মস্‌জিদের মিহ্‌রাব (জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	তর্জুমান-সম্পাদক	৮৯
১০।	সাময়িকী (সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	৯৫
১১।	প্রাপ্তিস্বীকার	পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	৯৭

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ	জুন ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ, যুলহিজ্জা ১৩৭৭ হিঃ আষাঢ় ১৩৬৫ বংগাব্দ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫১)

নওয়াব সৈয়েদ সিদ্দীকহাসান খান স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জনশ্রুতি-মত যে পর্বতে হযরত আদম অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল "রাহুন"। হিন্দের অন্যতম দ্বীপ শ্রানদ্বীপ রাজ্যে এই পর্বত অবস্থিত।

گفتہ اند آن کوہ کہ نزول آدم بروے بودہ راھون است در جزیرۂ از جزائر ھند در مملکت سراندیپ بمکانے کہ آن را دجنا خوانند، و بز

এই স্থানকে দজ্না বলা হয়। পর্বতের উপর আদমের পদচিহ্ন রহিয়াছে, এই পদচিহ্নের উপরিভাগ এরূপ জ্যোতির্ময় যে চোখ ঝলসাইয়া দেয়। পাষাণ-খণ্ডে যে পদচিহ্ন রহি-

وے قدم اوست و بر قدم نورے درخشندہ و خاطف بصر است طول قدم در صخرہ ھفتاد شبر باشد ، باران ھر روز می بارد و قدم را می‌شوید ، آدم ازیں کوہ تا ساحل بحر بیک گام رفت تاآنکہ ازیں جا تا

www.ahlehadeethbd.org

آں جا دو روزہ راہ است
و راھون و بوذ ھر دو
نام یک جبل است یا
بمرور دھور تبدل اسم
درآں راہ یافتہ - یا
یکے اعم دیگر خاص۔

য়াছে, তাহার দৈর্ঘ ৭০ বিঘৎ হইতে পারে। এই স্থানে প্রত্যহ বৃষ্টি হয় আর পদচিহ্ন ধৌত করিয়া দেয়। আদম এই পর্বত হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত এক পদক্ষেপে গমন করিতেন, অথচ পর্বত হইতে সমুদ্রকূল দু'দিনের পথ। "রাহুন" আর "বুয" হয় একই পর্বতের নাম, আর না হয় কালক্রমে নামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে অথবা একটি হইতেছে সাধারণ বিশেষ্য পদ (Common) আর অন্যটি নির্দিষ্টতা বাচক বিশেষ্য পদ (Proper name)। *

নওয়াব সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্লেষণ দ্বারা ৬ষ্ঠ রেওয়ায়ত ব্যতীত এ'সম্পর্কে কথিত অপরাপর বিভিন্ন উক্তির মোটামুটি সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে। সৈয়েদ সুলায়মান নদভী তাঁর "হিন্দ ও আরব" শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন, "দজ্না দাক্ষিণাত্যেরই অপভ্রংশ" আর সিংহল দ্বীপ দাক্ষিণাত্যেরই অংশ বিশেষ। এই সিংহলেরই অন্যতম পর্বতশৃঙ্গের নাম আদম শৃঙ্গ। সিংহল অজ্ঞাত যুগে দাক্ষিণাত্যের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত ছিল বলিয়া আধুনিক ভূতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন আর যাহাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ বা **Adams bridge** বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা প্রাচীন স্থলভাগেরই চিহ্ন।

আদম শৃঙ্গ (*Adams peak*) কলম্বো হইতে ৪৫ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত, একদম খাড়া পাহাড়, ইহার খাড়াই ৭ হাজার ৩শত ৫২ ফুট। এই পর্বতকেই আরবরা "আর্‌রাহুন" নামে আখ্যাত করিয়া থাকে। ইহার সুউচ্চ সূক্ষ্মাগ্র শৃঙ্গ এমন একটা চওড়া পাদপীঠে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, যাহার দৈর্ঘ ৭৪ ফুট আর প্রস্থ ২৪ ফুট। এই পাদপীঠে মানুষের পায়ের মত একটা গভীর চিহ্ন রহিয়াছে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ আর ২ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। এই পদচিহ্নের চারিপার্শ্ব মুক্তাদ্বারা অলংকৃত আর রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করার জন্য একটা কাষ্ঠ নির্মিত চন্দ্রাতপ ইহার উপর নির্মিত হইয়াছে। শুধু সিংহলীরাই যে এই পদচিহ্নকে অশেষ শ্রদ্ধা করে তাহা নয়, বিশ্বকোষ সংকলয়িতাগণ বলেন, ব্রাহ্মণগণ ইহাকে শিবের, বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের চৈনিকরা ফোর, খৃষ্টানরা সিউর আর মুসলমানরা আদমের পদচিহ্ন মনে করেন। পর্টুগীজদের একদল ইহাকে সেণ্ট টমাসের আর অন্যদল ইথোপিয়ার রাণীর পদচিহ্ন ধারণা করিয়া থাকে। §

হিন্দুদের পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত শৃঙ্গ কৈলাস নামে কথিত হয়। মানস সরোবরের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত পর্বতশৃঙ্গকে অনেকেই কৈলাশ নামে অভিহিত করিয়াছে। ইহার উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২২ হাজার ফুট। মহাদেব আর বিষ্ণুর স্বর্গধাম বলিয়া হিন্দুদের কাছে কৈলাস পৃথিবীর সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। হিমালয় সম্বন্ধে ইহাও কথিত হয় যে, দুর্গা যাঁর অপর নাম পার্বতী বা উমা, হিমালেয়ের কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী। ইহারা স্বামী-স্ত্রী "হরগৌরী" নামে প্রসিদ্ধ।

ভূতত্ত্ববিদগণের একদল বলেন, হিমালয় পর্বত পর্যন্ত বা হিমালয়ের অবস্থানভূমি প্রাচীনকালে সমুদ্র ছিল।

এই সকল কিংবদন্তীর স্বর্গচ্যুত হযরত আদমের কাহিনীর সহিত কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা এখনও অনুসন্ধানসাপেক্ষ রহিয়াছে।

সিংহলের রাহুন পর্বতের পদচিহ্নকে হিন্দুরা সত্যই যদি শিব বা মহাদেবের পদচিহ্ন মনে করেন, তাহাহইলে আদম ও মহাদেবের সৌসাদৃশ্যে একটি নূতন অনুসন্ধানের ইংগিত রহিয়াছে। রাহুণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে 'বুয' বা 'বুধ' নামে পরিবর্তি হইয়া থাকিবে।

"ইন্‌সানুল উয়ুন" নামক পুস্তকে দাবী করা হইয়াছে, আকাশ হইতে রাহুন পর্বতের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা নিকট কিন্তু ভৌগলিকগণের সাক্ষ্যে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়না। আদম পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ৭ হাজার ৩ শত ৫২ ফুট মাত্র, ইহার তুলনায় হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ২৯ হাজার দুই ফুট! সুতরাং

* হিদায়তুস্‌সায়েল, ২১৫ পৃঃ।

§ Encyclopaedia Britannica 1, 182, Cyclopaedia of India 1, 22.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আকাশ হইতে এভারেস্টের দূরত্বই নিকটতম। আকাশ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকট ভূভাগে যদি হযরত আদম ও হাউওয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাদের হিমালয় পর্বতে পতিত হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য হযরত আদমের অবতরণ যুগে হিন্দভূমির পাহাড়, পর্বত ও সমুদ্রাদির অবস্থান, উচ্চতা ও দৈর্ঘ যে বর্তমানের স্থায় ছিলনা, একথা ভূতত্ত্ববিদরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

মোটকথা আদম ও হাউয়ার অবতরণ-স্থান সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী লিখিয়াছেন, আদমের অবতরণের সঠিক স্থান নির্ণয় করার মত সুদৃঢ় প্রমাণ নাই। শুধু ইহাই নিশ্চিত রূপে জানাগিয়াছে যে, হযরত আদম হিন্দভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এসম্পর্কে যে কথার সত্যতা মুস্‌লিম বিদ্বানগণ আর তওরাত ও ইঞ্জীল-বিশারদরা অস্বীকার করিতে পারেননা, তাহা এই টুকুই যে, আদম হিন্দে অবতরণ করিয়াছেন।

و لايوصل الى علم صحته الا بخبر يجى' مجى الحجة، ولا يعلم خبر ذلك غيرما و رد من خبر هبوط آدم بارض الهند ـ فان ذلك مما لا يدفع صحته علماء الاسلام و اهل التوراة و الانجيل، والحجة قد ثبتت باخبار بعض هؤلاء ـ وان الجبل الذى اهبط عليه آدم عليه السلام ذروته من اقرب ذرى جبال الارض الى السماء ـ

ইহাদেরই কতিপয় বিদ্বানের পরিবেশিত সংবাদ দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, যে পর্বতে হযরত আদম অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার উচ্চতম শিখর আকাশ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকট ছিল। §

হযরত আদমের তওবা,

কোরআনের সূরত-আলবাকারায় কথিত হইয়াছে, অতঃপর আদম তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে فتلقى آدم من ربه كلمات، فتاب عليه প্রার্থনার বাক্যগুলি শিক্ষা করিলেন এবং তদনুযায়ী স্বীয় অপরাধের জন্ত তওবা করায় আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা দান করিলেন—৩৭ আয়ত।

হযরত আদম কোন্ বাক্যের সাহায্যে আল্লাহর ক্ষমালাভ করিয়াছিলেন, সেসম্পর্কে ইব্‌নেজরীর ও ইব্‌নেসঅদ মুজাহিদের প্রমুখাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আদম ও হাউওয়া এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين এক্ষণে যদি আপনি আমাদিগকে মার্জনা নাকরেন আর আমাদের প্রতি সদয় না হন, তাহাহইলে আমরা সর্বস্বান্ত হইয়া যাইব" আল্ আ'রাফ—২৩ আয়ত।

ইব্‌নেআব্বাস বলেন, বেহেশ্‌তের গৌরব ও সম্পদ হারাইয়া আদম ও হাউওয়া ২ শত বৎসর যাবৎ বিলাপ করিতে থাকেন। তাঁহারা ৪০ দিন পর্যন্ত পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

و بكى آدم وحوا على ما فاتهما مائتى سنة، ولم ياكلا و لم يشربا اربعين يوما و هما يومئذ على بوذ الجبل الذى اهبط عليه آدم عليه السلام ـ

সে সময়ে তাঁহারা 'বুয' পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, যেস্থলে হযরত আদম নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। †

ইব্‌নেআসাকির সুলায়মান বিনে আশাজ্জের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই হিন্দের মৃত্তিকাতেই আদমের তওবা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ‡ و فى هذه التربة الزلت التوبة

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখিয়াছেন, আদমকে এই হিন্দভূমিতেই তওবার বাক্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল আর তাঁহার তওবাও এই স্থানেই

و تلقى كلمات وتوبة آدم نيز در هند بود ـ تا سه صد سال توبه کرد و در شکر قبولش بگریست، ازوے رياحين

§ তাবারী (১) ৬০ পৃঃ।

† তাবারী (১) ৬৬ পৃঃ; ইব্‌নেসঅদ (১) ১ম প্রঃ ১৩ পৃঃ।

‡ তারীখে দামেশক (২) ৩৫১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

وعطـر دمـيـد كـ امـروز
از هنـد بافاق بـرنـد –

গৃহীত হইয়াছিল। তিন শত বৎসর পর্যন্ত আদম তওবা করেন এবং উহা গ্রাহ্য হইবার কৃতজ্ঞতায় ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার অশ্রু হইতে সুগন্ধি উদ্ভিদ ও পুষ্পবৃক্ষ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সুগন্ধির এই উপাদানগুলি দেশ-দেশান্তরে নীত হইয়া থাকে। *

প্রথম প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ হয্‌রত আদমকে প্রতিনিধি রূপে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করার পর প্রলয়কাল পর্যন্ত তাঁর ভাবী বংশাবতংশদের একত্রিত করিয়া এক চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোরআনে এই চুক্তির বিবরণ উল্লিখিত আছে। সূরত আল্‌আ'রাফে এই ঘটনার সংবাদ নিম্নলিখিত ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে,—স্মরণ করুন হে রসূল (দঃ) যখন আপনার প্রভু আদম-সন্তানগণের

و اذ اخذ ربك من بنی
آدم من ظهـورهـم و
ذریتـهم و اشهدهم علی
انفسهـم: الست بربكم ؟
قالوا بلی ، شهدنا ! ان
تقولـوا یوم القیـامـة
انا كنـا عن هذا غافلیـن
او تـ ـوا انمـا اشـرك
آباؤنا من قبل و كنا ذرية
من بعـدهم، افتهـلكنا بما
فعل المبطلون ؟

নিকট হইতে, যাহারা তাঁহার ঔরস হইতে উত্তরকালে জন্ম পরিগ্রহকারী ছিল, অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিকে উক্ত অঙ্গীকারের সাক্ষী মাত্র করিয়াছিলেন যে, একমাত্র আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সকলেই জওয়াব দিয়াছিল, অবশ্যই! আপনিই আমাদের প্রভু। আমরা স্বয়ং আমাদের এই প্রতিশ্রুতির সাক্ষী রহিলাম। কিয়ামতের দিন যাহাতে তোমরা আপত্তি করিতে না পার যে, "আমাদের প্রভু কে, সে সম্বন্ধে আমাদের সম্বিৎ ছিলনা" অথবা একথা বলিতে না পার যে, "আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আগে শির্কের পাপ করিয়াছিল আর আমরা তাদেরই বংশধর, তাহাদের পরে জন্মিয়াছিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিগৃহীত পথের আমরা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম মাত্র! তবে কি যাহারা আমাদের পূর্বে মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের কুকর্মের জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করিবেন"? এই নিমিত্তই তোমাদের নিকট হইতে আজ এই প্রতিশ্রুতি গৃহীত হইল,—১৭২ ও ১৭৩ আয়াত।

* হিদায়তুস্‌সায়েল ২১৬ পৃঃ।

হয্‌রত উমর বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) কে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ

ان الله خلـق آدم ثـم
مسـح ظهـره بيمينـه
فاستخـرج منـه ذريـة

আদমকে সৃষ্টি করিলেন অতঃপর তাঁহার পিঠে স্বীয় ডান হাত বুলাইলেন, ইহার ফলে তাঁহার শরীর হইতে তাঁর ভাবী বংশধরগণ নিঃসৃত হইল,—মালিক, আবুদাউদ ও তিরমিযী।

আদমসন্তানের নিকট হইতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি হিন্দভূমিতেই গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া হয্‌রত ইব্‌নে-আব্বাস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

لما اهبط آدم عليه السلام
حين اهبـط بدجنـا،
فمسـح الله ظهـره فاخرج
كل نسمـة هو خالقهـا الى
يوم القيامة ثم قال: ألست
بربكم ؟ قالوا بلى !

আদমকে দাক্ষিণাত্যে নামাইয়া দেওয়ার পর আল্লাহ তাঁর পৃষ্ঠদেশে হস্তস্পর্শ করেন। ইহাতে প্রত্যেক নিশ্বাসবাহী, যাহাদের তিনি স্রষ্টা, তাহারা নিঃসৃত হয়, তখন আল্লাহ তাঁহাদের নিকট-হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, আমিই কি তোমাদের রব্ব নই? তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়া বলে, অবশ্যই। † ইমাম ইব্‌নেজরীর তবরীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। §

আল্লামা সৈয়েদ গোলাম আলী আযাদ বেলগ্রামী হিন্দভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিবসে দজ্‌না (দাক্ষিণাত্য) ভূমি সমুদয় নবী ও রসূলের এবং আদম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত যুগের সাধুসজ্জনগণের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল। নবুওত ও রিসালতের সূর্য সর্বপ্রথম হিন্দের আকাশেই উদিত

† ইব্‌নেসআদ, তাবাকাত (১) ৮ পৃঃ

§ তাবারী (১) ৬৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছিল, কারণ হযরত আদম দুনিয়ার সর্বপ্রথম নবী ছিলেন। *

আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হযরত আদম হিন্দে অবতরণ করার পর দিশাহারা হইয়া পড়েন। তখন হযরত জিব্রীল আগমন করিয়া আযান দেন। আযানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) নাম শ্রবণ করিয়া হযরত আদম জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কে? জিব্রীল বলেন, আপনার সন্তানগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী—তাবারানী, আবুনঈম (হিল্‌য়ায়) ও ইব্‌নে-আসাকির। †

نزل آدم بالهند فاستوحش فنزل جبريل، فنادى بالاذان: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله مرتين ، فقال آدم : و من محمد هذا ؟ قال : آخر ولدك من الانبياء !

আদমের নিকট কি কি অবতীর্ণ হইয়াছিল?

আব্‌রকী সনদ সহকারে ইব্‌নেআব্বাসের কথা উধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদমের নিকট 'হাজারে-আস্‌ওয়াদ' অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, তখন উহা শুভ্রতার ঔজ্জ্বল্যে ঝকঝক করিতেছিল। বেহেশ্‌তের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হযরত আদম উহাকে চুম্বন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যষ্টি অবতীর্ণ করা হয়। তখন আদম হিন্দ-সিন্ধ ভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। ‡

ইব্‌নেজরীর ও ইব্‌নেসঅদ আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের উক্তি স্বস্ব ইতিহাসে উধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদমকে হিন্দের নওয পর্বতে আর হাউয়াকে জিদ্দায় নামাইয়া দেওয়া হয়। আদমের সঙ্গে 'হাজারে-আস্‌ওয়াদ' অবতীর্ণ করা হয়, তখন উহা তুষারের মত শুভ্র ছিল। হযরত মূসার যষ্টিকেও সেই সময়ে অবতীর্ণ করা হয়। এই যষ্টি বেহেশ্‌তী মেহ্‌দিগাছের নির্মিত ছিল আর তার দৈর্ঘ ছিল ১০ হাত। ¶

ইব্‌নেকসীরও তাঁর ইতিহাসে আর বয়হকী দলায়েলে আদমের সঙ্গে 'হাজারে-আস্‌ওয়াদে'র অবতরণের কথা সিদ্দির প্রমুখাৎ উধৃত করিয়াছেন। §

হযরত আদমের সঙ্গে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির অবতরণের কথা ইব্‌নেসঅদ ও ইব্‌নেজরীর হযরত ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, বেহেশ্‌তের মেহ্‌দী, রসগন্ধ বা গান্ধার, লোবান, শাবল, স্বর্ণকার যে লৌহখণ্ডের উপর অলংকারাদি পিটিয়া থাকে সেই নেহাই (علاة) আর শাঁড়াসী। ইবনেআদি ও ইব্‌নে আসাকির সুলায়মান বিনুল আশাজ্জের প্রমুখাৎ এই মর্মে একটি দুর্বল হাদীসও রেওয়ায়ত করিয়াছেন। *

ইবনুলআলীয়া বলিয়াছেন, হযরত আদম যখন বেহেশ্‌ত হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন তাঁর হাতে বেহেশ্‌তীকাষ্ঠের যষ্টি আর মাথায় বেহেশতী পত্রের মুকুট ছিল। এইভাবে তিনি হিন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিন্দের সমুদয় সুগন্ধী এই বেহেশতী বৃক্ষ ও পত্র হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। †

মস্‌উদী লিখিয়াছেন, আল্লাহ আদমকে সিংহলে আর হাউওয়াকে জিদ্দায় নামাইয়া দেন। আদম সিংহল দ্বীপের রাহুন পর্বতে পতিত হন। তাঁহারা বেহেশ্‌তী পরিচ্ছদ হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বর্গোদ্যানের যে সকল বৃক্ষের পত্র তাঁহাদের দেহে ধারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় বাতাস সেগুলির চূর্ণ হিন্দভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে

اهبط الله آدم بسرنديب و حوا بجده ، فهبط آدم بالهند على جزيرة سرنديب على جبل الراهون ، و عليه الورق الذى خطفه من ورق الجنة ، فيبس فدرته الرياح ، فانتشر فى بلاد الهند ، فيقال ان علة كون الطيب بارض الهند من ذلك الورق و لذلك خصت ارض الهند بالعود و القرنفل و الافاوية، و المسك و سائر الطيب و كذلك الجبل لمعت

* হিদায়তুস্‌সায়েল ২১৬ পৃঃ

† দামেশকের ইতিহাস (২) ৩৫৭ পৃঃ।

‡ আখ্‌বারে মক্কা (১) ৭ পৃঃ।

¶ ইব্‌নেসঅদ (১) ১২ পৃঃ; ইব্‌নেজরীর (১) ৬৩ পৃঃ।

§ বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া (১) ৮০ পৃঃ।

* ইব্‌নেজরীর (১) ৬৩; ইব্‌নেসঅদ (১) ১২ পৃঃ; দুর্‌রেমনসূর (১) ৫৬ পৃঃ।

† ইবনেজরীর (১) ৬৩ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

عليه اليواقيت و كان منه الماس ، و في جزائر بحره السنباذج و في قعره مغائص اللؤلؤ -

ছড়াইয়া দেয়! এই বেহেশ্তী পাতার দরুণেই হিন্দভূমিতে সুগন্ধির প্রাচুর্য ঘটিয়াছে বলিয়া লোকেরা ধারণা করে। এই কারণেই চন্দন, লবঙ্গ, সুগন্ধি মসল্লা, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য হিন্দভূমি প্রসিদ্ধ, উহার পর্বত হীরক, মাণিক্য, পদ্মরাগ-মণির ছটায় উজ্জ্বল, সমুদ্রদ্বীপে শিরীষ আর গভীর সমুদ্রে মুক্তার খণি। ‡

বেহেশ্ত হইতে ৮ জোড়া পশু-জাতীয় জীব- ষাঁড়, গাভী, মেষ ও মেষী, ছাগল ও ছাগী আর উষ্ট্র ও উষ্ট্রীও হযরত আদমের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিল আর আল্লাহর নির্দেশক্রমে ছাগ চর্মদ্বারা পিতা আদম ও মা হাউওয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইব্নে সঅ'দ ও ইব্নে জরীর হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। §

সূরত ইব্রাহীমে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ তাঁর পবিত্র কলেমাকে এরূপ এক পবিত্র বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যার মূল সুদৃঢ় আর যার শাখা প্রশাখা গগণস্পর্শী। এই বৃক্ষটি তার প্রভুর অনুমতিক্রমে সর্বক্ষণ ফল দান করিয়া থাকে—

ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، اصلها ثابت و فرعها في السماء، توتي اكلها كل حين باذن ربها -

২৪ আয়ত। হযরত ইব্নেআব্বাস বলেন, এই বৃক্ষটি হইতেছে নারিকেল গাছ। কোন সময়েই ফলহীন হয়না, প্রতিমাসেই ইহা ফলধারণ করিয়া থাকে। আরাবীতে নারিকেলকে "জওযে হিন্দী" বলে,—ইব্নে মর্দওয়ে। *

ইব্নে আসাকির হযরত আবুসঈদ খুদ্রীর বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

خلقت النخلة و الرمان و العنب من فضلة طينة آدم -

খেজুর, ডালিম আর আঙুর হযরত আদমের দেহাবশিষ্ট মাটি হইতে সৃজিত হইয়াছে। †

ইব্নো আবিদ্দুনয়া, ইব্নুলমন্যর ও ইব্নে আসাকির হযরত জাবির বিনে আবদুল্লাহর কথা রেওয়ায়ত করিয়াছেন

ان آدم لما اهبط الى الارض، هبط بالهند و هبط معه بالعجوة و الاترنج و الموز -

যে, হযরত আদম পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হিন্দভূমিতে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে আমলকি, লেবু আর কলাও পৃথিবীতে নামিয়া আসে। ¶

ইব্নে আব্বাস বলেন, হযরত আদমকে ত্রিশ প্রকার বেহেশ্তী ফল সহকারে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতক খোসা ও বীজ সহ ব্যবহৃত হয়, কতক খোসা ফেলিয়া দিয়া ব্যবহৃত হয় আর কতক ভিতরকার বীজ বা আঁটি ফেলিয়া দিয়া ব্যবহৃত হয়— ইব্নে আবিহাতিম। §

ইমাম ইব্নেজরীর এই ত্রিশ প্রকার ফলের একটি তালিকাও দিয়াছেন,

(ক) যেগুলির খোসা ফেলিয়া দেওয়া হয়: নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, ফিন্দাক (Hazel), পোস্ত, ওক, শাহবোত (Chestnut), সাল, ডালিম, ও কলা।

(খ) যেগুলির বীজ বা আঁটি ফেলিয়া দেওয়া হয়: শফ্তালু, খুবানি, নাশ্পাতি, খুর্মা, চিনা জাতীয় দানা, কুল, সেব জাতীয় কিল, চেরি গাছের ফলের মত নবক ফল, মকল ও শাহলওজ।

(গ) আর যেগুলির খোসা বা আঁটি কিছুই ফেলা হয়না: সেব, বিহী, কুচিফল, আঙুর, তুত, আঞ্জির, নেবু, খরনুব *Carob*, শশা ও পানীয় তরমুজ।

ইব্নেজরীর লিখিয়াছেন, হযরত আদম বেহেশ্ত হইতে ১ বস্তা গমও আনিয়াছিলেন। *

ইব্নেসঅ'দ ও ইব্নেজরীর একথাও লিখিয়াছেন যে, হযরত আদম যখন পর্বতে অবতরণ করেন,

‡ মরূজুয্যহব (১) ৩৪ পৃঃ।
§ তাবারী (১) ৬৯ ও তাবাকাত (১) ১ম প্রঃ ১৫ পৃঃ।
* দুর্রে মন্সুর (৪) ৭৭ পৃঃ।

† তারীখ [হিদায়াতুস্‌সায়েল ২১৮ পৃঃ]
¶ দুর্রে মনসুর (১) ৫৬।
§ দুর্রে মনসুর (১) ৫৬।
* তাবারী (১) ৬৪।

www.ahlehadeethbd.org

তখন তিনি পাহাড় হইতে উদ্‌গত একটি লৌহপাত নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। †

ইব্‌নে আসাকির জা'ফর বিনে মুহাম্মদের এক রেওয়ায়ত, যাহা তিনি স্বীয় পিতার বাচনিক শুনিয়াছিলেন, স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আদম ও হাউওয়াকে যখন নামাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। আদমের ভাবী বংশধরদের উপকারার্থে আল্লাহ্ অতঃপর উহাকে মৃত্তিকার ভিতরকার সোতার সঙ্গে চালাইয়া দেন। §

لما اهبط آدم و حواء انزل معهما ذهبا و فضة ، فسلكه ينابيع فى الارض منفعة لاولادهما بعدهما ـ

আবুবর্‌যা আস্‌লমী নামক সাহাবীর উক্তি তাবারানী উদ্ধৃত করিয়াছেন, আল্লাহ্ আদমকে যে বেহেশ্‌তী কংকণ দিয়াছিলেন, হিন্দের স্বর্ণভাণ্ডার সেই কংকণ হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছে। ‡

ان كنز الذهب بالهند مما ينبت من ذلك السوار الذى القى الله اليه من اسورة الجنة ـ

আয্‌রকী ইব্‌নেআব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদম কৃষি ও শিল্প-যন্ত্র আর খুর্মা সহকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ¶

نزل آدم بالباسنة و نخلة العجوة

ইব্‌নুলমন্‌যর ইব্‌নে জুরায়জের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হযরত আদম কৃষিযন্ত্র ও শস্য-বীজ সহকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জান্নাতে তিনি আঙুরের আর সুগন্ধি উদ্ভিদের লতা উত্তোলিত করিয়াছিলেন। *

اهبط آدم بباسنة فيها بذر ، و تعريشة عنبة و ريحانة ـ

তাবারী লিখিয়াছেন, হযরত আদমের অশ্রুপাতের ফলে পর্বতের চতুর্দিকে নানা প্রকার ঔষধিবৃক্ষ জন্মিয়াছিল, যেগুলি হিন্দের সমুদয় প্রান্তে লোকেরা বহন করিয়া লইয়া যায়। †

আদমের হিন্দ হইতে হিজাযে গমন ও কা'বার প্রথম নির্মাণ

ইব্‌নেআব্বাস বলেন, আল্লাহ্ আদমকে ওয়াহী করিলেন, দেখ, আমার আরশের সম্মুখভাগে আমার 'হরম' রহিয়াছে, তুমি তথায় যাও আর আমার গৃহ নির্মাণ কর। ফেরেশ্‌তারা যেমন আমার আরশকে প্রদক্ষিণ করে, তুমিও সেই ভাবে উক্ত গৃহ প্রদক্ষিণ কর। আমি সেই স্থানে তোমার আর তোমার যেসব সন্তান আমার অনুগত, আমি তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিব। আদম বলিলেন, প্রভুহে, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? আমার তেমন শক্তিও নাই আর সে স্থানও আমার পরিচিত নয়। আল্লাহ্ তখন তাঁর সাহায্যের জন্য একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করিলেন আর তাঁর সমভিব্যাহারে হযরত আদম মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে আদম যে যে স্থানের সুরম্য দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন সেই স্থানে বিশ্রামের জন্য থামিতেন। এইভাবে তাঁহারা মক্কায় উপস্থিত হইলেন। সেসব স্থানে হযরত আদম থামিয়াছিলেন, সেই জায়গাগুলি মানুষের বাসস্থানে আর যেসব স্থানে তিনি গমন করেনাই, সেগুলি প্রান্তর ও জনশূন্য স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পবিত্র কা'বা নির্মিত হওয়ার পর উক্ত ফেরেশ্‌তা আরাফাতে গমন করিলেন এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষেরা যেভাবে হজ্‌পালন করে, আদমকে তাহার নিয়মগুলি শিখাইয়া দিলেন। আবার আদম উক্ত ফেরেশ্‌তার সঙ্গে মক্কায় আসিয়া ৭ দিন পর্যন্ত কা'বার তাওয়াফ করিতে থাকিলেন। অতঃপর তিনি হিন্দভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। §

† তাবাকাত (১) ১২ ; তাবারী (১) ৬৩।

§ দুর্‌রেমনসুর [১] ৫৬।

‡ মজমাউয্‌যওয়ায়েদ [৮] ১৯৯।

¶ হিদায়তুস্‌সায়েল ২১৭।

* দুর্‌রে মনসুর [১] ৫৬।

† হিদায়তুস্‌সায়েল, ২১৯।

§ তাবাকাত (১) ১ম প্রং ১৫পৃঃ; তাবারী (১) ৬১ ও ৬২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত আদমের হজ্জ,

ইস্‌ফিহানী, ইব্‌নেআসাকির, দয়লমী, আবুশ্‌-শারেখ (আযমত গ্রন্থে) ও ইব্‌নেখুযায়মা প্রভৃতি হযরত আনসের বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদম হিন্দভূমি হইতে হজ্জের জন্য বহির্গত হইয়া- خرج آدم من ارض الهند حاجاً - ছিলেন। † ইব্‌নে-জরীর হযরত ইব্‌নেআব্বাসের কথা স্বীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আল্লাহ হযরত আদমকে বয়েতুল্লাহ-শরীফে গমন করার আদেশ দেওয়ায় তিনি তথায় যান আর আল্লাহর গৃহ প্রদক্ষিণ ও হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করেন। কথিত আছে যে, আরাফাতে আদম আর হাউওয়ার সাক্ষাৎকার ঘটে, তাঁহারা পরস্পরকে এই স্থানে চিনিতে পারেন, তারপর মযদলাফায় তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন। ইব্‌নেজরীর হযরত আব্দুল্লাহ বিনে উমরের রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদম যখন হিন্দে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁকে হজ্জ করার জন্য আল্লাহ ওয়াহী করিয়াছিলেন আর তিনি হিন্দ হইতে মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। ‡

ইব্‌নেআব্বাস বলেন, কৃষ্ণপ্রস্তর বা "হাজারে আস্‌ওয়াদ" যাহা হিন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন উহা তুষার-শুভ্র ছিল। আদম হজ্জের সময়ে উহাকে কা'বার সন্নিহিত আবু কুবায়সের পাহাড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন। বয়হকী সিদ্দীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম কা'বা নির্মাণ কালে কৃষ্ণপ্রস্তরের স্থানে উপস্থিত হইলে হযরত ইস্‌মাঈলকে একটি প্রস্তর আনিতে বলেন। পুনঃপুনঃ কয়েকটি প্রস্তর হযরত ইস্‌মাঈল লইয়া আসেন, কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর তন্মধ্যে একটিও মনঃপুত না হওয়ায় হিন্দভূমিতে যে প্রস্তর খানা লইয়া হযরত আদম বেহেশ্‌ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, হযরত জিব্রীল তাহা হযরত ইব্‌রাহীমের হস্তে দেন। তখন ইব্‌রাহীম উক্ত প্রস্তর সেই স্থানে স্থাপন করেন। §

তাবেয়ী আতা বিনে আবিরিবাহ বলেন, হযরত আদম গরুকে বাহন করিয়া হজ্জের জন্য গমন করিয়াছিলেন—সঈদ বিনে মনসুর। ¶

ইহা লক্ষণীয় যে, হিন্দুরা ষাঁড়কে মহাদেবের বাহন মনে করে।

এতদ্ব্যতীত হযরত আদম পায়ে হাঁটিয়া চল্লিশবার হিন্দ হইতে মক্কায় হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ইব্‌নেআসাকির আতা বিনে আবি রিবাহের বাচনিক আর ইব্‌নেসঅদ, ইব্‌নেজরীর, ইব্‌নে আসাকির ও বয়হকী হযরত ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। †

হযরত আদমের স্বদেশ

ইব্‌নেজরীর হযরত ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আদম মক্কা হইতে তাঁহার স্ত্রী হাউওয়া সহ হিন্দভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের বাসস্থান রূপে পর্বতের একটি গুহা নির্বাচিত করেন। তাঁহারা রাত্রিতে ও দিবসে উক্ত গুহায় আসা যাওয়া করিতেন। ‡

رجع آدم من مكة الى الهند مع حواء فاتخذ مغارة ياويان اليها فى ليلهما و نهارهما -

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখিয়াছেন, হযরত আদম মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিন্দভূমিকেই স্থায়ী বসবাসের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। §

چوں آدم از حرم مکی رجوع کرد، ارض هند را برائے توطن پسندید

হযরত আদমের মৃত্যু

ইব্‌নেসঅদ ও ইব্‌নেজরীর হযরত ইব্‌নেআব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত আদম মক্কা হইতে হিন্দভূমিতে ফিরিয়া আসেন, অতঃপর তিনি বুযে মৃত্যুমুখে পতিত হন। *

رجع آدم من مكة الى ارض الهند فمات على بوذ

† হিদায়তুস্‌সায়েল ২১৬ পৃঃ।

‡ তাবারী [১] ৬২ ও ৬৬ পৃঃ।

§ তাবাকাতে ইব্‌নেসঅদ [১] ১২পৃঃ; দুররে মনসুর [১] ১২৭পৃঃ।

¶ দুররে মনসুর [১] ৫৬ পৃঃ।

† তাবাকাৎ [১] প্রথম প্রং ১১; তাবারী [১] ৬২; তারীখে-দামেশক [২] ৩৫৩; দুররেমনসুর (১) ৫৬।

‡ তাবারী (১) ৬৬।

§ হিদায়তুস্‌সায়েল ২১৬। * তাবারী [১] ৬২ ও ৮১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ঈদে-কুরবানের সম্ভাষণ

ইব্‌রাহীমী আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!
আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ!

ভাই সব,

ইস্‌লামের বুনিয়াদী কথা হচ্ছে ত্যাগ বা কুরবানী। অবশ্য যারা কুফ্‌র ও বিদ্‌আতপন্থী, তারাও ত্যাগ স্বীকার করতে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়না। কিন্তু তারা ত্যাগ স্বীকার করে থাকে তাদের মনগড়া আদর্শ আর অলীক প্রভুদের জন্য আর মুস্‌লিমকে সর্বত্যাগী হ'তে হয় শুধু বিশ্বপতি আল্লাহর জন্য! তার দেহ ও মন, জান ও মাল ইয্‌যত ও আব্রু, এমন কি প্রাণাধিক সন্তানসন্ততি পর্যন্ত আল্লাহর পথে তাকে উৎসর্গ করতে হয়। যথাসর্বস্ব বিশ্বপ্রভু আল্লাহর পবিত্র পায়ে সমর্পণ করে রিক্ত আর মুক্ত হওয়ার নাম ইস্‌লাম আর এভাবে যারা সর্বত্যাগী ও রিক্ত হ'তে পেরেছে, ইস্‌লামি পরিভাষায় তারাই হয় মুস্‌লিম! ইস্‌লামি আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণের কাজ যাঁকে দিয়ে সাধিত হয়েছিল, তাঁকে জগত্‌স্বামী আদেশ করেছিলেন, হে রসূল (দঃ) আপনি বলুন, আমার সালাত আর ইবাদত, আমার জীবন আর মরণ একমাত্র বিশ্বপতি আল্লাহর জন্যই! তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি আর আমি প্রথম মুস্‌লিম।

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لاشریک له، وبذالک امرت وانا اول المسلمین!

বন্ধুগণ, উল্লিখিত আত্মসমর্পণের জলন্ত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন হয্‌রত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ! যীশুখৃস্টের জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে বিশ্বপতি আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রচার করতে গিয়ে তিনি কালেডিয়ার সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছিলেন, এই অপরাধে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই অপরাধের জন্যই তিনি চিরদিনের মত দেশত্যাগী হ'তে বাধ্য হ'য়েছিলেন! মিসর সম্রাট তাঁর সতীসাধ্বী সহধর্মিনী সারা বিবিকে অপহরণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়ে স্বীয় দুহিতা জননী হাজিরাকে পুণ্যশ্লোক ইব্‌রাহীমের হস্তে সমর্পণ করেছিল। সম্রাট-নন্দিনী হাজিরার গর্ভে বৃদ্ধবয়সে হয্‌রত ইব্‌রাহীমের জ্যৈষ্ঠপুত্র ইসমাঈল ভূমিষ্ঠ হন। জগদ্‌গুরু, মানবমুকুট মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) এই ইস্‌মাঈলের বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এবারে ইব্‌রাহীমকে বলা হ'ল, সর্বত্যাগী না হলে, স্ত্রী ও পুত্রের মায়াবন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে বিশ্বপতির প্রণয় লাভ করার উপায় নেই। তাই তাঁরই নির্দেশক্রমে ইব্‌রাহীম তাঁর শিশু সন্তান আর সন্তানের মহীয়সী জননীকে মক্কার মরুপ্রান্তরে বনবাস দিয়ে এলেন।

শিশু ইস্‌মাঈল যখন কৈশোরে পদার্পণ করলেন, তখন হয্‌রত ইব্‌রাহীম নমরূদের অগ্নিপরীক্ষার চাইতে, বরং জীবনে যতগুলি পরীক্ষায় তিনি এযাবৎ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সবগুলির চাইতে কঠোরতম এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন! নমরূদের অগ্নিকুণ্ড তিনি স্বয়ং প্রজ্জলিত করেননি আর শত্রুদলের চক্রান্তেই তাঁকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছিল। মিসর রাজের পাপদৃষ্টির জন্যও তাঁর কোন দায়িত্ব ছিলনা। স্ত্রী আর প্রাণাধিক পুত্রকে তিনি স্বয়ং বনবাস দিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের সন্দর্শনের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। কিন্তু এবারে ইব্‌রাহীমের প্রভু তাঁকে আদেশ করলেন, তাঁর নয়নমণি কলিজার টুক্‌রা, বার্ধক্যের সম্বল পুত্র ইস্‌মাঈলকে তাঁর প্রভুর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য স্বহস্তে কুরবানী দেওয়ার জন্য! বৃদ্ধ পিতা ইব্‌রাহীম যখন কিশোর পুত্র ইস্‌মাইলের কাছে তাঁদের প্রভুর অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলেন, তখন একনিষ্ঠ পিতার যোগ্য পুত্রের মতই ইস্‌মাঈল এই ভয়াবহ প্রস্তাবে

www.ahlehadeethbd.org

যেরূপ হৃষ্টচিত্তে সম্মতি দিয়েছিলেন, সে কাহিনী কোরআনের অক্ষয় ভাণ্ডারে প্রলয়উষার উদয়কাল পর্যন্ত চিরজীবী হয়ে থাকবে। কোরআনের সাক্ষ্য যে, ইস্‌মাঈল যখন দৌড়ে এসে পিতার সঙ্গী হলেন, তখন ইব্‌রাহীম বল্লেন, দেখ বাবাধন, আমি তোমাকে বলিদান করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছি, এখন বল দেখি এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? পুত্র ইস্‌মাঈল তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন, দেখুন আব্বাজান, আপনি যে কার্যের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, অবিলম্বে তা সম্পাদন করুন। আপনি কাজের বেলায় ইন্‌শাআল্লাহ আমায় ধৈর্যশীল দেখ্‌তে পাবেন।

فلما بلغ معه السعى، قال: يابنى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنى ان شاء الله من الصابرين-

ভাইসব, তারপর কি ঘট্‌ল? ফেরেশ্‌তারাও যা কল্পনা কর্‌তে পারেননি, আকাশ আর চন্দ্রসূর্য যে ব্যাপার কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি, তাই ঘট্‌ল! অশীতিপর বৃদ্ধ ইব্‌রাহীম তাঁর একমাত্র প্রভুর প্রীতিঅর্জন মানসে সবেধন নীলমণি পুত্রকে কুরবানী করার জন্য যুলহিজ্জার দশম দিবসের মধ্যাহ্নে, যে স্থানে আজও হাজীরা লক্ষ লক্ষ পশু উৎসর্গ করে থাকে, সেই মিনা প্রান্তরের এক প্রান্তে পাছ্‌ড়িয়ে ভূপাতিত করলেন আর অসংকোচে পুত্রের স্কন্ধে তীক্ষ্ণধার ছুরি চালিয়ে দিলেন! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ!

পিতা ও পুত্রের আত্মসমর্পণের এই অনুপম দৃশ্য ত্রিভুবন স্তব্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন কর্‌ছিল। ত্যাগের এই মহানআদর্শ নিরীক্ষণ করে বসুন্ধরা বিস্ময় পুলকে ঘনঘন শিহরিত হচ্ছিল। বিশ্বপতি আল্লাহ তাঁর ভক্ত ইব্‌রাহীমের প্রতি সদয় হ'লেন, ইস্‌মাঈলের রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত গ্রাহ্য করে নিলেন আর ইব্‌রাহীমের এই কুরবানীকে চিরস্মরণীয় করার জন্য পৃথিবীস্থ ইবরাহীমের আধ্যাত্মিক সন্তানগণের পক্ষে কুরবানীর সুন্নতকে অবশ্য-প্রতিপালনীয় করে রাখ্‌লেন।

বন্ধুগণ, মক্কার মিনা প্রান্তর থেকে শুরু করে দুনিয়ার প্রত্যেক প্রান্তে ১০ম যুলহিজ্জায় আর তার পরবর্তী দিবসত্রয়ে সমুদয় মুস্‌লিম পরিবার পিতা ইব্‌রাহীমের উল্লিখিত ত্যাগের মহান সুন্নতকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে পরমপ্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে পশুর রক্ত প্রবাহিত করে থাকে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, মানবপুত্রের কোন সৎকর্মই আল্লাহর কাছে কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রেয়স নয়। কিয়ামতের দিনে কুরবানীর পশুর শিং, লোম আর পালান পর্যন্ত হাজির করা হবে। কুরবানীর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহর কাছে তার সওয়াব গ্রাহ্য হ'য়ে যায়,—তিরমিযি ও ইব্‌নে মাজা।

ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم و انه ليأتى يوم القيامة بقرونها و اشعارها و اظلافها - و ان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض!

কিন্তু বন্ধুগণ, আল্লাহর কাছে কুরবানীর সওয়াব গ্রাহ্য হওয়ার তাৎপর্য কি? যে অকুণ্ঠ ঈমান আর ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রের স্কন্ধে ছুরিকা উত্তোলিত করেছিলেন, কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার সময়ে ইব্‌রাহীমের মানস সন্তানদের হৃদয়তন্ত্রী সেই ঈমান ও ত্যাগের সুরে যদি অনুরণিত হয়ে না উঠে, তাদের দেহ আর মনের পরতে পরতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের আকুল আগ্রহ যদি উদ্বেলিত না হয়, তাহ'লে তাদের এই কুরবানীর উৎসব "গোশ্‌তখুরী"র পর্বেই পর্যবসিত হবে। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরবানীদাতাদের সাবধান করে দিয়েছেন, দেখ, কুরবানীর গোশ্‌ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে- না, তার রক্তও নয়! তাঁর কাছে পৌঁছে- থাকে তোমাদের অন্তরের অনাবিল ভক্তি আর সাধুতা, —আল্‌হজ্জ: ৩৭ আয়ত।

لن ينال الله لحومها و لا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم!

** ** **

মুস্‌লিম ভাইসব, রসূলুল্লাহর (দঃ) মধ্যস্থতায় মুস্‌-

www.ahlehadeethbd.org

লিম জাতিকে যে সরল ও সঠিক জীবনপথের সন্ধান প্রদত্ত হয়েছিল তার স্বরূপ কি? ইস্‌লামিজীবনের এই স্বরূপ মানবসমাজের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে আদেশ দিয়েছিলেন, আপনি বলুন, আমার প্রভুই আমাকে সরল ও সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিয়েছেন, এক অনড় জীবনবিধানের সন্ধান! অবিচলিত ইব্‌রাহীমের পরিগৃহীত জীবন বিধান, তিনি অংশীবাদী ছিলেননা,—আল্‌আন্‌আম ১৬১ ও ১৬২ আয়াত।

قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ، دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا، و ما انا من المشركين -

হযরত ইব্‌রাহিম খলীলুল্লাহ (দঃ) আর তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারী,তাঁর দ্বীনের রক্ষয়িতা ও পূর্ণতাদানকারী মুহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ) যে হিদায়তের সন্ধান লাভ করেছিলেন, সে হিদায়ত তাঁদের পরিকল্পিত ও গবেষণা-প্রসূত ছিলনা। মানুষ শুধু নিজের বিচার বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মান মন্দির নির্মাণ করে কল্যাণ আর শান্তির সন্দর্শন লাভ করতে পারেনা। যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, তাঁর হিদায়ত উপেক্ষা করে যখন মানুষ নিজেদের কর্তব্য আর জীবনব্যবস্থা নিজেরাই নির্ধারণ করতে লেগে যায়, যখন "সবার উপর মানুষ বড়, তার উপরে কিছুই নেই" ব'লে সে দম্ভোক্তি করতে থাকে, তখন সে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হ'য়ে পড়ে। প্রকৃতির নিয়ামক যিনি, তাঁর পবিত্র পদপল্লবে প্রণত নাহ'য়ে আর তাঁর সন্দর্শনের আশা বিসর্জন দিয়ে যারা কেবল অন্ধ প্রকৃতির ইংগিতকে জীবনদিশারী রূপে বরণ করে নেয়, তার মানব জীবনকে বিড়ম্বনা আর নৈরাশ্যের অমানিশাই সমাচ্ছন্ন করে রাখে। তাই সত্যদ্রষ্টা ইব্‌রাহীম প্রাকৃতিক নিদর্শনের সাহায্যে পরম সত্যের সন্ধানলাভে হতাশ হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, আমার প্রভু যদি আমায় সঠিক পথের সন্ধান নাদেন, তাহলে আমিও পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়্‌ব—আল্‌আন্‌আম :—৭৮ আয়ত।

لئن لم يهدني ربي ، لاكونن من القوم الضالين।

জীবজগত শুধু জড় পদার্থ নয়, জড় ও চৈতন্যের যে অপূর্ব সমাবেশ জীবজগতে প্রকাশলাভ করেছে আর মানুষের ভিতর দিয়ে যার চরম বিকাশ ঘটেছে, তার রহস্যভেদ করা আজও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাগারে বসে সম্ভবপর হয়নি আর কোন দিন হবেওনা। শুধু জড়-শক্তির মাধ্যমে মহাচৈতন্যের সন্ধানলাভ কি করে সম্ভবপর হবে? এযে বামন হ'য়ে চাঁদ স্পর্শ করার চাইতেও বড় দুরাশা! অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাগৃহে বসে মানুষের পক্ষে মহাচৈতন্যের অস্তিত্বের ইংগিত লাভ করা সম্ভবপর হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর সঠিক পরিচয় আর নৈকট্য-লাভের উপায় অবগত হওয়ার জন্য ওয়াহী ও তন্‌যীলের হিদায়াত অর্জন করা অপরিহার্য। আবার শুধু সঠিক পথের সন্ধান পাওয়াই যথেষ্ট নয়। অন্যান্য দিকে না তাকিয়ে, তন্দ্রাবিভূত না হ'য়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে একনিষ্ঠ ভাবে এপথে চল্‌তে হবে। ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তিনি ইয়াহুদী বা নাসারাণী প্রভৃতি কৃত্রিম ধর্মীয় গোঠগুলির কোন একটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। ইব্‌রাহীম না ছিলেন ইয়াহুদী, না ছিলেন নাসারাণী, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ও অবিচলিত মুস্‌লিম,—আলে ইম্‌রান ৬৭ আয়ত।

ما كان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما -

যেব্যক্তি বিভ্রান্তিপূর্ণ সমুদয় পথ ও মত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র সঠিক পথে সমারূঢ় হয়, তাকেই 'হানীফ' বলে। ইহুদী বা খৃস্টধর্মের অভ্যুদয়ের কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইব্‌রাহীমের আবির্ভাব ঘটেছিল, কাজেই ইহুদী বা খৃষ্টানদের মধ্যে যারা হযরত ইব্‌রাহীমকে মিছামিছি কবর থেকে তুলে স্বস্ব দলে শামিল করার জন্য টানাটানি করছিল, তাদের অর্বাচীনতা আলোচনা না করলেও চল্‌ত, কিন্তু শুধু এই অর্বাচীনতার প্রতিবাদ-কল্পেই এই আয়তে ইব্‌রাহীমের ইহুদী বা নাসারাণী হওয়া অস্বীকৃত হয়নি, তাঁকে "হানীফ মুস্‌লিম" বলে আখ্যাত করে অস্বীকৃতির আসল কারণের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

বন্ধুগণ, কোন সত্য ধর্মই পৃথিবীতে ফির্কাপরস্তী প্রচার করেনি। হযরত মুসা বা হযরত ঈসার প্রচারিত ধর্মও নয়। ইহুদীরা হযরত মুসার আর নাসারাণীরা হযরত ঈসার প্রচারিত ধর্মমতের অনুসারী বলে দাবী

www.ahlehadeethbd.org

করলেও আসলে নবীগণের প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ইহুদী বা খৃষ্টানদের কোন সম্পর্কই নেই। ইহুদীরা শির্ক ও ফির্কাপরস্তী আর ওলী-দরবেশদের উলুহীয়ত ও ইবাদত আর তাদের বিদ্বানদের অন্ধ তক্‌লীদের জগাখিচুড়ি দিয়ে যে মতবাদ সৃষ্টি করেছিল, হযরত ঈসা নবীর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক চার শ' বৎসর মাত্র পূর্বে তার পত্তন হ'য়েছিল। প্রচলিত খৃষ্টধর্মের অবস্থাও তথৈবচ। ত্রিত্ববাদ ও জননী মরিয়মের উলুহীয়ত, সেন্টদের পূজা আর পোপ ও পাদ্রীদের গতানুগতিকতার মালমশলা দিয়ে খৃষ্টধর্মের যে সৌধ নির্মিত হয়েছে, হযরত ঈসা নবীর তিরোভাবের অন্ততঃ শতব্দীকাল পর তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। হযরত মূসা আর হযরত ঈসাও ইবরাহীম খলীলুল্লাহর বংশধর বটেন, কিন্তু তাঁদের অনুসারীরা কার্যতঃ যে দু'টি কৃত্রিম ধর্মীয় গোঠ তৈরী করে নিয়েছেন, তার সাথে খলীলুল্লাহর (দঃ) পরিগৃহীত ধর্মমতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। হযরত ইবরাহীম তাঁর পৈতৃক ধর্ম, তাঁর স্বদেশবাসীর ধর্ম, তাঁর রাষ্ট্রের ধর্ম বর্জন করেছিলেন। অন্ধগতানুগতিকতার মুখে পদাঘাত করে পুরোহিত দল আর স্বজাতি ও স্বগোত্রের সঙ্গে সমুদয় সম্পর্ক ছেদন করে তাদের ঠাকুর দেবতাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কেন?

বন্ধুগণ, তাঁর এ'আচরণের কৈফিয়ত তাঁরই পবিত্র মুখে শ্রবণ করুন। কোরআনে বলা হয়েছে, দেখ মুসলিম-সমাজ, তোমাদের জন্য ইবরাহীম আর তার অনুসারীদের জীবন উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের স্বদেশবাসীদের বলেছিলেন, দেখ, তোমাদের উপর, আর আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের দাসত্বে মগ্ন রয়েছ, তাদের উপর আমরা অসন্তুষ্ট! শুধু অসন্তুষ্ট নই, আমরা তোমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি, আজথেকে আমাদের আর তোমাদের মধ্যে, যতদিন না তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন করছো, অনন্তকালের মত শত্রুতা আর বিদ্বেষভাব শুরু হয়ে গেল—আলমুমতাহিনা: ৪ আয়ত।

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم: انا برآؤا منكم و مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، و بدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده!

দেখুন, ইবরাহীম শুধু তওহীদের দৃপ্ততেজে রাষ্ট্র, সমাজ ও সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে উত্থান করছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, যারা আল্লাহর শত্রু, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, যারা তাঁর প্রভুত্বে বৈরীভাব পোষণ করে, তারা যতইবড়, যতই শক্তিশালী, যতই প্রিয়জন হোকনা কেন, মর্দেমু'মিন ইবরাহীম তার অনুগত হবেনা, তার সঙ্গে বন্ধুত্বভাব পোষণ করবেনা। আল্লাহর যে শত্রু, সে ইবরাহীমেরও শত্রু! যে ইলাহীবিধানের বিদ্রোহী, সে জন্মদাতা পিতাই হোক আর রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হোক, ইব্রাহীম তার সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই!

বিদ্রোহ, শত্রুভাব আর বিদ্বেষ পরায়ণতা যেমন সব সময়ে দোষণীয় নয়, আনুগত্য, বন্ধুত্বভাব আর প্রণয় ও প্রীতিও তেমনি সবসময়ে প্রশংসনীয় নয়। "হানীফ" হওয়ার তাৎপর্য আল্লাহর কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করা যে, প্রণয়, প্রীতি, বন্ধুত্বভাব, আনুগত্য আর বিদ্রোহ, শত্রুভাব আর বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিগুলি শুধু তাঁরই ইংগিতক্রমে নিয়ন্ত্রিত হবে, নিজের বলতে কিছুই থাকবেনা। যে আল্লাহর মিত্র সে তারও মিত্র হ'য়ে উঠবে। স্নেহ, ভালবাসা, প্রণয়, প্রীতি কুফর ও ঈমান তাঁরই ইশারায় বরণ ও বর্জন করে চলতে হ'বে। কুফর ও ঈমান উভয়ের সাথে যুগপৎভাবে যারা আপোষ করে চলতে চায় তার পক্ষে "হানীফ মুসলিম" হওয়ার উপায় নেই। যেপর্যন্ত সমুদয় অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সবরকম সংস্রব ত্যাগ করে মারমুখী হ'য়ে না উঠবে আর সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে বরণ করে না নেবে কোন ব্যক্তি "হানীফ মুসলিম" পদবাচ্য হবেনা।

ইবরাহীম জীবনকে যেমন মুমিনদের জীবনাদর্শ করা হ'য়েছে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র চরিতকেও তেমনি মুসলিম জাতির জীবনাদর্শ স্থির করা হয়েছে। কোরআনের নির্দেশ, যারা আল্লাহর সন্দর্শন আর পরবর্তী জীবনে সাফল্যলাভের আশা لقد كان لكم في رسول

www.ahlehadeethbd.org

পোষণ করে তাদের জন্য হে মুস্‌লিমসমাজ, রসুলুল্লাহর (দঃ) মহৎ জীবন উৎকৃষ্টতম আদর্শ,—আল্‌আহ্‌যাব : ২১ আয়ত।

الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر

"ইব্‌রাহীমী জীবন" আর "মুহাম্মদী জীবনে" পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রয়েছে বলেই উভয় জীবন মুস্‌লিমজাতির আদর্শে পরিণত হ'য়েছে। কোরআনের সাক্ষ্য এবিষয়ে দ্ব্যর্থহীন। বলা হয়েছে —দেখ, ইব্‌রাহীম পন্থী ছিলেন যাঁরা, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর আপন জন আর এই নবী মুহাম্মদ মুস্তফাও (দঃ) বটেন আর যারা মুমিন---আলেইম্‌রান, ৬৮।

ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى و الذين آمنوا -

মু'মিন ভাইরা, এতেকরে বুঝাগেল যে, ইব্‌রাহীম আর মুহাম্মদ আলাইহিমাস্‌সালামের মধ্যে কেবল পিতা পুত্রের সম্পর্কই ছিলনা, পিতা ইব্‌রাহীমের পুত ও সমুন্নত জীবনের মহত্তম ধারকও ছিলেন নবী সম্রাট মুহাম্মদ (দঃ)। আর যারা মুস্‌লিম বলে দাবী করতে চান তাঁদেরও এঁদেরই আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে। দুনিয়ার বুকে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপনকল্পে আর মানস রাজ্যকে শুধু তাঁরই প্রেমালোকে উদ্‌ভাসিত করে তোলার জন্য "জঙ্গ ও জিহাদ" চালিয়ে যেতে হবে। আর এ সংগ্রাম যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি বিরাট কুরবানী সাপেক্ষ।

ভাই সব, ত্যাগ ও তিতিক্ষার এই মহা আহবের জন্য জাতিকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করার জন্যই প্রতি বৎসর ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র কুরবানীর দিনকে মুস্‌লমানদের জাতীয় উৎসবে পরিণত করা হয়েছে।

আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর ! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর !

ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ !

বসুন্ধরার বুক আজও কোটি কোটি মুস্‌লিম সন্তানে অধ্যুষিত রয়েছে, কিন্তু বিশ্বপতি আল্লাহর তওহীদ ও একত্ববাদের আদর্শ দুনিয়া থেকে মুছে যেতে বসেছে, তাঁর অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহে পৃথিবী আবার ভরে উঠেছে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ আর তাঁর মনোনীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে ত্যাগ ও কুরবাণীর প্রেরণা থেকে মানুষ যতই বঞ্চিত হয়ে পড়ছে, ততই জড়বাদ, নাস্তিক্য, শির্ক ও বিদ্‌আত মানুষের অন্তরলোকে আর বহির্জগতে অশান্তি, অতৃপ্তি, বিদ্রোহ, ফাসাদ, শোষণ, পীড়ন, নির্লজ্জতা ও নির্মমতার দাবাগ্নি তীব্র থেকে তীব্রতর করে চলেছে।

মুস্‌লিম ভ্রাতৃগণ, চতুর্দিককার এই প্রতিকূল পরিবেশে ইস্‌লাম আজ একান্ত অসহায় ও করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছে। ঐ শুনুন

يا ناعى الاسلام قم و انعه
قد زال عرف و بدا منكرا

ওগো কে কোথায় আছ, ইস্‌লামের জন্য মাতমকারী, উঠ! ইস্‌লামের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হও। সত্য ও সুন্দর যা, আজ সমস্তই বিদায় নিয়েছে আর তার স্থানে অন্যায় ও পাপাচরণের যুগ প্রবর্তিত হয়েছে।

মুসলমানদের রাজত্ব আর সাম্রাজ্য দুনিয়ার পিঠ থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। মাদ্‌রাসা, কলেজ, খানকাহ আর ইউনিভার্সিটি এখনও গুঞ্জনমুখর রয়েছে, সাধন ভজনের হু-হক ধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল আজও প্রতিধ্বনিত আর মস্‌জিদের মিহ্‌রাব ও মিম্বর আর সভামণ্ডপে বক্তৃতার মঞ্চ ওয়ায, নসীহত ও খুৎবার গুরুগম্ভীর গর্জনে কম্পিত হচ্ছে, কিন্তু সমস্তই যেন কবরস্তানে শৃগালের চীৎকার! দ্বীনে-হক্কের বরবাদি-জনিত মনুষ্য জাতির পশুত্বলাভের প্রতিকার সাধনের জন্য আজ ইব্‌রাহীমী কুরবানী আর মোহাম্মদী ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে ডাক এসেছে তাতে সাড়া দেওয়ার চিহ্ন কৈ কোন স্থানেই তো দেখা যাচ্ছেনা! মুসলমানের নমায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, শিক্ষাদীক্ষা, সাধনভজন, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন মরণ সমস্তেরই পিছনে কি এই এক ও অদ্বিতীয় উদ্দেশ্যই নিহিত নেই যে, যেমন করেই হোক "কুফ্‌রের কলেমাকে ভূপাতিত আর আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করে তুলতে হবে"? যদি এই উদ্দেশ্যই অন্তরদৃষ্টির পরপারে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে ধর্ম, জাতীয়তা আর ইস্‌লামি-

جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هى العليا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্রের সমুদয় বহ্বাড়ম্বর মূর্দা লাশের সাজসজ্জা আর পারিপাট্য বলে কি গণ্য হবেনা ?

من لم يكن للوصال اهلاً،
فكل طاعاته ذنوب !

প্রিয়তমের মিলনলাভ করার যার যোগ্যতা নেই, তার সমুদয় ধর্মকর্ম কি পাপাচরণ নয় ?

প্রিয় ভাইগণ, পূর্ণ এক বৎসর কাল পর ১০ম যুল-হিজ্জার সেই মহামুহূর্ত আবার ফিরে এসেছে "যখন পিতা ইব্রাহীম আর পুত্র ইস্মাঈল উভয়েই আল্লাহর কাছে আত্ম-নিবেদন করে ইস্লামে দীক্ষিত হয়েছিলেন আর বৃদ্ধ পিতা আল্লাহর প্রণয় লাভের উদ্‌গ্র বাসনায় মত্ত হয়ে তাঁর হৃদয় দুলাল পুত্রকে মুখে রদিক থেকে আকর্ষণকরে ভূপাতিত করেছিলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ্য ক'রে আল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বল্লেন, ওগো ইব্রাহীম, ক্ষান্ত হও! তুমি সত্যই স্বপ্নবারতার ওয়াহীকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছ! আমরা এইভাবেই সদাচারশীলদের পুর-স্কৃত ক'রে থাকি। দেখ ইব্রাহীম, এব্যাপার আমার বন্ধুত্ব লাভের বিরাট পরীক্ষা মাত্র, (যে মহাপরীক্ষায় তুমি সগৌরবে উত্তীর্ণ হ'য়েছ)। আমরা এক মহান বলি দিয়ে পুত্র-কুরবানির ক্ষতিপূরণ দান করলাম আর আমরা এই রীতিকে পরবর্তী কালের মুস্লিমদের জন্য প্রবর্তিত করে দিলাম,—বিস্তৃত অনুবাদ, আস্সা-ফ্ফাত: ১০৩-১০৯ আয়াত।

فلما اسلما و تله للجبين،
و ناديناه ان يا ابراهيم،
قد صدقت الرؤيا، انا
كذالك نجزى المحسنين،
ان هذا لهو البلؤ المبين،
وفديناه بذبح عظيم، و
تركنا عليه فى الاخرين،
سلام على ابراهيم !

আল্লাহো আকবর ! আল্লোহো আকবর ! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর ! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ !

বন্ধুগণ, এই কোরআনি প্রত্যাদেশ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করছে যে, ঈদুল আয্‌হার কুরবানী পশুহত্যা নয়, এ কুরবানী মূলতঃ মুস্লিমদের আত্মোৎসর্গের বিনিময় মাত্র! আল্লাহর পবিত্র কলেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য 'উম্মতে মুস্লিমা' মস্তকদানের যে অঙ্গী-কারে আবদ্ধ রয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির স্মৃতিকে জাগরুক করে রাখার জন্যই তারা নিজেদের আর সন্তানদের গলার বিনিময়ে পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে থাকে। আজ দ্বীনের হিফাযতের জন্য যে কুরবানীর তাকীদ এসেছে, তাকে উপেক্ষা করে স্রেফ পশু কুরবাণীর উৎসবে মেতে উঠ্‌লে ঈদে কুরবানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে!

ভাইসব, কুফ্‌র ও ইলহাদ আর শির্ক বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে মূর্তিমান ইব্রাহীম রূপে উত্থান ক'রে আত্মদান করার পয়গাম আজকের ঈদেকুরবান পুনরায় নতুনভাবে আপনাদের কাছে বহন করে এনেছে! উঠ মুস্লিম সমাজ, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর, কঠোর সংগ্রাম! তোমাদের এই জন্যই তিনি সকল জাতির শিরোপা করে-ছেন! তোমাদের জন্য মনোনীত জীবনব্যবস্থায় তিনি কোনরূপ অসু-বিধা রাখেননি। দেখ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমেরই সমাজ-ভুক্ত, তিনিই তোমা-দের মুস্লিম নামকরণ করেছেন, আগেও আর এই মহাগ্রন্থ কুরআনেও। যাতে ক'রে সেই সর্বজনবিদিত রসূল মুহাম্মদ (দঃ) তোমাদের সাক্ষ্যদাতা হন আর তোমরাও বিশ্বমানবের সাক্ষ্যদাতা হ'তে পার। অতএব উঠ! দুনিয়ায় নমাযকে প্রতিষ্ঠা কর, ধনের যাকাত দিতে থাক আর একমাত্র আল্লাহকে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তিনিই তোমাদের অভি-ভাবক। কি সুন্দর অভিভাবক তিনি! আর কেমন উৎকৃষ্ট পৃষ্ঠপোষক!—আল্‌হজ্জ: ৭৮ আয়ত।

و جاهدوا فى الله حق جهاده ، هو اجتباكم ! و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ! ملة ابيكم ابراهيم ، هو سماكم المسلمين، من قبل و فى هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا و تكونوا شهداء على الناس، فاقيموا الصلوة و آتوا الزكوة، و اعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى و نعم النصير !

আল্লাহুম্মা সল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়াআ'লা আলে মোহাম্মদ, কামা সাল্লায়তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়াআ'লা

[৬৭শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

(১)

হাদীসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের আপত্তিগুলিকে মৌলিক ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম-দল হাদীসকে শরীআতের আদেশ নিষেধের অন্যতম ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিনায়ক ও বুযর্গদের সিদ্ধান্ত ও অভিমত গুলিকেই অগ্রগণ্য করা আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত হাদীসের সহিত সুসমঞ্জস হওয়া অসম্ভব। তাই তাঁহারা হাদীসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দলটি হাদীসকে ইস্‌লামি আইনের ভিত্তি বলিয়াই স্বীকার করেননা, তাই হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিভিন্নপ্রকার অভিযোগ আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উপরিউক্ত দল দুইটির উদ্দেশ্যে আকাশ ও পাতাল প্রভেদ থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিবিধ আপত্তিরই পরিণতি অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত হাদীসের প্রামাণিকতা উভয় দলই সন্দেহজনক ও উহার দৃঢ়তা শিথিল করিতে চাহিয়াছেন।

আমরা প্রথম দলের আপত্তিগুলি আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

ইঁহারা বলেন, হাদীসগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও বৈপরীত্য রহিয়াছে।

কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে জানাগিয়াছে যে, মহা-গ্রন্থ কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস সকল প্রকার বিরোধ ও বৈপরীত্যের উর্ধে। একথার প্রমাণ স্বয়ং কোরআনেই মওজুদ রহিয়াছে। আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, আমরা যাহা অবতীর্ণ করি- و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - য়াছি, যদি তাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও কথা হইত, তাহাহইলে তাহারা উহাতে অনেক পরস্পর বিরোধী উক্তি দেখিতে পাইত—আন্‌নিসা, ৮৪ আয়ত। আমরা একথারও প্রমাণ পাইয়াছি যে, হাদীস কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুরত আন্‌নহলে আল্লাহ তদীয় রসুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, দেখুন হে و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم রসুল (দঃ), আমি আপ- নার নিকট কোরআন এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যে, উহাতে জনগণকে যেসকল বিধিনিষেধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাহাদের জন্য সেগুলির ব্যাখ্যা করি-বেন—আন্‌নহল ৪৪ আয়ত। এক্ষণে ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের যে-বিশদও বিস্তৃত ব্যাখ্যা হাদীসের মাধ্যমে প্রদান করিয়া-গিয়াছেন, তাহাও আল্লাহর অবতীর্ণ ওয়াহী। এ'দাবীর প্রমাণও স্বয়ং কোরআনে রহিয়াছে। আল্লাহ তদীয় রসুলকে আশ্বস্ত করিয়া لاتحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه و قرآنه ، فاذا ছেন যে, দেখুন হে রসুল (দঃ), কোরআনকে আয়ত্তে আনার জন্য

(৬৬ পৃষ্ঠার পর)

আলে ইব্‌রাহীম! আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআ'লা আলে মুহাম্মদ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্‌রা-হীমা ওয়া আ'লা আলে ইব্‌রাহীম। ইন্নাকা হামীদুমমজীদ।

বন্ধুগণ, আহ্‌লেহাদীস আন্দোলন নাস্তিক্য ও জড়বাদ, বহুঈশ্বরবাদ ও বিদ্‌আতের বর্তমান ঘূর্নিবাত্যার ভিতর তওহীদ ও সুন্নাহর মশাল সমুজ্জ্বল রাখ্‌তে চায় আর সমুদয় মুসলিমকে জাতিভেদ, ফির্কাপরস্তী ও দলীয় কোন্দল পরিহার করে তাদের বিস্মৃত অগ্নিমন্ত্রে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানায়।

এ'আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কেউ আছে কি?

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ!

www.ahlehadeethbd.org

ব্যস্ততা সহকারে আপনার জিহ্বা নাড়িবেননা। قرآنه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه — কোরআনকে একত্রিত করার আর আপনাকে উহা পড়াইয়া দিবার ভার স্বয়ং আমাদের। সুতরাং যখন আমরা উহা পাঠ করি, আপনি শুধু আমাদের পাঠের অনুসরণ করিয়া যান। তারপর কোরআনকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবার ভারও আমাদের—আল্‌কিয়ামাহ ঃ ১৬—১৯ আয়ত।

উল্লিখিত আয়ত দ্বারা অন্ততঃ তিনটি বিষয় সংশয়াতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমতঃ কোরআন আল্লাহর বাণী আর তিনিই উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহর নির্দেশ ও অভিপ্রায় মত উহা পাঠ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ কোরআনের বিভিন্নকালীন ওয়াহীগুলি আল্লাহর নির্দেশ মতই একত্রিত ও সংকলিত হইয়াছে আর তৃতীয়তঃ রসূলুল্লাহ হাদীসের আকারে কোরআনের যে "বয়ান" বা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাও আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরআন ও হাদীস উভয়ই আল্লাহর ওয়াহী, তফাৎ শুধু এইটুকু যে, কোরআনের ওয়াহী নমাযে পঠিত হয় আর হাদীসের ওয়াহী নমাযে পঠিত হয়না। কোরআনের উপরিউক্ত সাক্ষ্য অনুসারে হাদীসকে আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ ওয়াহী স্বীকার করিয়া লওয়ার পর তাহার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারেই অসত্য ও বাতিল সাব্যস্ত হইতেছে। আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশকে যদি পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে প্রত্যাদেশদাতাকে এমন একজন নির্বোধ ও পাগল বলিয়া স্থির করিতে হইবে, যার কথা অসংলগ্ন ও পরস্পর অসমঞ্জস, সে একবার এক কথা, পরক্ষণই অন্যরূপ এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়া থাকে। বিশ্বপতি আল্লাহ সম্বন্ধে বিদ্বান ও ফকীহ দূরের কথা, কোন মূর্খের পক্ষেও এরূপ ধারণা পোষণ করা সম্ভবপর হইতে পারেনা।

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا —

মস্তবড় ভয়ংকর কথা তাহারা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছে, অথচ তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা একেবারেই মিথ্যা—আল্‌কহফ : ৫।

আসল কথা এই যে, যাহাকে বিপরীত বলা হয়, তাহা আদৌ বিপরীত বা বিরোধী নয়। শব্দ অথবা তাৎপর্যের দিক দিয়া তুল্য ভাবে বলিষ্ঠ না হওয়ার ক্ষেত্রেই কেবল কোন হাদীসকে অগ্রগণ্য করার কথা উঠিতে পারে, কারণ বলিষ্ঠের মুকাবিলায় দুর্বলের কোন অস্তিত্ব কল্পিত হইতেপারেনা। অতএব, যে সংবাদ অগ্রগণ্য প্রমাণিত হইবে, শুধু তাহাই "নস্" বলিয়া গণ্য হইবে। হাফিয ইব্‌নুস্‌সালাহ ইমাম ইব্‌নে-খুযায়মার কথা সংকলিত করিয়াছেন যে, আমি এরূপ দুইটি হাদীসের সংবাদ অবগত নই, যাহা বিশুদ্ধ সনদ সহকারে রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, অথচ সে দু'টি হাদীস পরস্পরের বিরোধী! যদি কাহারো কাছে এরূপ দু'টি হাদীস থাকিয়া থাকে, সে আমার কাছে লইয়া আসুক, আমি উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইব। †

لا اعرف انه روى عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثان باسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتنى به لاولف بينهما —

সরাসরি দৃষ্টি লইয়া দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু গভীর দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলে প্রমাণিত হইবে যে, বিশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার বিরোধিতাই নাই। মনস্থখ, বাস্তব ও রূপক, ব্যাপক ও সীমাবদ্ধ আদেশসমূহের বৈচিত্র কেহই অস্বীকার করেনা, কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর "মনস্থখ" নির্দেশাবলীর সংখ্যা অতি সামান্য, বিদ্বানগণ সেগুলি গুনিয়া রাখিয়াছেন। কুরআনের মনস্থখ (সংশোধিত) আয়তের সংখ্যা সম্পর্কে ইব্‌নেআরাবী যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন হাফিয সৈয়ুতী তার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, এই একুশটি মাত্র আয়ত মনস্থখ, যদিও বিদ্বানগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন আয়ত সম্বন্ধেও মতভেদ

فهذه احدى وعشرون آية منسوخة على خلاف فى بعضها لايصح دعوى النسخ فى غيرها، و لايصح فى آية الاستئذان و قسمة الاحكام، فصارت

† মুকাদ্দিমা ইব্‌নুস্‌সালাহ, ১১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন। এগুলি ছাড়া অন্য কোন আয়ত সম্পর্কে নস্খের দাবী সঠিক নয়। অনুমতি চাওয়া আর দায়ভাগ সম্পর্কিত এ'দুটি আয়ত কিছুতেই মনস্থখ নয়।

تسعة عشر و يضم اليها قوله تعالى : فاينما تولوا فثم وجه الله على راى ابن عباس انها منسوخة بقوله : فول وجهك شطر المسجد الحرام، الاية، فتمت عشرون ـ

সুতরাং মনস্থখ আয়তের সংখ্যা দাঁড়াইল উনিশ। ইহার সহিত হয্‌রত ইব্‌নে-আব্বাসের কথা মত যদি আল্‌-বাকারা স্থরার অন্তর্গত "যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাওনা কেন, সেই দিকেই আল্লাহর বদনমণ্ডল প্রাপ্ত হইবে" আয়তটিকে "তোমার মুখ মস্‌জিদে-হারামের দিকে ঘুরাও" আয়তের সাহায্যে মনস্থখ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহাহইলে সর্বশুদ্ধ মনস্থখ আয়তের সংখ্যা দাড়াইল কুড়িটি মাত্র। †

হুজ্জাতুল ইস্‌লাম শাহ ওলীউল্লাহ হাফিয সৈয়ূ-তীর কথায় রাজী হইতে পারেননাই। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের গণনামত পাঁচটি আয়ত ছাড়া নস্‌খের দাবী টিকিতে পারে না। ‡

قلت: و على ما حررنا لا يتعين النسخ الا فى خمس آيات

এই গেল আল্লাহর গ্রন্থের অবস্থা, আর রস্থলুল্লাহর (দঃ) স্থন্নতের মনস্থখগুলিও অত্যন্ত কম। অল্লামা রশীদ রিযা লিখিয়াছেন, ইমাম ইব্‌নেজওযী যেসব হাদীস সত্যই মনস্থখ বা যেগুলির মনস্থখ হওয়া সম্ভবপর, সেই হাদীসগুলি একত্রিত করিয়াছেন,

جمع ابن الجوزى كل ما صح او احتمل نسخه فاذا هو لا يتجاوز احد و عشرين حديثاً ـ

সেগুলির সংখ্যা ২১টির বেশী নয়। § কিন্তু শায়খুল-ইস্‌লাম ইব্‌নেতায়মিয়া বলেন, মনস্থখ হাদীসের সংখ্যা দশটির বেশী নয় আর তাঁর ছাত্র হাফিয ইব্‌নুল-কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যেসব হাদীসের মনস্থখ হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণ অভিন্নমত হইয়াছেন, সেগুলির সংখ্যা কোন-ক্রমেই ১০টির বেশী নয়, বরং তাহারও কম। †

و النسخ الواقع فى الاحاديث الذى اجمعت عليه الامة، لا يبلغ عشرة احاديث البتة، بل و لاشطرها !

আর যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি রস্থলুল্লাহর হাদীস মনে করিয়া কোন মনস্থখ হাদীসের অনুসরণ করিয়া বসে, আর যদি উক্ত হাদীসের নাসিখ (যে হাদীসের সাহায্যে উহা মনস্থখ হইয়াছে) তাহা উক্ত ব্যক্তির জানা না-থাকে, তাহাহইলে তাহার এই কার্য কেন অবৈধ হইবে ? রস্থলুল্লাহর (দঃ) ফত্‌ওয়া কোন অবস্থাতেই কোন বিদ্বা-নের ফত্‌ওয়ার চাইতে নগণ্য বিবেচনা করা যে অসম্ভব কোন মুসলমানের সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারেনা। আল্লামা ইব্‌নেন্নুজায়েম বলিয়াছেন, কোন অজ্ঞ-ব্যক্তি রস্থলুল্লাহর (দঃ) এই হাদীস শ্রবণ করিয়া থাকে যে "রক্ত মোক্ষণ-কারী আর যাহার রক্ত মোক্ষণ করা হইল উভয়ে রোযা ইফ্‌তার করিল।" কিংবা রস্থলু-ল্লাহর এই হাদীস শ্রবণ করিয়া থাকে যে "অসা-ক্ষাতের কুৎসা রোযা-দারের ইফ্‌তার ঘটায়।" আর সেই অজ্ঞব্যক্তি

و ان لم يستفت و لكن بلغه الخبر و هو قوله عليه السلام : افطر الحاجم و المحجوم و قوله عليه السلام : الغيبة تفطر الصائم- و لم يعرف النسخ و لا تاويله، فلا كفارة عليه عندهما لان ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لابى يوسف رح لانه ليس للعامى العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ و المنسوخ ـ

হাদীস দুইটির নস্‌খ বা তাৎপর্য অবগত না হইয়া আর বিদ্বান ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই উক্ত হাদীস দুইটির উপর যদি আমল করিয়া বসে, তাহাহইলে ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম মুহাম্মদের নিকট উক্ত অজ্ঞব্যাক্তিকে রোযা ভঙ্গকরার কাফ্‌ারা দিতে হইবেনা, কারণ প্রকাশ্য হাদীসের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু-ইউসুফ বলেন, তাহাকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে, কারণ অজ্ঞব্যক্তি হাদীসের নাসিখ ও মনস্থখ অবগত নয় বলিয়া তাহার জন্য হাদীসের অনুসরণ করা বৈধ হইবেনা। ‡

গায়তুলবয়ান গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, ইমাম হাসান বিনে

† ইত্‌কান, সৈয়ূতি (২) ১৩ পৃঃ।
‡ ফওযুলকবীর. (তুর্কী) ৪৬ পৃঃ।
§ আল্‌মুহাওয়ারা ১০২ পৃঃ।

† ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন [৩] ৪৫৮ পৃঃ।
‡ বহ্‌রুররায়েক [ইক্‌দুলজীদ ৭৬ পৃঃ]।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

و قد روى الحسن ابن زياد عن ابى حنيفة انه لا كفارة عليه، لانه يجب عليه الاخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم –

বিদ্বান লুলুয়ী ইমামে-আ'যমের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, উল্লিখিত অবস্থায় কাফ্ফারা নাই, কারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস অনুসরণ করা উক্ত অজ্ঞব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। হানাফী ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়ায় বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞব্যক্তি যদি হাদীস প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনুসরণ করে, তাহাহইলে ইমাম মুহাম্মদ বিনুল হাসানের অভিমত অনুসারে তাহার এই আচরণ বৈধ হইবে

و لو بلغه الحديث فاعتمد، فكذلك عند محمد ، لان قول الرسول لا ينزل عن قول المفتى -

কারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ কোনক্রমেই কোন মুফ্তীর উক্তি অপেক্ষা ন্যূন হইতে পারেনা।

আর কাযী আবুইউসুফের একথা যে, "অজ্ঞলোকের পক্ষে হাদীসের অনুসরণ করা বৈধ নয়." তাহার উত্তরে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস যাহা বলিয়াছেন, তাহা উধৃত করিয়া দেওয়াই এসম্পর্কে যথেষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। শাহসাহেব লিখিয়াছেন, ইমাম আবুইউসুফের

اما الجواب عن قول ابى يوسف ان للعامى الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامى الصرف الجاهل الذى لايعرف معنى الاحاديث و تاويلاتها، لانه اشار اليه بقوله لعدم الاهتداء اى فى حقه الى معرفة الاحاديث و كذا قوله : و ان عرف العامى تاويله تجب الكفارة، يشير الى ان المراد من العامى غير العالم – وفى الحميدى : العامى منسوب الى العامة و هم الجهال – فعلم من هذه الاشارات ان مراد ابى يوسف رح ايضا من العامى الجاهل الذى لايعرف معانى النص وتاويله فيما ذكر من قول ابى حنيفة و الشافعى و محمد، يندفع قول القائل يجب العمل بالرواية بخلاف النص –

একথা যে, "অজ্ঞলোকের পক্ষে শুধু বিদ্বানদের অনুসরণ করা আবশ্যক, হাদীসের অনুসরণ বৈধ নয়." ইহার তাৎপর্য, যে অজ্ঞব্যক্তি এতদূর মূর্খ, যাহার হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা কিছুই অবগত হওয়ার উপায় নাই। কারণ কাযী সাহেব ইংগিত করিয়াছেন, "যে অজ্ঞব্যক্তি হাদীসের সাহায্যে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করিতে সক্ষম নয় আর তার এই উক্তি "যে-অজ্ঞব্যক্তি হাদীসের সঠিক অর্থ অবগত আছে তাহার পক্ষে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে" ইহা-দ্বারাও বুঝা যায়, অজ্ঞব্যক্তির অর্থ কাযী সাহেবের বিবেচনায় নিরেট মূর্খ। হামীদী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, "আমী" শব্দটি "আম" হইতে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে আর তাহারা হইতেছে, মূর্খ ! এইসব ইংগিত দ্বারা বুঝা যায়; কাযী আবুইউসুফ যে "আমীর" জন্য হাদীসের অনুসরণ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, সে "আমী"র অর্থ এরূপ নিরেট মূর্খ যাহার পক্ষে "নস্-সে"র অর্থ ও ব্যাখ্যা অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব ইমাম আবুহানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাসানের এই অভিমত যে, অজ্ঞলোকের জন্য হাদীসের অনুসরণ ওয়াজিব, কাযী আবুইউসুফের উক্তির প্রতিকূল নয় আর অজ্ঞব্যক্তিকে হাদীস-বিরোধী ফত্ওয়াই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, এ দাবীর অসারতাও ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। ¶

ইমাম আবুইউসুফের কথাকে শাহ সাহেব যেভাবে বিশ্লেষিত করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, শুধু হাদীসের বেলাতেই নিরেটমূর্খের পক্ষে উহার সরাসরি অনুসরণ নিষিদ্ধ হইবে কেন? ফিক্হ শাস্ত্রেও কি নস্খ আর বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ নাই? যদি নস্খ ও বিশদ ব্যাখ্যার অজ্ঞতা নিবন্ধন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে হাদীসের সরাসরি অনুসরণ নিষিদ্ধ হয়, তাহাহইলে তাহার পক্ষে কোন ফিক্হী মস্আলার সরাসরি অনুসরণ অধিকতর নিষিদ্ধ হইবেনা কেন? ফিক্হের মন্সূখ ও পরোক্ষ ব্যাখ্যার পরিমাণ হাদীসের তুলনায় অনেক অধিক নয়-কি? উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞলোকের পক্ষে বিদ্বানগণের সহায়তা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি মনে করি, কাযী আবুইউসুফ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কারণ কাযী সাহেবের হাদীসপ্রীতি সুপ্রসিদ্ধ, ইমাম মুযানী তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আবুইউসুফ তাঁহার

¶ ইক্দুল্জীদ ৭০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীসের অনুসারী ছিলেন। মুহাদ্দিস ইবনেমুঈন বলিয়াছেন, আবুইউসুফ হাদীস ও সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। স্বয়ং হাফিযযহবী লিখিয়াছেন, ওফাতে সময়ে কাযী আবুইউসুফ বলিয়াছিলেন, আমি আজীবন যত ফতওয়া দিয়াছি, তন্মধ্যে যেগুলি কোরআন ও সুন্নাহর সহিত সুসমঞ্জস হইয়াছে, সেগুলি ব্যতীত আমার অন্য সমুদয় ফতওয়া আমি প্রত্যাহার করিতেছি। § হাফিয খতীব বাগ্দাদী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, কাযী আবুইউসুফ আহলে-হাদীসদের ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের পক্ষপাতি ছিলেন। * সুতরাং এহেন ইমামের পক্ষে অজ্ঞলোকদের হাদীস অনুসরণ করিতে বাধা দেওয়ার কথা সম্পূর্ণ অলীক ও অবিশ্বাস্য।

ابو يوسف اتبع القوم للحديث ـ

كان صاحب حديث و سنة

و حكى عنه انه قال عند وفاته : كل ما افتيت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنة ـ

يحب اصحاب الحديث و يميل اليهم

প্রকৃতপক্ষে মূর্খলোকদের পক্ষে একটা উড়া কথা, কোরআন, হাদীস বা ফিক্হ যেনামেই হউকনা কেন, কেবল মাত্র কাণে শুনিয়াই তাহার পিছনে ছোটা অবশ্যই অন্যায় ও নিন্দনীয়। যেরূপ শুধু এই কথা শ্রবণ করিয়া যে, ইমামে-আ'যমের মযহবে "মাতা ও ভগ্নির সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে দণ্ড নাই"—কোন হস্তীমূর্খ যদি ধারণা করিয়া বসে যে, হযরত ইমাম আবুহানীফার মযহাবে এই মহাপাপ অপরাধেরই পর্যায়ভুক্ত হয়নাই, তাহাহইলে তাহার এরূপ ধারণা কি সঙ্গত বিবেচিত হইবে? দণ্ড বা হদ এরূপ একটি বিধান, যাহা আইনের দৃষ্টিতে তুল্যভাবেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে, কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কোন কোন অপরাধের অবস্থা এরূপ গুরুতরও হয় যে, উহার জন্য দণ্ডবিধির সাধারণ আইন্ যথেষ্ট হয়না। ব্যাভিচারের দণ্ডের ব্যাপারেও সাধারণ আইনের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সুতরাং মাতৃগমণকারী মহাপাপীর জন্য ইমামে-আ'যম কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে যদি ব্যভিচারের প্রচলিত সাধারণ দণ্ড রহিত করিয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্ময় বোধ করার কিছুই নাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) মাতৃগমনকারীকে ব্যভিচারের সাধারণ দণ্ডের পরিবর্তে তরবারীর আঘাতে নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দণ্ডবিধির এই সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম অজ্ঞলোকদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়।

কিছুদিন পূর্বে উত্তর বাঙ্লার কোনস্থানে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। জনৈক হস্তীমূর্খ কাহারও নিকট শ্রবণ করিয়াছিল, যে নারীকে শৈশবে তাহার অভিভাবক বিবাহিতা করিয়াছিল, বয়োপ্রাপ্তা হইবার পর তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়াছিলেন। এই হাদীসের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা অবগত হইবার কোন চেষ্টা না করিয়া যেসকল স্ত্রীলোক শৈশবে বিবাহিতা হইয়া তাহাদের স্বামীদের সহিত বসবাস করিতে করিতে প্রায় প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছিল এবং সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে সম্প্রতি পুরুষদের সহিত তাহাদের মানাভিমান বা কলহ চলিতেছিল, উক্ত হস্তীমূর্খ তাহাদিকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্ররোচিত করিয়াছিল। অথচ স্বামীদের সহিত সাময়িক ভাবেও বসবাসের পর শৈশবের বিবাহে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারেনা আর এরূপ বিবাহিতা নারী তালাক ব্যতীত অন্য পুরুষের জন্য যে হালাল হইতে পারেনা সেলোকটি একথা হৃদয়ংগম না করিয়াই নিজে ও বহু নরনারীকে এই পাপে জড়িত করিয়াছিল।

ফলকথা, কাযী আবুইউসুফ কর্তৃক অজ্ঞলোকের জন্য হাদীসের অনুসরণ নিষিদ্ধ করার তাৎপর্য ইহাই। যে ব্যক্তি মূর্খ হওয়া সত্বেও বিদ্বানগণের নিকট জানিতে পারিয়াছে যে, অমুক হাদীসটি বিশুদ্ধ আর মন্সূখ নয়, আর হাদীসটির অর্থ এইরূপ, তাহাকে হাদীসের অনুসরণ হইতে বিরত রাখা কোন বিদ্বানের পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারেনা। (ক্রমশঃ)

§ তারীখে বাগ্দাদ (১৪) ২৫৫ পৃঃ।

* তযকিরাতুল হুফ্ফায (১) ২৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহো আকবর

পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস

ঈদে কুর্‌বানের আবেদন

আছ্‌ছালামো আলায়কুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

মুস্‌লিম ভ্রাতৃগণ, ঈদ মুবারক!

হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর উলুহীয়ত, রবুবীয়ত ও হাকেমীয়তের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইছ্‌মাঈলকে (দঃ) কুরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পুত্রের রক্তের পরিবর্তে আল্লাহর নির্দেশক্রমে পশুর রক্ত প্রবাহিত করিয়া আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গতিসম্পন্ন মুছলিম গৃহস্থের জন্য তাহার ও তাহার পরিবারভুক্তগণের পক্ষ হইতে অন্ততঃ একটি নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর পশু (উষ্ট্র, গরু, ছাগ বা মেষ) কুরবানী করা হযরত ইব্রাহীম তথা মুস্‌লিম সমাজের "জাতীয় ছুন্নতে" পরিণত হইয়াছে। কুরবানীর পশুর রক্ত, চামড়া ও লোমের ছওয়াব আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

কোরবানীর চামড়া বিক্রয় করিয়া স্বয়ং ভোগ করা বিধেয় নয়। যে পশু আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তার চামড়াও আল্লাহর পবিত্র নামকে প্রতিষ্ঠিত ও গৌরবান্বিত করার কার্যেই উৎসর্গ করা উচিত। আল্লাহর কলেমা ও তদীয় তওহীদকে বলিষ্ঠ করার সংগ্রামই হযরত ইব্রাহীম চালাইয়া গিয়াছিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ)ও এই সংগ্রামই আজীবন চালাইয়াছেন। উম্মতে-মুস্‌লিমাকেও "ই'লায়ে কলেমাতুল্লাহর" এই সংগ্রাম জীবনের প্রতিক্ষেত্রে চালাইয়া যাইতে হইবে।

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস পূর্বপাকিস্তানে কোরআন ও হাদীসের পতাকাকে সমুন্নত করার প্রতিজ্ঞা লইয়া একযুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে। ঢাকায় দফ্‌তর স্থানান্তরিত করার পর তাহার প্রোগ্রাম বিস্তৃত ও তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আপনাদের কুরবানীর চামড়ায় তাহার যে দাবী রহিয়াছে, এই আবেদনপত্রের সাহায্যে জম্‌ঈয়ত তাহা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জম্‌ঈয়তের সম্মুখে যে সকল তবলীগী ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনা রহিয়াছে সেগুলির সাফল্য আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছা এবং আহ্‌লেজামাআতের শুভেচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

সমুদয় টাকা কড়ি পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের প্রেসিডেন্টের নামে সদর অফিসের ঠিকানায় মনি-অর্ডার যোগে প্রেরণ অথবা এই জম্‌ঈয়তের শীলমোহর ও প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর যুক্ত নূতন রসিদ লইয়া কেন্দ্রীয়, যিলা অথবা আঞ্চলিক জম্‌ঈয়তের আদায়কারীগণের হস্তে প্রদান করিতে হইবে। বিনা রসিদে অথবা কেন্দ্রীয় দফ্‌তরের রসিদ ছাড়া অন্য রসিদে বা পাবনা কেন্দ্রের পুরাতন রসিদে কেহ কাহারও হস্তে টাকা পয়সা দিলে তজ্জন্য জম্‌ঈয়ত দায়ী হইবেনা। ঢাকা সহরের চামড়া কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কর্মীগণের হস্তে দেওয়া যাইতে পারে।

আরযমন্দ—

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী
আল্‌কোরায়শী
প্রেসিডেন্ট—পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস।
১৬।৬।৫৮ ইং।

সদর দফ্‌তর—
৮৬, নং কাযী আলাউদ্দীন রোড
রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৭)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

ইহাদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বলা বাহুল্য, তাহাদের জুলুম ও শোষণে কৃষকগণ মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছিল কিন্তু জীবনভর পাপকর্ম করিয়া জীবন সায়াহ্নে পরলোক সম্বন্ধে ভীত হইয়া তাহারা মস্‌জিদ, মন্দির ও ধর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং উহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ওয়াক্‌ফ ও দেবোত্তরমূলে প্রচুর ভূসম্পত্তিও দান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাহারা গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এইভাবে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে অর্জ্জিত সম্পত্তির দান হইতে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল উহাদ্বারা সমগ্র দেশের শিক্ষার অভাব পুরণ হইতেছিলনা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেসময় বাংলাদেশ অধিকার করেন, (তখনকার বাংলা অর্থে মোগল আমলে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা লইয়া যে বাংলা সুবা গঠিত ছিল উহাকে বুঝিতে হইবে। অনুবাদক) সেই সময়কার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মিঃ জেম্‌স্ গ্রাণ্ট ভূমি-ব্যবস্থার তদন্ত করিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত সুবা বাংলার ভূ-সম্পত্তির চারি ভাগের একভাগ ভূমি সরকারের হাত ছাড়া হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ এই প্রচুর পরিমান ভূমি মুসলমান শাসকগণ প্রদেশের শত শত জনকে দান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেনহেষ্টিংস্ এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ প্রচুর পরিমান বেজাবেদা ভূমি সরকারের দখলে আনিতে সচেষ্ট হয়েন বটে, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দারুণ বিক্ষোভের জন্য তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘোষণা করিলেন যে, "দানরূপে ভূ সম্পত্তি প্রাপ্তগণের মধ্যে যাহারা সনদ দেখাইয়া বর্তমান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেননা, তাঁহাদের দখলি ভূমি সরকার বাজেয়াফ্‌ত করিয়া লইবেন। কিন্তু ঐ ঘোষণার মর্ম্ম অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশব্যাপী যে দারুণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, তদ্দৃষ্টে সেই শক্তিমান গবর্ণমেণ্টকেও স্বীয় ইচ্ছা মুলতবী রাখিতে হয়। উহার পর ২৫ বৎসরকাল এতৎসংশ্লিষ্টে আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। কিন্তু ১৮১৮ সালে গবর্ণমেণ্ট আর একবার উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু প্রবল জন-অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হইয়া সেবারও তাঁহাদিগকে উহা হইতে নিরস্ত হইতে হয়। অবশেষে ১৮৩৮ সনে সরকারের হাত ছাড়া ঐ বিপুল ভূসম্পত্তি অধিকারার্থ সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল একটি নূতন এ্যাক্ট (বাজেয়াফ্‌ত আইন) সৃষ্টি করিয়া উক্ত আইন বলে একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন এবং সেই বিভাগ ১৮ বৎসরকাল সমগ্র প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থার অনুসন্ধান কার্য্যে লিপ্ত হয়েন। তাঁহারা এই কার্য্যে যেসমস্ত সাক্ষী ও দলীল প্রমাণের সাহায্য পাইয়াছিলেন উহার অধিকাংশই ছিল মিথ্যা সংবাদ, জালদলীল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যাধিকারীদিগের কোন প্রকার জওয়াব ও দলীলপত্র উপস্থিত করিতে অনিচ্ছা। এইভাবে ১৮ বৎসরকাল ধরিয়া সমগ্র প্রদেশের নগর ও পল্লীসমূহ তোলপাড় করিয়া এবং জরিপ ও মামলা মোকদ্দমাদিতে আট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া যে ভূমি সরকার লাভ করিয়াছিলেন, উহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বারা বার্ষিক তিন লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থাৎ ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের শতকরা সোয়া পাঁচ টাকা সুদ হিসাবে লাভ হইয়াছিল। এইভাবে অধিকৃত ভূমির অধিকাংশই সেই শ্রেণীর ছিল, যাহা সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ আয়মা, জায়গীর বা নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত ভূমির অধিকাংশই প্রদেশের শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণকর কার্য্যের জন্য তাঁহারা ওয়াক্‌ফ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু এই কার্য্যক্রমের দরুণ ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী যে তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজও জেলাসমূহের সরকারী রিপোর্টাদি হইতে জানিতে পারা যায়। [১৮৬১ সালের তৎকালীন রাজস্ববিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী এই জনঅসন্তুষ্টির পরিচয় পাইয়া সরকারের ঐ কার্য্য যে অবিবেচনাপ্রসূত ছিল তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই মন্তব্য ১৮৬১ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে "ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া" (বর্ত্তমানের ষ্টেটস্‌ম্যান) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।]

এই কার্য্যক্রমের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের শত শত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আর্থিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং সেই সঙ্গে ঐ সমস্ত নিষ্কর সম্পত্তির আয়ের উপর যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভরশীল ছিল সে সমস্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। যদি কোন নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি চালিত বিবেচক মানুষ এই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দ্বিধাশূন্য চিত্তে বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মুসলমানগণ প্রদেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার যে জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন বৃটিশ চালিত অষ্টাদশ বৎসর কালের ভূমিলুণ্ঠনের ফলেই সেই ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভূমি গ্রহণ কালে যখন আমরা পুনঃ পুনঃ সনদ ও দলিলাদির কথা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তখন যে কিকারণে সমস্ত ভূমি দখলের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। বিশেষ করিয়া ভারত বাসী মাত্রই যখন ঐ কঠোর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছিল তখন কোনক্রমেই ঐ নীতি অবলম্বন করা সমীচীন হয়নাই। একথা সত্য যে, ঐ ভূমি দখলের জন্য আমরা যে নূতন আইন সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেই আইনের দৃষ্টিতে পূর্বকার ব্যবস্থা বাতিল হইয়া গিয়াছিল এবং সেজন্য ঐ ভাবে ভূমি দখল হয়ত বৈধ হইতে পারে। কিন্তু যেব্যবস্থা অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং আমাদের শাসন কালের প্রথম ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর কাল যখন আমরা তাহা মানিয়া লইয়াছিলাম, তখন ঐ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়না। পক্ষান্তরে যদিও উহাতে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল তবুও সেই বিষয়ে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষানীতি অবলম্বিত হইলে অবস্থা এতদূর শোচনীয় আকার গ্রহণ করিতনা। এই ভূমি দখল সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া একথা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা যাইতে পারে যে এতৎ সংশ্লিষ্টে যেসমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, দয়া ধর্ম্ম বা ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিলনা। এজন্য সেসময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে ভীতি বিহ্বল, এবং নৈরাশ্য ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজও লোকের স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়া যায় নাই। তবে সময়ের দূরত্বের পক্ষে লোকের মন হইতে ক্রমান্বয়ে সেই ভয়ের ভাব দূরিভূত হইলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে যেঘৃণার ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজও লোকের মনে ধূমায়িত হইয়া রহিয়াছে। উলামাগণ, সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া আমীর উমরাহ এবং নওয়াব ও বাদশাহগণের দৃষ্টিতে একান্ত ভাবেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন এবং ঐ বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা প্রচুর অর্থার্জ্জন পূর্বক স্বাচ্ছন্দ-জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ কার্য্যনীতির ফলে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাওয়ায় বঙ্গদেশে নূতন করিয়া জ্ঞানবান উলামা-সৃষ্টি স্বপ্নের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। এই বিষয়ে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতেছে এইযে এইভূমি দখল কার্য্যনীতির ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বাংলার মুসলমান সমাজ। কারণ যেমন মুসলমান শাসকগণ দানের ব্যাপারে ছিলেন বে-পরোওয়া, মুক্তহস্ত তেমনই দান গ্রহণকারী মুসলমানগণও ছিলেন অধিকৃত ভূমির সনদ ও দলিলাদি সংরক্ষণে লাপরোওয়া ও অসাবধান। কিন্তু চতুর ও ভবিষ্যৎদর্শী হিন্দুদের অবস্থা ছিল উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের দখলিকৃত ভূমি অধিকার করা ততটা সহজ হয়নাই। সরকারের পক্ষ হইতে যখন দখলিকৃত ভূমির অধিকর্ত্তাগণকে স্বত্ব সনদ ও দলিলাদি উপস্থিত করিতে বলা হইয়াছিল তখন মুসলমানদিগকে দুই চোখে সরিষার ফুল দেখিতে হইয়াছিল। কারণ একেত তাহারা সনদ ও দলিলাদি সংরক্ষণে ছিল অসাবধান, তারপর বাংলার আর্দ্র জল বায়ুর প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে ৭৫ পঁচাত্তর বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বকার দলিলাদি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যাহারা জাল দলিল ও মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপনাপন দখলিকৃত ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। এস্থলে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে এইযে, যদিও আমাদের কর্তৃক সৃষ্ট নূতন আইনবলে ঐসমস্ত ভূসম্পত্তি হইতে পূর্বতন অধিকারীদিগের স্বত্ব নস্যাৎ করা হইয়াছে তবুও যেসমস্ত সম্পত্তি তাহারা আবহমানকাল হইতে এবং পুরুষ পরম্পরাগত ভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলেন। পক্ষান্তরে আমাদের শাসন কালের প্রথম ৭৫ পচাত্তর বৎসরকাল যে অধিকারকে আমরা বরদাশ্‌ত করিয়া আসিয়াছি, সেই যুগযুগান্তের অধিকারীদিগকে হঠাৎ অধিকারচ্যুত করা উচিত হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখার যোগ্য। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী হয়ত ঐ প্রকারে ভূসম্পত্তি ভোগ অবৈধ হইতে পারে, কিন্তু অধিকারীগণ যাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার দরুণ তাহাদিগকে যে নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল এই কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি? আমাদের পক্ষ হইতে বলা হইয়া থাকে যে, এইভাবে যেসমস্ত ভূ-সম্পত্তি লোকের ভোগ দখলে ছিল উহা হইতে সামান্য অংশই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ ভূমি যাহা নিষ্করূপে দখলকারীদের ভোগদখলে রহিয়া গিয়াছে উহার মূলে সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যের কোন প্রশ্ন বিদ্যমান ছিলনা। এই বাজেয়াফ্‌ত আইন বলে ভূমি দখল কার্য্যনীতির ফলে দেশব্যাপী যে নিদারুণ বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়াছিল তদ্দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হইয়া ১৮৬১ সালে ঐ ব্যবস্থা স্থগিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া এখন পর্য্যন্ত বাদশাহ ও নওয়াবগণ প্রদত্ত প্রচুর আয়মা, জায়গীর ও নিষ্কর সম্পত্তির মধ্যে সামান্য মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এতৎসংশ্লিষ্টে ওহাবী বিদ্রোহ মোকদ্দমা পরিচালনাকারী জনৈক দায়িত্বপূর্ণ ইংরাজ বিচারকের মন্তব্য অবশ্য করিয়া উল্লিখিতব্য। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বাংলার অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট হইতে জায়গীর ও নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় দরুণ যেমন একদিকে সম্ভ্রান্ত মুসলমান-শ্রেণী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তেমনি আর একদিকে এই নীতির ফলে ঐ সমস্ত ভূ-সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মূলিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজে যে নিদারুণ বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়াছিল তাহা ওহাবী-বিদ্রোহে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য যোগাইয়াছে।

সে যাহাহউক, এইভাবে ভূমি দখল সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাসমূহকে আইনসম্মত কার্য্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া গেলেও ইংরাজের বিরুদ্ধে আরও যেসমস্ত গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে কোনক্রমেই সে সমস্তের জওয়াব খুজিয়া পাওয়া যাইবেনা। মুসলমানদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, তাহাদের সমাজের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম্মীয় উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হইয়াছিল ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যদি সেই সমস্ত সম্পত্তি ও উহাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ যথা নিয়মে বজায় রাখিতেন, তাহা-হইলে আজ তাহাদিগকে শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রকার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইত না। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত সম্পত্তিও অবৈধভাবে দখল করিয়া উহার আয় দাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজে প্রযুক্ত করার দরুণ আজ বাংলার উন্নতিশীল প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের এই অভিযোগের মূলে যে সত্য আছে একটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। ১৮৩৬ সালে হুগলী নিবাসী জনৈক ধর্মভীরু ধনবান মুসলমান (হাজি মোহাম্মদ মোহছেন) মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে তাঁহার বিরাট সম্পত্তির শ্রেষ্ঠ অংশ ওয়াক্‌ফ মূলে ধর্ম্মার্থে দান করিয়া যান। তৎকর্তৃক সম্পাদিত তওলিয়ত নামা বা দানপত্রে তাঁহার দানকৃত সম্পত্তির আয় হইতে হুগলীর বিখ্যাত ইমাম-বাড়া এবং আরও কতিপয় মস্‌জিদের ও একটি কবর-স্থানের খরচপত্র নির্বাহিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। উহার পরে আছে সন্নিহিত এলাকার চতুষ্পার্শস্থিত অসহায়া বিধবা এবং এতিম মিসকিনদিগের জন্য মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা। ইহার পরে রহিয়াছে ঐ সম্পত্তির আয় হইতে একটি ইস্‌লামী ধর্ম্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরি-চালনার কথা। কিন্তু দাতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট সম্পত্তির দুইজন পরিচালক মোতা-ওয়াল্লীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং ১৮৪০ সালে সেই মনোমালিন্য এরূপ তীব্র আকার গ্রহণ করে যে, তাঁহাদের একজন অপর জনের বিরুদ্ধে আদালতে বিশ্বাসভঙ্গের মোকদ্দমা দায়ের করিলেন। হুগলীর ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট যতদিন মোকদ্দমার শেষ ফয়সালা না হয় ততদিনের জন্য উক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিলেন। এই মোকদ্দমা ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত চলিতে রহিল এবং অবশেষে বাংলার গবর্ণ-মেণ্ট মোতাওয়াল্লীদ্বয়কে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেই উক্ত সম্পত্তির তত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক নিজেদের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তিকে সাক্ষীগোপাল মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ সেই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের মনোনীত তথাকথিত মোতাওয়াল্লী এই দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থা হইল। ইহার পরের বৎসরেই বাংলা গবর্ণমেণ্ট কয়েক ব্যক্তির নিকট হইতে সালামী গ্রহণ পূর্বক তাহা-দের নিকট ইজারা শর্তের পাট্টা মূলে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন। এই সালামী স্বরূপে নগদ প্রাপ্ত অর্থ এবং মোকদ্দমা চলা কাল পর্য্যন্তের উদ্বৃত্ত আয়ের টাকা মিলাইয়া হইল এক লক্ষ সাতান্ন হাজার পাউণ্ড। (প্রায় একুশ লক্ষ টাকা) এই টাকা ছাড়াও উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় হইতে আরও নগদ বার হাজার পাউণ্ড (প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) ঐ একুশ লক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিল। (এই টাকা হইতে হুগলী কলেজের ইমারত প্রস্তুত হয়)

আমি পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, দাতা ধর্ম্মার্থেই তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ কাজে কি কি উদ্দেশ্যে দানকৃত সম্পত্তির আয়লব্ধ অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহাও তিনি ধারাবাহিক ভাবে স্বীয় দানপত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যথাঃ— (১) কোন কোন নির্দিষ্ট ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং ধর্ম-সম্মত সামাজিক প্রথাসমূহ পালন। (২) হুগলীর সুবৃহৎ ইমামবাড়ার মেরামত ও অন্যান্য খরচপত্র নির্বাহ। (৩) একটি নির্দিষ্ট কবরস্থানের সংরক্ষণ। (৪) কতি-পয় নির্দিষ্ট দুঃস্থদিগের জন্য মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা। (৫) একটি মুসাফিরখানা পরিচালনা। (৬) একটি ইস্-লামসম্মত ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রভৃতি। ধর্ম্মার্থ এবং ধর্ম্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে এই শ্রেণীর দান মুসলমানের নিকট কোন নূতন ব্যাপার নহে। দুনিয়ার প্রত্যেক মুস্‌লিম অধ্যুষিত দেশের মুসল-মান শাসকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের আমীর উমরাহ ও ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতি সচ্ছল অবস্থার মুসলমান-গণ ধর্মীয় প্রেরণায় চালিত হইয়া দেশের দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষা এবং আতুর অক্ষমদের প্রতিপালন-উদ্দেশ্যে আপনাপন বিপুল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং উহার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর নানাস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। হুগলীর উক্ত মুসলমান দাতাও সেই একই উদ্দেশ্যে স্বীয় বিপুল ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে সেই অর্থের দ্বারা একটি ইংরাজী শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া দাতার উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি? এবং গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায় কার্যের দরুণ মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ চাপাইতেছে উহার উত্তরে বলিবার কিছু আছে কি? প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলাম ধর্মের মর্মানুযায়ী ওয়াক্‌ফ, দান খয়রাত ও ধর্মকে একে অন্যের পরিপূরক ভাবে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে একজন শিয়া দাতার সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলে সুন্নি মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যাইতে পারেনা। সেই অর্থ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাহা দ্বারা শিয়া-সুন্নি নির্ব্বিশেষে কোন মুসলমানই উপকৃত হইতে পারিতেছেনা উহাদ্বারা উপকৃত হইতেছে মাত্র হিন্দু!

গবর্ণমেণ্টের এই অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ যে মুসলমান সমাজ বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে তাহা কাহারো দৃষ্টি এড়ায় নাই। সকল মুসলমানের মুখে এই একই কথা—"ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অর্থ দ্বারা একটি ইংরাজী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাতার উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছেন"। মুসলমানদের এই অভিযোগ যে সত্য তাহা দাতা কর্তৃক সম্পাদিত তওলিয়ত নামাখানি খুলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। দানপত্রের প্রত্যেক স্থানেই তিনি ইসলাম শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই উদ্দেশ্যেই সম্পত্তির আয় ব্যয়িত করার কথা বলিয়াছেন। এই সুস্পষ্ট নীতির ব্যতিক্রম করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ইংরাজি কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে মুসলমানের কোন স্থান নাই। বর্তমানে যে ইংরাজ ভদ্রলোক হুগলী কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন আরবী ও ফারসীর একটি শব্দের সহিতও তাঁহার কোন পরিচয় নাই এবং তিনি যেরূপ বেপরওয়া ভাবে দাতার উদ্দেশ্যের বিপরিত কার্য্যে উক্ত ফাণ্ডের অর্থ ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন তদ্দৃষ্টে মুসলমানের অন্তরে ইংরাজ-বিদ্বেষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। এই অপকর্ম করার দরুণ তিনি উক্ত ধর্মীয় তহবিল হইতে বার্ষিক ১৫০০ পঞ্চদশ শত পাউণ্ড বেতন পাইতেছেন। কিন্তু সেজন্য উক্ত ভদ্রলোককে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হইবেনা। যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এইভাবে দাতার উদ্দেশ্য লইয়া ব্যভিচার চালাইয়া আসিতেছেন, সেই গবর্ণমেণ্টই এজন্য সম্পূর্ণতঃ দায়ী। খুব সম্ভব গবর্ণমেণ্ট নিজেদের এই দোষ ঢাকিবার মতলবে উক্ত কলেজের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র আকারের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু শাক দিয়া মাছ ঢাকার হাস্যকর নীতি অবলম্বন করিয়া যে এই প্রকার অপরাধ ঢাকিয়া রাখা যায়না তাহা গবর্ণমেণ্টের বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল। সঞ্চিত তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কলেজ ইমারত নির্মিত হইয়াছিল সেই কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উক্ত ফণ্ড হইতে বার্ষিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড হিসাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর মাদ্রাসা বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানটির জন্য কত বরাদ্দ হইয়াছে? মাত্র বার্ষিক ২৬০ দুইশত ষাট পাউণ্ড। এই ব্যবস্থাকে দাতার আত্মার প্রতি বিদ্রূপের উপহাস আখ্যা দিলে কোন দোষ দেওয়া যায় কি?

গবর্ণমেণ্টের এই শ্রেণীর অন্যায় আচরণের আলোচনা করিতে আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। কারণ উহার জওয়াব দিবার মতন কোন উপযুক্ত মালমশল্লা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। মুসলমান মোতাওয়াল্লিগণের মধ্যে অনেকেই যে অপব্যয়ী ও উন্মার্গাচারী, সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু মুসলমান সমাজের অভিযোগ হইতেছে এই যে, মুসলমান মোতাওয়াল্লির অমিতাচারের সুযোগ গ্রহণ পূর্বক গবর্ণমেণ্টের ধর্মার্থে দানকৃত সম্পত্তি নিজ দখলে পরিচালনা লওয়ায় ইসলামের অনুশাসন মুতাবিক সম্পত্তি কাফের গবর্ণমেণ্টের করতলগত হইয়া পড়িতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট দাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাবে ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া মুসমানের ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত হানিতেছেন। মুসলমানদের এই অভি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগের মূলে যে সত্য আছে সামান্য মাত্র অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে হুগলী কলেজে মোট যে তিনশত ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে মুসলমান তিন জনও ছিলনা, সবাই ছিল হিন্দু। বর্ত্তমানে দুই চারিজন মুসলমান ছাত্র উহাতে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি পাইয়া থাকিলেও এতৎসংশ্লিষ্টে মুসলমান সমাজের বিক্ষোভের মাত্রা কিছুমাত্র কমেনাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। এই সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া জনৈক দায়িত্বশীল ইংরাজ আই, সি, এস কর্মচারী স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, "সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, "গবর্ণমেণ্টের ধারাবাহিক অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই মুসলমানগণ ইংরেজ বিদ্বেষী হইতে বাধ্য হইয়াছে।" উক্ত ইংরাজ ভদ্রলোকের উক্তিকে কেহ কেহ হয়ত অতিশয়োক্তি আখ্যা দিতে চাহিবেন। কিন্তু আমি ভারতে আসিয়া বিগত ২৮ আটাশ বৎসর কাল বঙ্গদেশে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং অধিকাংশস্থান পরিদর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহার ফল মিষ্ট তো হয়ই নাই বরং অত্যন্ত তিক্ত হইয়াছে। সর্বত্রই মুসলমানদের মুখে এই একই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, "ইংরাজের নীচ মনোবৃত্তি সুলভ অন্যায় অত্যাচারের দরুণই মুসলমানদিগকে আজ এই চরম দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে"। এস্থলে উল্লেখ করিয়া রাখিতে হইবে যে, বাংলায় পৌছিয়া কয়েক দিন পরেই আমি হুগলী পরিদর্শন করিয়া ছিলাম"।

কিন্তু এইখানেই মুসলমানের অভিযোগের তালিকা শেষ হইতেছেনা। তাঁহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, গবর্ণমেণ্টের পরিচালকবর্গ কেবল মুসলমানের পার্থিব উন্নতির দ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, বরং তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পঙ্গু করিবার ব্যবস্থায়েও তাহারা তৎপর রহিয়াছেন। দুনিয়ার প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায় সমূহ ধর্মীয় ক্রিয়া কাণ্ড পালনের জন্য কতিপয় বৈশিষ্টপূর্ণ দিন নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই সকল দিনে কর্ম বিরতিরও ব্যবস্থা আছে। কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্টপূর্ণ দিনের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাদের অন্তরে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, যদি কোন বৈদেশিক আক্রমণকারী কর্তৃক ইংলণ্ড অধিকৃত হয় এবং তাহারা এই মর্মে ঘোষণা করে যে, আগামী রবিবার হইতে আর সরকারী ছুটি মঞ্জুর হইবেনা, তাহাহইলে ইংরেজ উহা সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানগণ আপনাপন ধর্ম্মীয় ক্রিয়া কাণ্ড পালনে একান্তভাবেই উৎসুক এবং সেজন্য উহার বৈশিষ্টপূর্ণ দিনগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাদের পক্ষে মর্ম্মাহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উভয় সম্প্রদায়ের এই ধর্মীয় ভাবের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জানিনা কোন্ এক রহস্যজনক কারণে বাংলার মুসলমানদিগকে সেই পবিত্র অধিকার হইতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের ধর্মীয় ব্যাপার সমূহকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া পরে তাহা হইতে তাহাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অবশেষে তাহাদের জন্য যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহাকে ধর্মীয় ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু বলা যাইতে পারেনা। এতৎসংশ্লিষ্টে কলিকাতা হাইকোর্টের মুসলমান উকিলগণ গত বৎসর প্রধান বিচারপতির নিকট যে আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা হইতে মুসলমান সমাজের মনঃক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের আবেদন পত্রে বলিয়াছেন যে, "যে ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের জন্য বার্ষিক ৬২ দিন এবং হিন্দুদের জন্য বার্ষিক ৫২ দিন সরকারী ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মাত্র ১২ দিন ছুটি মঞ্জুরের মূলে কি কারণ থাকিতে পারে? আবার সম্প্রতি ঐ ১২ দিন হইতে একদিন কাটিয়া ১১ দিন করা হইয়াছে। অথচ ইতিপূর্বে মুসলমানদের জন্য বার্ষিক ২১ দিন ছুটি বরাদ্দ ছিল"। এই সকল কথা বলার পর মুসলমান আবেদনকারী বৃন্দ ছুটি বাড়াইবার দাবী উপস্থিতির ভরসা না পাইয়া বলিয়াছেন যে, এই মাসে তাঁহাদের জন্য যে ১১ দিন ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছে অতঃপর উহা হইতে আর যেন কমান না হয়। এই আবেদনের ফল যাহা হইয়াছিল তাহা মুসলমানদের পক্ষে হতাশব্যঞ্জক। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

দ্বীন ও দর্শন

(Religion and Philosophy)

ছাজ্জাদ আলি এম, এ, বি, এল,
এডভোকেট (এক্স-মিনিস্টার)

আল্লাহর প্রেরিত নবি রছুল ও পয়গম্বরগণের (আঃ ছাঃ) প্রেরিতত্বে ও তাঁহাদের প্রচারিত ও প্রবর্তিত জীবন-পদ্ধতিতে অনাস্থার পটভূমিকাতেই বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার জন্ম হইয়াছে এবং পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের দ্বারা প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে 'লাদ্বীনী' (ধর্ম-হীন) কৃষ্টি ও সভ্যতা সৃষ্টি হইয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝাযায়, এরূপ হওয়াটা একেবারে বিচিত্র ছিল-না। কারণ মানুষের আদি পিতা, আদি পয়গম্বর, আর আল্লাহতাআলার আদি প্রতিনিধি হযরত আদম (আঃ ছাঃ) শয়তানের প্ররোচনাতেই জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া সুখ-শান্তিপূর্ণ জান্নাতভবন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, এবং এই শয়তান বা ইবলিছই হইতেছে আদি যুক্তিবাদী। এই হিসাবে শয়তানকে আমরা **Logic** তর্কশাস্ত্র বা বুদ্ধিবাদের আদি জনক বলিতে পারি। আল্লাহতালা আদমকে (আঃ ছাঃ) সৃষ্টি করিয়া ফেরেশ্‌তাগণ ও ইবলিছকে তাঁহাকে সিজ্‌দা (প্রণতি) করার জন্য আদেশ করিলে ফেরেশ্‌তাগণ সকলেই আদমকে প্রণতি জানাইলেন কিন্তু ইবলিছ ইহা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। আল্লাহর এই আদেশের সমীচীনতার প্রতি তাহার সন্দেহের উদ্রেক হইল, যুক্তি আসিয়া তাহাকে শিখাইয়াছিল আল্লাহর এ আদেশ অযৌক্তিক ও অন্যায়, আদম মাটির পুতুল মাত্র, সে অগ্নি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, অগ্নি দেবতার বংশধর হইয়া সে কেন মাটির গড়া মানুষকে প্রণাম করিবে? প্রথমে সন্দেহ, তৎপর যুক্তি, তৎপর অহঙ্কার এইরূপে কপটতা, প্রতারণা, শঠতা, মিথ্যাবাদিতা কুপ্রবৃত্তি সবকিছুই আসিয়া তাহার শঠতাকে অধিকার করিয়া লইল। প্রকৃত-পক্ষে আদিকাল হইতেই যুক্তিবাদী দর্শনের (**Intellectual Philosophy**) জন্ম হইয়াছে এই সন্দেহবাদকে (**Scepticism**) আশ্রয় করিয়া। তাই দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, যুক্তিবাদী দর্শন *Rational Philosophy* প্রধানতঃ সন্দেহবাদের রূপ ও রং লইয়াই আমাদের কাছে সমুপস্থিত হইয়াছে। এমনকি প্লাটো, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি বড় বড় অধ্যাত্মবাদী *Idealist* দার্শনিকগণ ও তাঁহাদের দার্শনিক আলোচনা ও মতবাদে এই *Scepticism* বা দোদিল্লা ভাবের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। আর এই প্রকারে *Intellect* বা মস্তিষ্ককে সমস্ত জ্ঞানসাধনার উৎস ও আধার কল্পনা করিয়া লওয়ার করণে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের "যত মত তত পথ" সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষকে ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং জাতির বুকে অসত্য ও অন্যায়, অনাচার ও অবিচার জুলুম ও নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে আর ইহা সত্ত্বেও আমরা "এক অভূতপূর্ব আধুনিক সভ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত যুগে বাস করিতেছি" বলিয়া আস্ফালন ও গৌরব অনুভব করিতেছি। পণ্ডিতগণের পয়গাম্বর কর্তৃক প্রচারিত খোদার বাণী ওহিতে এবং রেছালতে অবিশ্বাস ও অবহেলার কারণেই এই বিষম বিভ্রান্তিকর অবস্থাও পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণেই আল্লাহতাআলা তাঁহার শেষ কেতাবের الم ذالك الكتاب لاريب فيه প্রথমেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন-

"এই কেতাবে কোন সন্দেহ নাই!" ইহা আল্লাহর ওহী, খোদার বাণী ইহাতে যে জ্ঞান ও জীবনপন্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অটল, চরম ও পরম-সত্য"।

www.ahlehadeethbd.org

নিছক যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের কেহ কেহ হয়ত তাহাদের দর্শন মারফত খোদার একত্বে বা তৌহীদে কিছুটা পৌঁছিতে পারিয়াছেন কিন্তু কেবলমাত্র একটি কারণে অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের নবুওতে ঈমান বা বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা মানব জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যে উপস্থিত হইতে পারেননাই। তাই আমরা দেখিতে পাই হজরতের (দঃ) পিতৃব্য আবু জেহেল, আবুলাহাব প্রভৃতি দলপতিগণ হজরত [দঃ] কে পরম সত্যবাদী, বিশ্বাস-ভাজন, ন্যায়-পরায়ণ ও চরিত্রবান পুরুষ জানিয়াও তাঁহাকে খোদার রছুল বলিয়া স্বীকার করে নাই বলিয়া বিপথগামী হইয়া আজীবন হজরতের (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। দুনিয়ায় আবুজেহলিয়েত ও আবুলাহাবিয়াতের পুনঃ পুনঃ নিত্য নূতন আবির্ভাবের উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় ইহা হইতে বিরত থাকিতেছি।

তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা ইউরোপীয় "রেনেসাঁ" পুনর্জাগরণেরই ফল, আর ইহাও সর্বজনবিদিত যে, ইউরোপের এই জ্ঞানচর্চার যুগের জন্ম দিয়াছিল "মোহাম্মদীয়" মহাজ্যোতি পবিত্র কোরান ও হাদীছ। ওলামাগণের কেহ কেহ পবিত্র হাদীছকেই কোরানোক্ত "হেকমত" বা সত্য দর্শন (True and Real Philosophy) বলিয়াছেন এবং সত্য বলিতে গেলে পবিত্র হাদীছ মহিমান্বিত 'কোরান' পাকেরই বিশদব্যাখ্যা এবং ইহাকেই আমরা Divine Philosophy বা খোদাদাদ সত্য দর্শন নামে অভিহিত করিতে পারি। এই হেকমতের আলোকচ্ছটা সে দিন ধরিত্রীর দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিল।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জনক অরিষ্টটল খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে মৃত্যু বরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ব্যসন ও বাহ্যিক শান্‌শওকতপূর্ণ রোমক সভ্যতা আসিয়া গ্রীসীয় সভ্যতা তথা গ্রীসীয়-চিন্তাধারার একরূপ অবসান ঘটাইল। অতঃপর এক হাজার বৎসরের কিছু অধিককাল যাবৎ ইউরোপের বুকে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এক বিপুল অজ্ঞানতা ও অনিশ্চয়তার ঘন অন্ধকার।

ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেনের আরবী মুছলমানগণ একদিকে যেমন গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তকাদির তর্জমা করিতে লাগিলেন অপর দিকে তেমনি তাঁহারা কোরান ও হাদীছ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভূয়োঃদর্শন জনিত জ্ঞানও (Inductive Philosophy) ইউরোপকে উপহার দিতে লাগিলেন। তৎকালীন খৃষ্টান জগৎ ভীত চকিত চিত্তে উহা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিল—ফলে ইউরোপে নব চেতনা ও নবজাগরণের সূত্রপাত হইল আর ইহারই ফলে ছয় সাত শতাব্দী ব্যাপিয়া ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, বার্কলে, ক্যান্ট, হেগেল, ডারউইন, শপেনহাওয়ার, ভলটেয়ার, রুশো, নিটশে, বার্গসেঁা, মিল, স্পেনসার, ডিউয়ী, রাসেল, জেমস্ প্রভৃতি ইউরোপ আমেরিকার দার্শনিক ও উপদার্শনিকের এক বিশাল গোষ্ঠির আবির্ভাব হইল। ইহারই ফলে সত্য truth বা Realityর স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন isms বা মতবাদের সৃষ্টি হইল এবং বর্ত্তমানের Ethics নৈতিকতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইনকানুন, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, Epistemology জ্ঞানতত্ব, metaphysics বা অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে (আল্লাহ্ পরকাল, বেহেশত, দোজখ মানুষের অমরতা প্রভৃতি) পরস্পর বিরোধী ও স্ববিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হইয়া জগতের বুকে প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের পরিবর্তে বিশাল বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তার এক ঘনীভূত তমসার সৃষ্টি করিল। তাই আমরা দেখিতে পাই শপেনহাওয়ার, নিটশে প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শনশাস্ত্র এক মনোমুগ্ধকর কাব্যখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বুদ্ধি চিন্তা (thought) বা reason কে সত্যলাভের চরম ও পরম উপায় বলিয়া ধারণা করার কারণেই ইউরোপ আমেরিকা তথা সমস্ত পৃথিবীতে আজ চিন্তারাজ্যে এই শোচনীয় বিভ্রান্তিকর অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপীয় চিন্তাধারা বাহ্য-সত্য-ভিত্তিক (based on external reality) হওয়ার কারণে একদিকে যেমন পদার্থ বিজ্ঞান জগতে কোপার্নি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাস্, গ্যালিলিও, গিলবার্ট, ভেসেলিগাস, হারভে প্রভৃতি বিজ্ঞানী অগ্রদূতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে চিন্তাজগতে বেকন, স্পিনোজা, ডারউইন, ক্যান্ট, হেগেল, কার্লমার্কস, এঞ্জেলস প্রভৃতি দার্শনিকগণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিষম অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে মূলতঃ মিল রহিয়াছে, উহা হইতেছে **scepticism** বা সন্দেহবাদ। তাই আমরা দেখিতে পাই ক্যান্ট তাঁহার **epestimology** বা জ্ঞানতত্ত্বের সমালোচনা পুস্তক **Critique of pure reason** এ বলিয়াছেন **Reality** বা বাস্তব (**thing in itself**) আদতে যে কি, তাহা আমরা নিছক যুক্তি বা **reason** এর সহায়তায় কিছুই জানিতে পারিনা। খোদা, পরকাল, অমরত্ব প্রভৃতি বিষয় আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, তবে মানবজীবনে এই সমস্ত ধারণা অতিশয় মূল্যবান, কারণ এই ধারণাগুলি হইতেছে **Regulative Ideas** চিন্তারাজ্যের বিষয়বস্তুনিচয়ের সমন্বয়কারী, আর নৈতিক জগতের হিতাহিত, ভাল মন্দের, নেকী ও বদীর ধারণাগুলির **Practical reason** হইতেছে **Categorical Imperative** অর্থাৎ চিন্তারাজ্যের কোন অজানা কোণ হইতে হুকুম আসে "ইহা তোমার করা কর্ত্তব্য আর ইহা তোমার করা উচিত নয়"। পরবর্ত্তী কালে ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ ইহাকে **Intuition** বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যান্টিয়ান দর্শনই হইতেছে ইউরোপীয়ান দর্শন জগতে সন্দেহ ও নৈরাশ্যবাদের **Scepticism** ও **Agnosticism**-এর জন্মদাতা। পরবর্ত্তীকালের হেগেল দর্শনের *Dialectic of reason* অন্বয় প্রত্যন্বয় ও সমন্বয় *Thesis antethesis and synthesis* এর মতবাদকে আমরা এক দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা রূপে দেখিতে পাই। ইহার ফলে খোদা সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পাই তাহা হইতেছে *absalute Idea* বা *World Spirit* অর্থাৎ ব্যক্তিত্ববিহীন অচেতন বিশ্বাত্মা যিনি জড় প্রকৃতির সংঘর্ষে *Antithesis*এ আসিয়া আত্মচেতনা লাভ করিতেছেন। এই জন্যই প্রকৃত পক্ষে *State* বা রাষ্ট্রই হইতেছে এই *Impersonal God* (নাউজোবিল্লাহ) ব্যক্তিত্বহীন বিশ্বের আত্মা। কারণ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই বিশ্বাত্মা আপন স্বত্তার চেতনা লাভ করিতেছে *World spirit or the absalute is realising itself through state* আর এই কারণে যে মানুষের সম্পত্তি নাই সে মানুষই নহে, কারণ জড় সম্পদ (সম্পত্তি) ব্যতীত ব্যক্তিত্ব বা আত্মচেতনা *Personality* সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পরবর্ত্তী কালে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, নীট্‌শের *Superman* বা অতিমানবতাবাদ, হিটলার মুসোলিনীর 'নাজি' ও 'ফ্যাসি' বাদ হেগেলেরই নব-সাংস্করণিক পুনঃ অভিব্যক্তি মাত্র।

এই ত্রিক্রিয়ামূলক হেগেল দর্শন সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সত্যই মনে হয় ভ্রান্ত খৃষ্টানগণের ত্রিত্ববাদের কথা, *Father Son and Holy Ghost* আর মনে আসে হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিদেবতাবাদের কথা। একজন করেন সৃষ্টি আর একজন করেন পালন আর একজন করেন সংহার *Thesis antethesis and synthesis* এর অবিরাম খেলাই যেন জগতে বিরাজমান। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের কাছে এ সবকথা হয় দুর্ব্বোধ্য কবিতা, নয় পুরাতন যুগের *Mythology* বা দেব-কাহিনীরই আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার নূতন সংস্করণ বলিয়া মনে হইবে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে বেশী ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ। তাহার ফলে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্পকলায় যা আমরা আজ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এই মতবাদেরই ফল। প্রাণী নিজ নিজ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিধনকার্য্যে সদা ব্যাপৃত রহিয়াছে, ইহাতে যা আমরা জানিতে পারি তাহা হইতেছে প্রকৃতি এক বিরামহীন হিংস্র সংগ্রামে রত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকে কেবল মাত্র সেই, যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিবান ও উপযুক্ত *Survival of the fittest* একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধা, শক্তি ও সম্পত্তিপ্রিয়তা, পশু প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, নরহত্যা প্রভৃতি ব্যাপার এই পশুভিত্তিক দার্শনিক মতবাদেরই সন্তান। এজন্য পবিত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোরান ও হাদীছশরীফে প্রকৃত পূর্ণসত্য লাভের উপায় একমাত্র ঈমান-বিল-গয়েবকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঈমান-বিল-গায়েব অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস ব্যতীত সত্য বা হক্ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। 'ঈমান' [**faith**] কি তবে **blind faith** বা অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র? না কখনই নয়। ইহা মানুষের অন্তরেন্দ্রিয়ে নিহিত মধ্যাহ্ন ভাস্করতুল্য একটি সমুজ্জল জ্যোতিঃ বিশেষ। ইহাই নুরে নবুওৎ বা মোহাম্মদীয় মহাজ্যোতি। ইহার স্থান বার্গসে'র **Intuition,** (অন্তর্দৃষ্টি) ক্যাণ্টের **Ctegories of Thought** অথবা **regulative Idea** এবং **Hegel** এর **synthetic idea** প্রভৃতি চিন্তা প্রসূত মানসিক শক্তির স্থান হইতে অনেক উচ্চে। খাতেমুল মোরসালীন মোহাম্মদ মোস্তফার [দঃ] অনুগামী এবং অনুসারী হওয়া ব্যতিরেকে ইহাকে বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হুজ্জতুল ইছলাম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাই বলিয়াছিলেন, যুক্তিমূলক দর্শন (*Rational philosophy*) দ্বারা সত্যলাভ সম্ভবপর নহে। আধুনিক যুগের দার্শনিক শ্রেষ্ঠ আল্লামা ইকবাল মরহুম ইমাম ছাহেবের প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার চিন্তাধারা *Scholostic Philosophy* অর্থাৎ গ্রীকদর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। আল্লামা মরহুমের মতে ওহী (*Revelation*) কে বা ঈমানকে *Highest reason* অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ যুক্তি ধরিয়া লইলেই 'দর্শন ও ধর্মের' বুদ্ধি ও বিবেকের আকূল ও ঈমানের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। আল্লামা মরহুমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করিয়া বলিতে পারা যায় যে *Intellect* চিন্তা, বুদ্ধি 'আকূল'কে যত উচ্চেই লইয়া যওয়া হউক না কেন কিছুতেই ইহা ঈমানের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতে পারেনা এবং 'আকূল' বা বুদ্ধি যতই উচ্চগামী হউক না কেন, আমাদিগকে ইহা সন্দেহের (*Scepticism*) এর কবল হইতে পূর্ণমুক্তি দিতে সক্ষম নয়।

তবেকি ইছলাম গোঁড়ামী, *Dogmatism* অন্ধ মতবাদের প্রশ্রয় দিয়া থাকে? ইহা কি যুক্তি বুদ্ধির অনুসারী হইতে বলেনা? না একথাও সত্য নয়। যাহা সত্য তাহা হইতেছে এই যে, ইস্লাম যুক্তি বুদ্ধিকে 'দ্বীন' বা শরিয়তের অধীনতার সীমার ভিতরে থাকিয়া অগ্রসর হইতে বলে। আল্লামা মরহুম তাই নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন, *Science is a kind of worship if it remains under the guidance of Din or religion* 'অর্থাৎ বিজ্ঞান বা জ্ঞান চর্চ্চাও এক প্রকারের এবাদত যদি ইহা ধর্ম্মের বশীভূত থাকে আর যদি এরূপ না থাকে তবে বিজ্ঞান নিছক "শয়তানাৎ" মাত্র। কোরান পাক ও হাদীছ শরীফ হইতে বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চ্চা ও জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মুসলমানগণকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ তাকিদ্ দেওয়া হইয়াছে। কোরান পাক্ মুসলমানদের প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছে "তাহারা দাঁড়াইয়া বসিয়া শায়িত হইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করে, এবং বলে "হে প্রভু, তুমি নিশ্চয়ই ইহাদিগকে বৃথা ও অকারণ সৃষ্টি কর নাই"। [—ছুরা ৩, আয়াত ১৯১]। হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে হজরৎ [ছঃ আঃ] বলিয়াছেন জ্ঞানানুসন্ধান কর যদিও ইহা চীন দেশে হয়। পক্ষান্তরে হজরত [ছঃ আঃ] ইহাও বলিয়াছেন সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা কর কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা ও তর্ক বিতর্কে বিরত থাক। পুনরায় হজরত [ছঃ] বলিয়াছেন "মানুষের পক্ষে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইস্লাম এই যে, সে যেন অনাবশ্যক বিষয়ে বৃথা তর্ক বিতর্ক হইতে দূরে থাকে। হাদিছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, একদা হজরত [ছঃ আঃ] শুনিতে পাইলেন, কতিপয় ছাহাবা [রাঃ আঃ] ইচ্ছার স্বাধীনতা *Freedom of will* এবং তক্দির, অদৃষ্টবাদ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছেন। হজরত [ছঃ আঃ] বিষম রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন, তাঁহারা এই প্রকারের তর্কবিতর্ক হইতে ক্ষান্ত থাকেন।

উপরিউক্ত দুই প্রকারের আদেশ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধী নয়। বরং ইহার সাহায্যে আমরা এই নির্দেশই পাইয়া থাকি যে, বুদ্ধি বৃত্তিকে সংযত রাখিয়া ঈমানের পথেই আমাদিগকে চলিতে হইবে, ইহাই 'সেরাতুল মোস্তাকিম' "সত্য সরল সুন্দর সুগম পথ"। এই জন্যই হজরত [ছঃ আঃ] বলিয়াছিলেন যে, সবচেয়ে বড় শয়তানকে আল্লাহ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে দমন করার শক্তিও সর্বাপেক্ষা অধিক আমাকেই দান করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, হজরত [ছঃ আঃ] সমুদয় মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি *Highest Talent* এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমানদারও তিনি।

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয্ ইব্নে হাজার আস্কালানী

আফ্তাব আহ্মদ রহমানী এম, এ,

(২)

দু'চার জন মহামানব অথবা যুগান্তকারী নবযুগের প্রবর্ত্তক অসাধারণ মানুষের কথা বাদ দিয়ে আর সব মানুষেরই চরিত্রে পারিপার্শ্বিকতার গভীর ছাপ ফুটে উঠ্তে দেখা যায়। তাই হাফেয ইব্নে হাজারের জীবনালেখ্য আলোচনা করতে গিয়ে যদি আমরা তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস পাই তা'হলে হয়ত খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়না।

মিসর ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা (৭৫০—৮৫০)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ইব্নে হাজার হিজরী সনের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। সে-সময় আল্-আশরাফ শাবান মিসরের রাজা ছিলেন (১৩৬৩—৭৫ খৃঃ)। তিনি ছিলেন বাহরী মামলুক শাসকগোষ্ঠির দ্বাবিংশ রাজা। এ'টা বাহরী মামলুক শাসনের অবসানের যুগ। কারণ এর পর উক্ত গোষ্ঠির মাত্র দু'জন দুর্বল রাজা সামান্য কিছু দিনের জন্য রাজত্ব করেন এবং তারপরই এক নূতন শাসকগোষ্ঠির অভ্যুদয় হয়। এ' নূতন শাসক গোষ্ঠি ইতিহাসে বুরজী মামলুক বলে পরিচিত। বাহরী মামলুক গোষ্ঠির দ্বাবিংশ রাজা আশরাফ শাবানের আল্জাহির সাইফুদ্দিন বারক্কুক নামক ক্বারকাশেয়ান দাসই বুরজী মামলুক গোষ্ঠির প্রথম রাজা হন। তিনি একাদিক্রমে পনের বৎসর রাজত্ব করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব প্রাপ্তির আইনের অবিদ্যমানতার জন্য পূর্বতন রাজার এন্তেকালের পর সিংহাসন নিয়ে ভীষণ কন্দোল ও কোলাহলের সৃষ্টি হত এবং যিনি সামরিক শক্তিকে হাত করতে পারতেন অথবা যাঁর পিছনে কোন শক্তিশালী গ্রুপ থাকত তিনিই দেশ ও দশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে সিংহাসনে আরোহন করতেন। মামলুকদের গোটা রাজত্বকাল ষড়যন্ত্র, চক্রান্তের ধোঁয়াজাল, রক্তপাত, প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি, স্বজনপ্রীতি এবং উশৃঙ্খলতার ইতিহাসে পরিপূর্ণ। (১) কারকাশিয়ান এবং গ্রীক দাসদের অধিকাংশই ছিলেন আচার-ব্যবহারে সামাজিকতার জ্ঞান বিবর্জিত, রাজ্য পরিচালনায় অযোগ্য এবং নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অধঃপতিত। তাঁদের আত্মকেন্দ্রিক নীতি ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাত্রা গোটা দেশের জনগণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এদের অনেককেই নিজেদের তৈরী ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হয়ে অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়েছিল। গদি দখলের অদম্য স্পৃহার ফলে উদ্ভব কোন্দল ও ষড়যন্ত্রের কারণে মামলুক রাজাদের আয়ুষ্কাল পাকিস্তান অথবা ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কালের বেশী হতনা। এ কথার প্রমাণ এর থেকেই পাওয়া যায় যে, হাফেয ইব্নে হাজার আস্কালানী একমাত্র তাঁর জীবদ্দশায় বাহরী ও বুরজী মামলুকদের এক এক করে চৌদ্দজন রাজাকে সিংহাসনে আরোহন ও সিংহাসন হতে অবতরণ করতে দেখেন।

মিসরের অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে সিরিয়ার দুর্দশা ছিল আরও ভয়াবহ। কেন্দ্র হ'তে যেসব গবর্ণরকে এখানে পাঠানো হত তাঁরা আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন যার ফলে এখানে প্রায়ই রাজদ্রোহিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্ত। তাঁদের অপব্যয় ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা জনসাধারণের ঘাড়ে অসহনীয় বোঝা স্বরূপ ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জ্জরিত এই সব জনসাধারণকে বহির্জগতের যে বিভীষিকাময় সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা' হল তাতারী দৈত্য তৈমুরলঙ্গের বিরামহীন আক্রমণ ও অমানুষিক নির্য্যাতন। হিজ্রী সনের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে তৈমুরলঙ্গ সমগ্র মধ্য-

(১) ইবনেখলদুন পৃঃ ১১১—১১২

www.ahlehadeethbd.org

এশিয়ায় এমনকি মিসরের সীমান্ত পর্য্যন্ত এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। (১)

তাতারী সৈন্যদের নায়ক তৈমুরলঙ্গের বিজয় অভিযান আরম্ভ হয় ৭৮০/১৩৮০ সালে। এই অভিযানে তিনি পূর্বে চীন দেশের সীমান্ত হতে পশ্চিমে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ১৩৯৩ সালে তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের প্রেয়সী মহানগরী বাগদাদকে ভস্মীভূত করেন এবং পর বৎসরই মেসপটামিয়া তাঁর করতলগত হয়। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে মস্কো দখল করার পর তিনি তাঁর রক্ত পিপাসু দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ১৩৯৮ খৃঃ দিল্লীতে অশুভ পদার্পণ করতঃ প্রায় লক্ষাধিক নাগরিকের জীবনাসান করে তাঁর জীঘাংসু মনোবৃত্তি চরিতার্থ করেন।

১৪০০ খৃঃ তৈমুরলঙ্গ উত্তর সিরিয়া আক্রমণ করে আলেপ্পোকে ভস্মীভূত করেন এবং তথাকার ধন রত্ন লুণ্ঠন করে তাঁর দস্যু প্রবৃত্তির পরিচয় দেন। হামা, হিমস, বা'লাবাক্ একের পর এক তাঁর পদানত হয়। দামেশ্‌কে নিযুক্ত মিসরীয় গবর্ণর সুলতান ফারাজ নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত হন এবং উমাইয়া বংশীয় খলীফাগণের বহু সাধের তৈরী দামেশ্‌ক নগরী তার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন সহকারে তৈমুরলঙ্গের হাতে দেওয়া আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। প্রথম বায়াজিদের অটোম্যান সৈন্যদেরকে ধ্বংস করে তৈমুরলঙ্গ ১৪০২ খৃঃ সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর জয় করেন। আঙ্কারা, ব্রুসা, স্মারনা সবই তার পদানত হয়। তৈমুরলঙ্গের এই দুর্দ্দমনীয় বিজয় অভিযানে যখন সমগ্র আরব দুনিয়ায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল এমনি সময় তিনি ১৪০৪ খৃঃ তদপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী বীররূপী মৃত্যুর হাতে নিহত হয়ে আরব জগতকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর দান করেন।

(১) এর পুংখানুপুংখ আলোচনার জন্য সমসাময়িক বহু ইতিহাস ও জীবনীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন আন্‌নজুমুয্ যাহেরা ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২০—৩২৪; ৭ম খণ্ড পৃঃ ৬৮৫; ৮৩০—৫০; হুসন ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬—৯০; আল্‌তুহাতুল ইসলামিয়া ২য় খণ্ড; পৃঃ ১১০—২০ আদদুয়ালুল ইসলামিয়া পৃঃ ৬৯; আম্‌বাউলগুমর ১ম খণ্ড পৃঃ ৪, ৫, ১৭৯, ১৮০, ১৮৭, ২০৮; আজাইবুল মকদুর পৃঃ ৬, ৭; হিট্টি পৃঃ ৬৯৪—৯৬; শজারাতুয্ যহব ৫ম খণ্ড পৃঃ ২২, ৪৭।

তৈমুরলঙ্গ আরব জগতে যে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছিলেন তার দাগ নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইরাক, সিরিয়া, মেসোপটামিয়া এবং এশিয়া মাইনরে কাটা ঘায়ের চিহ্নের মত বিদ্যমান ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলি হয় মিসরের অধীনস্থ ছিল আর না হয় নাম-সর্বস্ব খলীফাদের দ্বারা পরিচালিত হত। উদাহরণ স্বরূপ হেজাজ এবং ইয়ামেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তখনকার দিনে হেজাজে শরীফের বংশধরেরা রাজত্ব করত। মক্কা ছিল তাদের রাজধানী। এরা প্রত্যক্ষভাবে মিসরীয় খলিফার অধিনস্থ ছিল। ইয়ামেনে বনী রসূল পরিবার ক্ষমতাসীন ছিল (৬২৬—৮৫৮ হিঃ)। কিন্তু এরাও মিসরীয় নাম সর্বস্ব খলিফা মাআদ আল্-মুনতাছিরের দেওয়া **investiture** দ্বারা ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার কাজটিকে ইস্‌লামের বিধান সম্মত করাইয়া লইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সব খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক উপায় যতই নগণ্য হোক না কেন এদের কেহ কেহ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করতে কোন দিন দ্বিধা বোধ করেননি। (১)

উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় আর একটি পরিবার ক্ষমতাসীন ছিল, এরা ইতিহাসে বনীহাফ্‌ছ নামে পরিচিত।

ফলকথা এইযে, অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ এবং নবম শতাব্দীর অর্দ্ধেক পর্যন্ত গোটা আরব জাহানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। একমাত্র মিসরই এমন একটি দেশ ছিল যেখানে একটি স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্ট বিদ্যমান ছিল। বারকুক ছিলেন তার খলিফা। বারকুকের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তৈমুরলঙ্গকে পর্যন্ত তাঁর নামে ভীত সন্ত্রস্ত বলে মনে হত। কারণ ৮০১ সালে তৈমুরলঙ্গ যখন শুন্‌তে পেলেন যে বারকুকের মৃত্যু হয়েছে তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌লেন এবং বারকুকের মৃত্যু সংবাদ বহনকারীকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কর্‌লেন। (২)

(১) যয়লি দাহলান পৃঃ ১৮১—১৮২

(২) ঐ ২য় খণ্ড পৃঃ ১১০—১১৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগ্‌দাদের পতনের পর থেকে সিরিয়া ইরাক, মেসোপটামিয়া, পারস্য ইত্যাদি দেশসমূহকে তাতারীদের গুণ্ডানীতির ফলে নানাবিধ দুর্যোগের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। এর উপরে "শাকের উপর আঁটির বোঝা" স্বরূপ নেমে এসেছিল এসব দেশের উপরে "ক্রুসেড" যুদ্ধের বিভীষিকা. যার করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছিল পশ্চিমে ত্রিপোলী ও টাইগ্রীস থেকে আরম্ভ করে পূর্বে তাশ্‌কন্দ ও সামারকন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম জাহান। এই দুর্দিনে বহির্জগতের উৎপীড়ন হতে রক্ষা পেয়েছিল একমাত্র মিসর। কিন্তু আভ্যন্তরীন যোগাযোগের ফলে মিসরের অবস্থা যে খুব ভাল ছিল তা' বলা চলেনা। তদানীন্তন মিসরের অবস্থা বর্ণনা করে প্রফেসর হিট্টি যে চিত্রটি পেশ করেছেন তা' নিম্নরূপ :—

"মামলুক অধীনস্থ মিসরের ইতিহাস কতকগুলি গর্ব্বিত শাসকের কাহিনীতে পূর্ণ। এরা সিরিয়াকে ফ্রাঙ্ক শাসনের হাত হতে মুক্ত করেন এবং মঙ্গোলীয় বিভিষিকার মোকাবিলায় নিজেদেরকে দুর্জেয় দুর্গ বলে প্রতিপন্ন করেন।

কিন্তু এই বংশের দিবসাবসানে শাসকগোষ্ঠির কোন্দল, অপরিমিত করধার্যকরণ প্রজাদের ধন-সম্পত্তির অনিশ্চয়তা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের উৎপীড়ণ এবং তদুপরি পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহীতায় গোটা দেশ ধ্বংসলীলার পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে নীল নদের উপকণ্ঠে যে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামী বিরাজ করছিল তাতে করে সে যুগে মানসিক উন্নতির ক্রমবিকাশের কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। সত্য বলতে কি, বিগত পাঁচশত বৎসর ধরে মানস-জগতে আরবদের যে প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে আসছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবেরা তা' হারিয়ে ফেলেন। নৈতিক অধঃপতনের ফলে আরবেরা মানসিক উন্নতির পরিবর্তে ধন-সম্পত্তির উন্নতি বিস্তারে মনোনিবেশ করেন" (১)

উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অনুধাবন করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন মামলুক সুলতানদের নিকট তেমন কিছুর প্রত্যাশা করা দিবাস্বপ্নের মতই অলীক ছিল। শুধু তাই নয়, মামলুক সুলতানদের অনেকের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হয়েছিল।

আরব জগতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা এবং সর্বোপরি সরকারের প্রতিকূল মনোভাবের কথা চিন্তা করে পাঠকবর্গ স্বভাবতঃই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, বাগ্‌দাদ পতনের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবদের আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দান নাই। কিন্তু ইহা মোটেই সত্য নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও এ যুগে আরবদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ঔষধ এবং ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি দান আছে যা সহজেই উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের সাহায্যপুষ্ট ব্যক্তিদের দানের সমকক্ষতা করতে পারে (২)। এই সব লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন মিসরের অধিবাসী।

আসল কথা এই যে, তৈমুরলঙ্গের ধ্বংসলীলা যখন আরব জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তখন একমাত্র মিসরই ছিল মুসলমানদের আশ্রয়স্থল। তাই বাগ্‌দাদ ও মধ্য-এশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পতনের পর সেখানকার শিক্ষাবিদগণ মিসরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন (৩)। অন্যদিকে নবম শতাব্দীর শেষভাগে (৮৯৭হিঃ) স্পেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। সেখানকার বিতাড়িত শিক্ষাবিদগণও এই মিসরকে আশ্রয়স্থল বলেই গ্রহণ করেন। এইভাবে আরবদের দুর্দিনে মিসর শিক্ষাবিদদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। এই সময়ে মিসরে শত সহস্র মাদ্রাসা, খানকাহ, যাবিয়া, মস্‌জিদ ইত্যাদি নির্মিত ও সংস্কৃত হয়। এই সব জায়গায় তখনকার বড় বড় পণ্ডিতেরা শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বক্তৃতা দান করতেন। এই সব শিক্ষা কেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ মাক্‌রিযী সাখাভী, সয়ূতী প্রভৃতি ঐতিহাসিকের বিবৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়।

(১) হিট্টি ৬৮৩ পৃঃ,

(২) জুরযী যয়দান ৩য় খণ্ড ১১৬ পৃঃ।

(৩) যয়দান ৩য় খণ্ড ১১১—১১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরে বর্ণিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা জোর করেই বলা চলে যে, আরবদের যে লিখনী একদিন তরবারীর স্থানলাভ করেছিল তার মসী কোনদিনই শুষ্ক হয়নি তবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার জন্য হয়ত কখন কখন তার সহজ ও সাবলীল গতি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র।

আরব জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক অবনতির এই ঘোর দুর্দিনে আমাদের হাফেয ইব্নে হজর আস্কালানীর জন্ম হয়। খলিফাদের সাহায্যপুষ্ট না হয়েই যাঁহারা আপন লিখনীর অপরিমিত শক্তির বলে দুন্য়াতে চিরস্মরণীয় হয়েছেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান ও দুর্বল লেখনীর সাহায্যে হাফেজ ইব্নে হাজার আস্কালানীর লেখনী-প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে যাওয়া অন্ধকার রাত্রে চেরাগের আলোর সাহায্যে সূর্যের আলো সম্বন্ধে ধারণা জন্মানোর অপচেষ্টার মতই উপহাস্যাস্পদ। তথাপি ما لم يدرك كله لم يترك كله "কিছুই না জানার চেয়ে অল্প কিছু জানা ভাল"। তাই আমরা বারান্তরে তাঁর গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা পেশ করার চেষ্টা করব। তাতে পাঠকবর্গের তাঁর লিখনী প্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পূর্বেই বলেছি হাফেয ইব্নে হাজার মোট এক শত পঞ্চাশ খানা বই লিখেন। এর মধ্যে কতকগুলি ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গেছে আর যেগুলি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় তার সংখ্যা হচ্ছে ১০৬। এই সব বইয়ের সবগুলি এখনও মুদ্রিত হয়নি, কতকগুলি পাণ্ডুলিপির অবস্থাতেই আছে। উদাহরণ স্বরূপ "আম্বাউল গুমর বি-আবনাইল উমর" ও রাফ্উল-ইস্র আন্-কুযাতে মিস্র" নামক বই দু'খানার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বই দু'খানাই যে ইতিহাস সম্বন্ধীয় তা' তার নাম থেকেই বোঝা যায়।

হাফেয ইবনে হাজারের লিখনীপ্রতিভা কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তিনি ছিলেন বিভিন্নমুখী লেখক। শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় তিনি যদৃচ্ছা লেখনী চালিয়েছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁকে উক্ত বিষয়ের সুপণ্ডিত বলে মনে হয়। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা, সাহিত্যিক মর্য্যাদা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহণ ইত্যাদি হল তাঁর গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট। হাদিস, তফসির, ফেকাহ, অছুলে-হাদিস, আছমাউর রিজাল, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য ও কবিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর লেখনীপ্রতিভা বিকশিত হয়েছে। তাঁর একশত পঞ্চাশ খানা বইয়ের মধ্যে অধিকাংশ বইয়েরই অর্দ্ধেক ডজন খণ্ড আছে। আবার কোন কোন বই একুশ খণ্ডে বিভক্ত ফতহুলবারী হতেও বেশী মোটা।

হাফেয ইবনে হাজারের যুগকে আরবী কবিতার পতন-যুগ বলা যেতে পারে। কারণ যে বখ্শীশ ও ইনআমের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয় কবিগণ খলিফা ও আমীরদের প্রশংসা সম্বলিত বড় বড় কবিতা রচনা করতেন, অশিক্ষিত মামলুকদের নিকট তেমন কিছু পাবার আশা করা বাতুলতা ছিল। তাই আরবী কবিতার উৎকর্ষসাধন প্রায় বন্ধই ছিল। আরবী কবিতার এই অধঃপতনের যুগে সৃষ্ট হাফেয ইবনে হাজারের কবিতাগুলির প্রতি যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি তখন আমাদেরকে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়! তাঁর কবিতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সাখাভী লিখেছেন" "এমনকি তদানীন্তন বড় বড় কবিরাও তাঁর কবিতার মাধুরী পান করে আনন্দে নৃত্য করতেন"।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ

—সৈয়েদ রশীদুল হাসান এম, এ, বি, এল
অবসরপ্রাপ্ত সেশন্‌স জজ

আমাদের ইসলামি-রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত এতগুলি রাজনৈতিক দল সম্ভবতঃ দুনিয়ার আর কোন রাষ্ট্রেই নাই। যে ইসলাম দুনিয়াতে দলাদলির অবসান ঘটাতে এসেছিল সেই ইসলামি রাষ্ট্রই দলাদলির আবাসভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে ?

এমনি তো দেশে অনেকগুলি দল বিরাজ করছিল তার উপর আবার একটু মতের অমিল বা স্বার্থের হানি দেখলেই আমাদের নেতাগণ নূতন নূতন দল সৃষ্টি ক'রে বসেন। বস্তু আমাদের নেতাদের দেশপ্রীতি, বস্তু তাঁদের **Patriotism**. দলনির্মাণের ব্যবসাটা' দিন দিন বেশ তরক্কি করে যাচ্ছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, গণতান্ত্রিক দেশে একাধিক দল দেশের সুষ্ঠু উন্নতির পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বিভিন্ন আদর্শ বিশিষ্ট বহু সংখ্যক 'পলিটিক্যাল পার্টি' দেশে মঙ্গলের চাইতে অধিকতর অমঙ্গলেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন আদর্শ, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের পরিপন্থী আদর্শ-বিশিষ্ট দল-সমূহ স্বভাবতই বিশৃঙ্খলাকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী **element** সৃষ্টি করতে বাধ্য। সুতরাং কোন রাষ্ট্রেই অত্যাধিক **Political party** থাকা উচিত নয়। তদুপরি প্রত্যেকটি পার্টিরই উদ্দেশ্য হতে হবে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন। তাই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই আদর্শ ও মূলনীতি রাষ্ট্রের **Ideology**র সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে এক হতে হবে। যে সমস্ত **Politcal party**র আদর্শ রাষ্ট্রের **Ideology** এবং আদর্শ হতে পৃথক ও দেশের আদর্শের পরিপন্থী, সে সমস্ত দল দেশের জন্য অশুভ, অহীতকর ও অঙ্গলকর।

যদিও এখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল, তা সত্ত্বেও আবার দু চার দিন পর পরই নূতন নূতন দল দেখা দিচ্ছে। আমাদের কোন কোন নেতা রং পরিবর্তন ও দল পরিত্যাগ করার বেলায় নির্লজ্জতাকেও হার মানিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত **Supreme court**ও এবিষয়ে অতি জোরালো ভাষায় কটাক্ষপাত করেছেন। দেশের নেতাদের জন্য এর চেয়ে অধিক অবমাননা আর কি হতে পারে? এই দৃশ্যের অতি জঘন্যতম খেলা খেলেছেন মৌলানা (?) ভাসানী, তার নিজেরই জন্মদেওয়া পার্টি 'আওয়ামী-লীগ" কাউনসিলের ভোটাভুটিতে বহু সংখ্যক ভোটে হেরে গিয়েই তিনি সমস্ত গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নিয়ম পদ-দলিত করে, নিজ স্থূল দেহটিকে *NAP* এর *LAP* এ (কোলে) ঠেলে দিলেন এই ব্যাপারে বরং প্রাক্তন উজীরে-আজম মিঃ সোহরাওয়ার্দী সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তিনি পরিস্কার ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি তাঁর পার্টির কাউন্‌সিল তাঁর **foreign Policy**র উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে, তবে তিনি সেই মুহূর্তে **Premiership** ত্যাগ করবেন। কিন্তু হেরে গিয়ে ভাসানী সাহেব তাঁর নিজের পার্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে NAP এর *LAP*এ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। একে গণতন্ত্র বলা চলেনা। যাক, ফলকথা এই যে, অত্যাধিক রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের অতি ঘন ঘন দল পরিবর্তন অতি লজ্জার বিষয় এবং দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় এই যে, সমস্ত রাজনৈতিক নেতা [ক] দেশের এবং রাষ্ট্রের সত্যিকার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা [খ] তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে অধিকতর ব্যস্ত অথবা [গ] তাঁরা রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী নন এবং তাঁরা সেই আদর্শের বিরোধী।

যে সমস্ত নেতা প্রথম পর্য্যায়ের অধীন, তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তরভুক্ত তাদের ক্ষমা করা চলেনা। বস্তুতঃ তারা রাষ্ট্রের শত্রু আর যাদের স্থান দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই শ্রেণীর নেতার ভাগই বর্ত্তমানে বেশী, তাদের কার্যকলাপের ভোগ আমাদের ভুগতেই হবে, যে-পর্য্যন্ত আমাদের দেশ সৎ সাধু সচ্চরিত্র এবং সত্যিকার উপযুক্ত নেতার উৎপাদন করতে না পারছে।

আন্তরিকতার সহিত দেশের সত্যিকার সেবা করতে হলে রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আদর্শ ও *Ideology* সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কেবল এইটুকুই নয়, সেই *Ideology*র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। দেশের সেবায় সদুদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দলসমূহকে দেশের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হিসাবে প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ রাষ্ট্রের *Ideology*র পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলকে দেশে কাজ করে যেতে দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের *ideal* এবং *ideology*কে কার্য্যকরী ও পূর্ণ করাই (*implementation*) যদি সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও প্রকাশ্য (*manifesto*) উদ্দেশ্য হয় তবে স্বভাবতই দেশে *Political Party*র সংখ্যা কমে আসবে কারণ মৌলিক বিষয়গুলি **fundamental** যদি এক হয় তবে কেবল মাত্র বিস্তারিত খুটিনাটি **minuite** *details* সমূহের অনৈক্যে বিশেষ কিছু আসে যায়না।

তাই রাষ্ট্রের আদর্শ ও *Idiology* বিশ্লেষণ করে দেখা অতিআবশ্যক পরীক্ষা করার জন্য কোন্ রাজনৈতিক দল কতটুকু সেই সমস্ত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যাতে করে তারা দেশের ও রাষ্ট্রের সত্যিকার সেবা করে যেতে পারে।

পাকিস্তান একটি নির্দিষ্ট আদর্শগত রাষ্ট্র তার আদর্শগত বৈশিষ্টও রয়েছে। ইহা কাহারও অজানা নয় যে, মুসলিম জাতি হিসাবে মুসলমানদের জন্য একটি ভিন্ন আবাসভূমি পাবার জন্যই পাকিস্তানের দাবী তোলা হয়েছিল—যেখানে মুসলমানগণ, তাদের স্বীয় ধর্মানুযায়ী সুখশান্তিতে বাস করতে পারে। একথা বলে দেওয়ার দরকার করে না যে, পবিত্র কোরান ও সুন্নাই মুসলিম ধর্ম। সুতরাং পাকিস্তান একটি ইস্‌লামি রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলেও যে সমস্ত অমুসলমান ভাই পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে চান, তাঁরা এখানে অতি সমাদরে গৃহীত হবেন এবং এই ইস্‌লামী রাষ্ট্র, একটি ঐশী বিধানের অধীন [*Under a divine Sanction*] তাঁদের ধর্মগত স্বাধীনতা, তাঁদের সর্বপ্রকার ন্যায্য দাবী ও অধিকার, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রক্ষা-কবচ প্রদান করবে।

কিন্তু পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, ইসলামে। অতি-পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট আদর্শ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং পাকিস্তান লাভের পরেপরেই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটী আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ হবার পরও একদল মুসলমান নেতাই পাকিস্তানের ইস্‌লামী শাসন-তন্ত্রের ঘোর বিরোধিতায় মেতে উঠেছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ সাধারণ মুসলিম জনমত এবং **Constituent** *Assembly*র বেশীর ভাগ মুসলমান সভ্যের ইসলামী ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত একটী ইসলামী শাসনতন্ত্রই প্রণয়ন হয়েছে। অন্যথায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত এবং পাকিস্তান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। যদিও আমরা ইসলামী শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করেছি তথাপি ইস্‌লামীবিধান সমূহ কার্য্যে পরিণত করা একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। অতি-পরিতাপের বিষয়, যারা আজ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণ-ধার, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইসলামের সুমহান ও উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

যাদের সেই জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, তাদের সংখ্যা অতি বিরল। আমাদের রাষ্ট্রপরিচালকগণ ও নেতাগণ বেশীর ভাগই পবিত্র কোরানের শিক্ষা ও নির্দ্দেশ, আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে যেসমস্ত শিক্ষা অপরিহার্য্য আমাদের বেশীর ভাগ রাষ্ট্র পরিচালকদের কর্ম্মময় জীবন [**Practical life**] সেই ইসলামী শিক্ষা ও

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمده الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم

* سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

মস্‌জিদে মিহ্‌রাব

জিজ্ঞাসাকারী: মওলবী আব্দুল্লতীফ বি, এ
জামালপুর, ময়মনসিংহ।

মুজীব: মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী
আলকোরায়শী

কোরআন-মজীদের বিভিন্ন স্থানে "মিহ্‌রাবে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূরত-আলে ইমরানের ৩৯ আয়তে আছে, হযরত فنادته الملائكة و هو قائم يصلى فى المحراب যাকারিঈয়া, যখন 'মিহ্‌রাবে" দাঁড়াইয়া নমায পড়িতেছিলেন, তখন ফেরেশ্‌তারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। সূরত সোয়াদের ২১ আয়তে আছে, আপনি و هل اتاك نبؤا الخصم اذ تسوروا المحراب - কি কলহমানদের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যখন তাহারা "মিহ্‌রাবে"র প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া হযরত দাউদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল? সূরত-আলে ইম্‌রানে كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا - আরও আছে, যখন হযরত যাকারিঈয়া বিবি মরইয়মের 'মিহ্‌রাবে' প্রবেশ করিতেন, তখনই তাঁহার কাছে খাদ্যসম্ভার দেখিতে পাইতেন,—৩৭ আয়ত। সূরত-মরইয়মের ১১শ আয়তে আছে যে, হযরত যাকারিঈয়া 'মিহ্‌রাব' হইতে বহির্গত

আদর্শ এবং নির্দ্দেশের পরিপন্থি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের কার্যকলাপ কোরানের শিক্ষার বিরুধী। স্বভাবতঃ ইসলামের **Practical ideal** ও ইসলামী শাসনপদ্ধতি সমূহকে তাঁরা ঘৃণার চোখে না দেখলেও পছন্দ করেননা। এই সমস্ত রাষ্ট্র পরিচালক ও অফিসারগন [**officers**] বেশীর ভাগই দুশত বছরের বিদেশী গোলামীর উত্তরাধিকারী **ligacy** এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবান্বিত। কিন্তু এ কথাটা অস্বীকার করার যো নাই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কার্য্যদক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং খুবই *efficient*। রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে ও তাঁদের নিজেদের স্বার্থে আমরা আশাকরি তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করবেন এবং তাঁরা ইসলামের উন্নত, সুমহান এবং উদার শিক্ষা ও আদর্শসমূহের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে তুলবেন। ইসলামের সত্যিকার কর্মময় আদর্শ ও উহার সৌন্দর্য্য তাঁদের সামনে তুলে ধরলে, তাঁরা যে উহার বিরুদ্ধে যাবেন, এমন ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নাই। আমি কেবল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাইনা। আমাদের *Politician*, নেতা শাসনকর্ত্তা ও সর্বসাধারণের সামনে পবিত্র কোরানের আলোতে ইসলামীরাষ্ট্রের সত্যিকার আদর্শ যে কি, তা' তুলে ধরতে চাই। এই মহাব্রতটি যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমি পালন করতে পারি এবং এই সমস্ত উন্নত ও মহান আদর্শ এবং তার সঙ্গে আমাদের উপর যে সমস্ত গুরুদায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এসে যায়, এসমস্ত যদি কিছুটাও তাঁদের কাছে পৌছাতে পারি, তাহলেই আমি মনে করব যে আমার প্রচেষ্টা কতকটা সার্থক হয়েছে।

সরাসরি পবিত্র কোরানের বিধানগুলি পেশ করার পুর্ব্বে দেশ বা রাষ্ট্রের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে যে সমস্ত উপকরণ অনিবার্য্য আমি সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলব। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

হইয়া তাঁহার স্বজনগণের فخرج على قومه من المحراب নিকট গমন করিলেন। সূরত-সাবার ১৩শ আয়তে আছে, দৈত্যের দল হযরত يعملون له ما يشاء من সুলায়মানের জন্য তাঁর محاريب و تماثيل و অভিপ্রায় অনুসারে جفان كالجواب وقدور راسيات "মাহা-রীব" ও মূর্তি আর পুকুরের মত বড়-বড় লগন আর স্থিতিশীল দেগ নির্মাণ করিত।

এক্ষণে উদ্ধৃত পাঁচটি আয়তে উল্লিখিত "মিহ্রাবে"র তাৎপার্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

ইমাম রাগিব তাঁর কোরআনের অভিধানে লিখিয়াছেন, "মিহ্রাব" হ-র-ব ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ, হরবের অর্থ হইতেছে, লড়াই। শয়তান বা প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করার স্থান বলিয়া "মিহ্রাব" বলা হয়। মানুষকে পার্থিব ব্যাপার ও দুশ্চিন্তার সঙ্গেও সংঘর্ষ করা আবশ্যক হয় বলিয়া উক্ত স্থানকে 'মিহ্রাব' বলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, গৃহের 'মিহ্রাব' হইতেছে উপবেশনের বিশিষ্ট স্থান, মস্জিদ নির্মিত হওয়ার পর উহার বিশিষ্ট স্থানও "মিহ্রাব" নামে আখ্যাত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মূলতঃ

سمى بذلك لانه موضع محاربة الشيطان و الهوى و قيل سمى بذلك لكون حق الانسان فيه ان يكون حريباً من اشتغال الدنيا و من توزع الخواطر و قيل الاصل فيه ان محراب البيت صدر المجلس ثم اتخذت المساجد، فسمي صدره به و قيل بل المحراب اصله فى المسجد و هو اسم خص به صدر المجلس فسمى صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد، و كان هذا اصح۔

মস্জিদের 'মিহ্রাব' হইতেই গৃহের বিশিষ্ট উপবেশন-স্থানের 'মিহ্রাব' নামকরণ হইয়াছে আর ইহাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মনে হয়। †

ফিরোযাবাদী লিখিয়াছেন, 'মিহ্রাবে'র অর্থ হইতেছে বালাখানা, গৃহের সম্মুখবর্তী স্থান, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত স্থান। মস্জিদে ইমামের স্থান, রাজাবাদশাদের উপবেশনের বিশিষ্ট স্থান, যেখানে জনগণ হইতে তাঁহারা দূরে অবস্থান করেন। †

المحراب : الغرفة و صدر البيت و اكرم مواضعه و مقام الامام من المسجد و الموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس !

মিস্বাহে আছে, বৈঠকের সম্মুখবর্তী স্থানকে মিহ্রাব বলে, উহাকে উপবেশনের শ্রেষ্ঠতম স্থান বলা হয়, রাজা বাদশাহ আর নেতৃস্থনীয় ব্যক্তিরা উপবেশন করেন বলিয়া 'মিহরাব' বলা হয়। নমাযীদের "মিহ্রাব" এই জন্য বলা হয় যে, নমাযী সেস্থানে শয়তানের সঙ্গে মানসিক সংগ্রাম করিয়া থাকে। বালাখানাকেও 'মিহ্রাব' বলে। ¶

✓ হাদীসের অভিধান মজ্মাউলবিহারে 'মিহ্রাবে'র অর্থ লেখা হইয়াছে هو موضع العالى المشرف و صدر المجلس ايضاً - و منه محراب المسجد و صدره و اشرف موضع فيه - উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও সম্মুখবর্তী উপবেশন-স্থান। "মস্জিদের মিহ্রাব" মস্জিদের সম্মুখবর্তী ও বিশিষ্ট স্থান। §

প্রচলিত আরাবী অভিধানগুলিতে আছে, 'মিহ্রাব' শব্দের অর্থ গৃহের উচ্চতম অংশের প্রান্তভাগ ***Upper end of a house.*** কোন স্থানের শ্রেষ্ঠতম আসন ***First seat in a place*** রাজপ্রাসাদ ***Palace,*** সিংহের গুহা ***Covert of a lion.*** রাজপুত্রদের প্রাইভেট কামরা ***Privaer apartments of a prince.*** প্রতিমা রাখার জন্য প্রাচীর গাত্রের উচ্চ খোদল। ইবাদতের জন্য মস্জিদের স্বতন্ত্র হুজ্রা (প্রকোষ্ঠ) কেও 'মিহ্রাব' বলে। ‡

তৃতীয় আয়তে উল্লিখিত মিহ্রাব সম্পর্কে তফ্সীর জালালাইনে লিখিত হইয়াছে বিবি মর্ইয়মের 'মিহ্রাব' অর্থাৎ বালাখানায়, উহা الغرفة و هى اشرف المجالس - উপবেশনের শ্রেষ্ঠতম স্থান! আর প্রথমোক্ত আয়তের অন্তর্ভুক্ত হযরত যাকারিয়্যার 'মিহরাবে' দাঁড়াইয়া নমায পড়ার অর্থ লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ اى فى المسجد -

† মুফ্রদাতুলকুরআন ১১০ পৃঃ।

* কামুস [১] ৫৩ পৃঃ।

¶ মিস্বাহ [১] ৬০।

§ মজ্মাউলবিহার [১] ২৪৯।

‡ আলমুন্জিদ ১১৭।

যখন তিনি মস্‌জিদে দাঁড়াইয়া নমায পড়িতেছিলেন। †

তফ্‌সীর জামেউলবয়ানে তৃতীয় আয়তে উল্লিখিত "মিহ্‌রাবে"র অর্থ করা হইয়াছে, হযরত মরইয়মের জন্য মস্‌জিদে যে বালাখানা غرفة التى بنى لها في المسجد নির্মিত হইয়াছিল। *

সূরত-সাবার অন্তর্গত 'মিহ্‌রাবে'র বহুবচন "মাহারিবে"র অর্থ জালালাইনে ابنية مرتفعة يصعد اليها بمدرج - লেখা হইয়াছে: উচ্চ বিল্ডিং, সিঁড়ির সাহায্যে যাহাতে চড়িতে হয়। ‡

জালালাইনের টীকা জুমলে আছে, অভিধানে প্রত্যেক উচ্চস্থানকে 'মাহারীব' বলে। যাহ্‌হাক বলেন, 'মাহারীব' অর্থাৎ মস্‌জিদ সমূহ। কাতাদাও এইরূপ বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, প্রাসাদ অপেক্ষা নিম্ন। আবু-উবায়দা বলেন, বাড়ীর উচ্চতম গৃহকে মিহ্‌রাব বলা হয়। § মুন্‌তাহালআরবে আছে, গৃহের ও উপবেশন স্থানের অগ্রবর্তী স্থান, সর্বোৎকৃষ্ট বাসস্থান, মস্‌জিদে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান, রাজাদের উপবেশনের স্থান, যাহাতে তাঁহারা জনগণ হইতে দূরে থাকিয়া বিশেষ স্থানে বিরাজিত থাকিতে পারেন, ঘন-অরণ্য, পর্দার মাথা। বহুবচন মাহারীব। বনীইস্‌রাঈলরা যেসব মস্‌জিদে উপবেশন করিত, সেগুলিকে বনীইস্‌রাঈলদের

المحاريب فى اللغة كل موضع مرتفع قال الضحاك: من محاريب اى من مساجد و كذا قال قتادة و قال مجاهد: المحاريب دون القصور و قال ابو عبيدة: المحراب اشرف البيوت الدار -

بر داره و پیش گاه مجلس و شریف ترین جائے نشیمن و استادن گاه امام در مسجد و جائے نشستن بادشاهان که از مردمان دور و ممتاز باشند و بیشه و گردن ستور - جمع محاريب- محاريب بنى اسرائيل مسجدهائے که اسرائیلیان دران می‌نشستند -

† জালালাইন (মিসর) ১ম খণ্ড ৩২পৃঃ।
* জামেউলবয়ান (১) ৫০ পৃঃ।
‡ দুররেমন্‌সুর (১) ২১ পৃঃ।
§ জালালাইন (২) ৬৯ পৃঃ।

মাহারীব বলা হয়। সিদ্দী বলেন নমাযীদের মুসল্লাকে মিহ্‌রাব বলে †

মিহ্‌রাবের শাব্দিক পরিচয় লাভ করার পর দুইটি বিষয় নির্ণয় করা আবশ্যক। প্রথমতঃ মিহ্‌রাবের যত-গুলি অর্থ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে কোন্ মিহ্‌রাব নাজায়েয? দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে মস্‌জিদে যে মিহ্‌রাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উক্ত নিষিদ্ধ মিহ্‌রাবের পর্যায়-ভুক্ত কিনা? মিহ্‌রাব মাত্রই যদি নাজায়েয হয়, তাহা-হইলে উহার অন্যতম অর্থ মস্‌জিদ ও মুসল্লাও ত' বটে! তবে কি মস্‌জিদে আর মুসল্লাতেও নমায নাজায়েয হইবে?

যাঁহারা মিহ্‌রাব নাজায়েয বলেন, তাঁহাদের দাবীর পাষকতায় যেসকল প্রমাণ তাঁহারা উপস্থিত করিয়া থাকেন, আগে সেগুলি পরীক্ষা করা হউক।

বয়হকী আবদুল্লাহ বিনে আম্‌রের প্রমুখাৎ রেওয়া-য়ত করিয়াছেন, রসূ- اتقوا هذه المذابح يعنى المحاريب - লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এই সকল "মষ্‌বহ" হইতে সাবধান থাক, অর্থাৎ 'মিহ্‌রাব' সমূহ। § তাবারানীও ইহা রেওয়া-য়ত করিয়াছেন। ইব্‌নেআবিশয়বা মূসা জুহানীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া-ছেন, আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত তাহাদের মস্‌জিদে খৃষ্টানদের মত "মষ্‌বহ" لاتزال امتى بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى নির্মাণ করিবেনা, তত-দিন তারা মঙ্গলের অধি-কারী থাকিবে। হযরত আবদুল্লাহ বিনে মসউদ বলিয়া-ছেন, তোমরা এই সব اتقوا هذه المحاريب - 'মিহ্‌রাব' হইতে হুশিয়ার থাক। উবায়েদ বিনে-আবিলজাআদ বলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহাবীগণ বলি-তেন, মস্‌জিদে 'মষবহ্' ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح فى المساجد يعنى الطاقات অর্থাৎ তাক নির্মাণ করা কিয়ামতের অন্যতম শর্ত। হযরত আবুযর গিফারীও মস্‌জিদে 'মষ্‌বহ্' নির্মাণ করাকে কিয়ামতের নিদর্শন

† জুমল (৩) ৫৫৬ পৃঃ।
§ সুনানেকুবরা (২) ৪৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিতেন। হযরত আলী 'তাকে' নমায পড়া মক্রূহ জানিতেন। ইব্রাহীম নখ্য়ী, সালিম বিনে আবিল-জাআদ ও কঅব আহবার প্রভৃতি ময্বহ ও তাকে নমায পড়া মক্রূহ জানিতেন। উল্লিখিত উধৃতি গুলি তফ্সীর-দুর্‌রেমনসূর হইতে গৃহীত (১) ২১ পৃঃ।

উল্লিখিত হাদীস আর সাহাবা ও তাবেয়ীগণের উক্তির সনদ পরীক্ষা না করিয়াও ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে যে, খৃস্টানদের "মযবহ" বা "তাকে"র অনুরূপ মিহ্রাবগুলি উপরিউক্ত প্রামাণাদির সাহায্যে নাজায়েয প্রমাণিত হইবে। বর্তমান প্রচলিত মিহ্রাব-গুলি খৃস্টানদের মযবহের অনুরূপ কিনা, জানিতে হইলে "মযবহের" তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত।

ফাদার লুইস *Father Lewis* তাঁর আরাবী অভিধানে 'মযবহে'র অর্থ দিয়াছেন, গির্জার 'মযবহ' বলে যেস্থানে و مـذابـح الكنائـس هي المـواضـع التي تـقـدم عليهـا الكهنـة القـداس الالـهي و تذبـح الذبيـحـة পবিত্র ঐশী পুরোহিতরা দাঁড়াইয়া বলি দিয়া থাকেন। ¶ ইহাকে **Altar** বলে। অর্থাৎ বেদী, চৈত্য, যাহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া খৃস্টান উপাসকগণ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উচ্চবেদী, চৈত্য, মঞ্চ, যাহা গির্জায় পুরোহিত-দের জন্য নির্মিত হইয়া থাকে, মুসলমানরা সেইরূপ মিহ্-রাব মস্জিদে নির্মাণ করিলে তাহা অবশ্যই নিষিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে বা বর্তমানে মুসল-মানরা কখনও এরূপ মিহ্রাব নির্মাণ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য যেসকল খৃস্টান বা ইহুদী ইস্লামে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের উপাসনালয়ের উচ্চ বেদীগুলি হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবাগণ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আনসের মিহ্রাবকে মক্রূহ জানার তাৎপর্য সম্বন্ধে আল্লামা তাহের পট্‌নী লিখিয়াছেন, হযরত আনস কোন বৈঠকের পুরোভাগে উপবেশন করা আর সকলের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা ভালবাসিতেননা। § انه لم يكن يحب ان يجلس في صدر المجلس و يترفع على الناس ـ

ইমামের দাঁড়াইবার জন্য প্রাচীর গাত্রে মস্জিদের মেঝের সমতল, উচ্চ নয় আর মস্জিদের প্রাচীরের বাহিরেও নয়, ইমামের গলাটুকু ঢুকিতে পারে, এরূপ খোদলের মিহ্রাব স্বয়ং রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে তাঁহার মস্জিদে ছিল।

ইমাম আহ্মদ হযরত আনস বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইমাম যখন মিহ্রাবে দাঁড়ায় আর নমাযীদের সারি প্রস্তুত হইয়া যায়, তখন "রহমত" অবতীর্ণ হইয়া থাকে। اذا قام الامام في محرابه و توارت الصفوف، نزلت الرحمة، فاول ذلك نصيب الامام ثم من عن يمينه ثم من عن يساره، ثم تتفرق الرحمة على الجماعة ـ "রহমতে"র প্রথম অংশ ইমামের ভাগে পড়ে, তারপর ইমামের দক্ষিণ দিককার মুক্তাদিদের অতঃপর বাম দিককার মুক্তাদিদের ভাগে যায়। অবশেষে "রহমত" সমস্ত জামাআতে ছড়াইয়া পড়ে। † ইমাম বয়-হকী হযরত ওয়ায়েল বিনে হুজরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) কাছে হাযির হই, তিনি মস্জিদের জন্য গাত্রোত্থান করেন। অতঃপর মিহ্-রাবে প্রবেশ করেন, حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهض الى المسجد، فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره ـ অতঃপর তক্বীরের জন্য উভয় হস্ত উত্তোলিত করেন, অতঃপর স্বীয় বুকে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেন। §

মুল্লা আলীকারী হানাফী মিরকাত গ্রন্থে 'মিহ্রাব' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহা রসূলুল্লাহর (দঃ) পরলোক গমনের পর একটি নবাবিষ্কৃত জিনিষ। সুননে আবি-দাউদের টীকায় আল্লামা শম্সুলহক মুল্লা সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন: ইহাতে আপত্তির অবকাশ রহিয়াছে, কারণ রসূলুল্লাহর (দঃ) ما قاله القاري من ان المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه و سلم

¶ আলমুন্জিদ ২৩১ পৃঃ।
§ মজমাউল বিহার [১] ২০৯ পৃঃ।

† মুস্নদে আহ্মদ [৪]
সুননে কুবরা [২] ৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পবিত্র যুগে মিহ্‌রাবের বিদ্যমানতা বিভিন্ন হাদীসের সাহায্যে প্রমাণিত হয়। অতঃপর গ্রন্থকার বয়হকীর উপরিউক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ¶

فيه نظر، لان وجود المحراب زمن النبى صلى الله عليه و سلم يثبت من بعض الروايات ثم ساق حديث البيهقى—

ইহা অনস্বীকার্য যে, বিদ্বানগণের একদল দাবী করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে মস্‌জিদে মিহ্‌রাবের অস্তিত্ব ছিলনা। আমরা এরূপ কতিপয় উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। আল্লামা সম্‌হূদী লিখিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগে পবিত্র মস্‌জিদে নববীতে মিহ্‌রাব ছিলনা। তাঁর ওফাতের পর খলীফাগণের যুগেও নয়।

المسجد الشريف لم يكن له محراب فى عهده صلى الله عليه و سلم و لا فى زمن الخلفاء بعده ، و اول من احدثه عمر بن عبد العزيز فى امارة الوليد —

সর্বপ্রথম ওলীদ বিনে আবদুলমালিকের শাসনকালে উমর বিনে আবদুলআযীয উহা আবিষ্কৃত করেন। *

হাফিয সৈয়ূতী খুব যোরেশোরে মিহ্‌রাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এসম্পর্কে তিনি তাঁর দুখানা পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। আল্‌-ওয়াসায়েল-বি-মা'রিফাত্তিল আওয়ায়েল" পুস্তকে লিখিয়াছেন। সর্বপ্রথম প্রাচীরের খোদল মিহ্‌রাব উমর-বিনে আবদুল আযীয আবিষ্কার করেন যখন তিনি মস্‌জিদে-নববীর সংস্কার করিতেছিলেন। ওয়াকেদী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

اول من احدث المحراب المجوف عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد النبوى ، ذكره الواقدى

পুনশ্চ "ই'লামুলআরীব" পুস্তকে লিখিয়াছেন, একদল লোক একথা অবগত নন যে, মস্‌জিদে মিহ্‌রাব নির্মাণ করা বিদ্‌আত। তাঁরা মনে করেন, হযরতের (দঃ) যুগে তাঁর মস্‌জিদে মিহ্‌রাব ছিল। বস্তুতঃ তাঁর পবিত্র যুগে আর খলিফা চতুষ্টয়ের যুগে কখনই মস্‌জিদে মিহ্‌রাব ছিলনা। প্রথম শতকের শেষ পর্যন্তও নয়। মিহ্‌রাব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগের আবিষ্কার।

ان قوما خفى عليهم كون المحراب فى المساجد بدعة و ظنوا انه كان فى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم فى زمنه - و لم يكن فى زمانه و لا فى زمان الخلفاء الاربعة فمن بعدهم الى آخر المائة الاولى و انما حدث فى اول المائة الثانية

মোল্লা বাকের আগাহ আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন, মক্কায় চারি মযহবের মুসাল্লা ৮৩০ হিজরীতে আর মস্‌জিদের মিহ্‌রাব ৯৪০ হিজরীতে আবিষ্কৃত হয়। †

حدوث این محاریب در مکه معظمه در سنه ۸۳۰ و حدوث محراب بعد سنه ۹۴۰ سال بوقوع پیوست

এখন কার কথা সত্য? আল্লামা সম্‌হূদীর কথামত মস্‌জিদে নববীতে ৯৬ হিজরীর পূর্বেই মিহ্‌রাব নির্মিত হইয়াছিল। কারণ ওলীদ ৯৬ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। হাফেয সৈয়ূতী সমহূদীর অনুসরণ করিয়াছেন না সমহূদী সৈয়ূতীর অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। উভয়েই সমসাময়িক এবং উভয় বিদ্বান একই সনে অর্থাৎ ৯১১ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। আর মোল্লা বাকের আগাহ বলিতেছেন, সর্বপ্রথম ৯৪০ হিজরীতে মিহ্‌রাব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহাদের কথা সঠিক হইলে যেসকল সাহাবা ও তাবেয়ীন সম্পর্কে মিহ্‌রাবের মকরূহ হওয়া উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, তাঁহাদের সে-ফত্‌ওয়া কোন মিহ্‌রাবের উপর প্রযোজ্য হইবে?

আমরা হাদীসের সাক্ষ্য দ্বারা জানিতে পারিয়াছি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) মিহ্‌রাবে নমায পড়িয়াছেন। পরবর্তী কালের বিদ্বানগণও একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হানাফী ফিক্‌হের অন্যতম স্তম্ভ ইমাম ইব্‌নুল হুমাম (৭৯০-৮৬১) লিখিয়াছেন, একথা কাহারও অবিদিত নাই যে, শরীআতে ইমামের বৈশিষ্ট্য অবধারিত ও বাঞ্ছিত, স্থানের দিক দিয়াও তাহাকে অগ্রণী

و لا يخفى ان امتياز الامام مقرر مطلوب فى الشرع فى حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه و بنى فى المساجد المحاريب من زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم -

¶ আওনুল মাবুদ [১] ১৮০ পৃঃ।

* ওফাউল ওফা [১] ৩৭২ পৃঃ।

† ঈকাযুন্‌নিয়াম (ফত্‌ওয়া শায়েখ আবদুলহাই লাক্ষ্ণৌভী ১৪৮ পৃঃ)

www.ahlehadeethbd.org

করা ওয়াজিব। রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগ হইতেই মস্‌জিদে মিহ্‌রাব নির্মিত হইয়া আসিতেছে। ‡

"ফত্‌হুলকদীর" ও "কবীরী" নামক হানাফী ফিক্‌হের গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত আছে, রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র যুগ হইতে মস্‌জিদে মিহরাব নির্মাণ করার রীতি চলিয়া আসিতেছে।

انه يبنى فى المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

"গারায়েব" গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সহচরগণকে তাঁহাদের গৃহে নমাযের জন্য 'মিহরাব নির্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

امر النبى صلى الله عليه و سلم اصحابه ليتخذوا فى منازلهم محاريب لصلاتهم

বিদ্বানগণ মস্‌জিদে মিহরাব নির্মাণ করার অনুমতি দিয়া আসিতেছেন। হাম্বলী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ "কশফুল-কুনা" নামক গ্রন্থে আছে, স্পষ্ট দলীল অনুসারে মিহরাব নির্মাণ করা মুবাহ। ইহাকে মুস্তহবও বলা হইয়াছে। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে গিয়াছেন আর ইমাম আজেরী ও ইমাম ইব্‌নে আকীল এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

و يباح اتخاذ المحراب نصاً و قيل يستحب و مال اليه الامام احمد و اختاره الاجرى و ابن عقيل —

"মুগ্‌নী"গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, আগন্তুক ব্যক্তি কোন গ্রামে বা নগরে সমাগত হইলে, সেই-স্থানের মুসলমানদের 'মিহ্‌রাব' ও নির্ধারিত কিব্‌লার দিকে মুখ করিয়া তাহার পক্ষে নমায পড়া ফরয। *

او كان غريبا لو نزل فى مصر او قرية ففرضه التوجه الى محاريبهم و قبلتهم المنصوبة

"ফত্‌ওয়ায় শামিয়ায়" আছে মস্‌জিদগৃহের ছাদে, যেস্থানে সুন্নত ও নফল নমায পড়া হয়, সেস্থানে মিহ্‌রাব নির্মাণ করা এবং উহাকে পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত রাখা

فوق مسجد البيت اى مو ضع اعد للسنن و النوافل بان يتخذ له محراب و ينظف

রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ ক্রমে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মনদুব, ইহা কিরমানী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। §

و يطيب كما امر به صلى الله عليه و سلم فهذا مندوب لكل مسلم كما فى الكرما نى و غيره -

'মিহ্‌রাবে'র বৈধতা প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে। সাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের অনেকেই 'মিহরাব'কে সত্যই না জায়েয বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সঈদবিনে মনসুর সঠিক সনদ সহকারে আবদুররহমান বিনে য়ুযুবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, আমি আবদুল্লাহ বিনে উমরের সঙ্গে জহফার মস্‌জিদে প্রবেশ করিলাম। তিনি তথায় (স্তম্ভোপরি অবলম্বিত ও ছাদ হইতে বিলম্বিত) খাঁজকাটা বিতান সমূহ দেখিতে পাইয়া (Embattlements) মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অন্যত্র নমায পড়িয়া মস্‌জিদের মালিককে বলিলেন, তোমার মস্‌জিদে এই শুর্ফাগুলি আমি দেখিতে পাইলাম, এযেন জাহেলীযুগের প্রতিমাস্থাপনের খোদল! অতঃপর তিনি সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য গমণ করিলেন। এই সঈদবিনে মনসুর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে-মস্‌উদের সম্বন্ধেও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে তিনি তোরণনিম্নস্থ (Arch) পাদপীঠে নমায পড়া মকরূহ জানিতেন আর বলিতেন, এই তোরণ গির্জার শামিল, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের অনুকরণ করিওনা। উবাইদবিনে আবিল জঅদের উক্তি তফসীর দুর্‌রে-মনসুরের বরাতে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাহাবাগণ মস্‌জিদে তোরণ বা অলিন্দ নির্মাণের কার্যকে কিয়ামতের লক্ষণ মনে করিতেন। উল্লিখিত উদ্ধৃতগুলি

انه كان يكره الصلاة فى الطاق -

انه من الكنائس، و لا تشبهوا باهل الكتاب

‡ আওনুলমাবুদ (১) ১৮০ পৃঃ।

† মুগ্‌নী (১) ৪৩৯ পৃঃ।

§ রদ্দুলমুহতার (১) ৪৬১ পৃঃ।

Contents

www.ahlehadeethbd.org

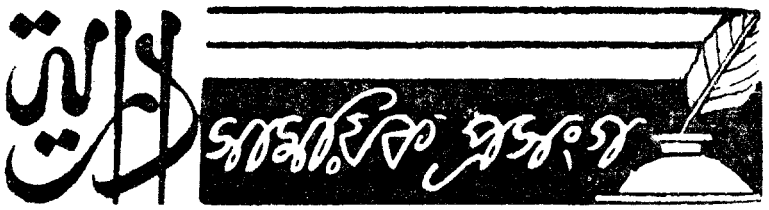

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

গণতন্ত্রের ভরাডুবি

নামে "ইস্‌লামি প্রজাতন্ত্র" হইলেও পাকিস্তানে ইহা একটি কথার কথা মাত্র। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে জনগণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে আর জনগণের স্বার্থ, রুচি আর দৃষ্টি-ভংগী কখনও অভিন্ন হইতে পারেনা বলিয়া পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্নরূপ রাজনৈতিক পার্টির প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইস্‌লামি-গণতন্ত্র জনগণকে সার্বভৌম প্রভুত্বের উৎস রূপে স্বীকার করেনাই, পক্ষান্তরে তাহাদের স্বার্থ, রুচি আর দৃষ্টিভংগী সমস্তই নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিনৈতিকতার নির্ধারিত মান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। সুতরাং সত্যকার ইস্‌লামি প্রজাতন্ত্রে বিবিধ রাজনৈতিক পার্টির অবকাশ নাই। আদর্শ আর নীতিনৈতিকতার মান যদি সকলেরই অভিন্ন হইল, তখন স্বার্থ আর রুচির লড়াই স্বভাবতঃই

শায়েখুলইস্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়ার গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনি এই সব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রনিধান করা উচিত। শায়খুল ইসলাম লিখিয়াছেন, আমরা কাফের ও বিজাতীয়দের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সাহাবাগণের যে অভিমত উল্লেখ করিয়াছি তাহা সংখ্যা-বহুল। একজন বিদ্বানও সাহাবাগণের কাফের ও বিজাতীয়দের অনুকরণ মোটামুটি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নই। যদিও এই সব মস্‌আলার কোন কোনটিতে মতভেদ ও ব্যাখ্যার তারতম্য রহিয়াছে। *

و هذا الباب فيه كثرة عن الصحابة و ما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضى الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار و الاعاجم في الجملة ، و ان كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف و تاويل

ফলকথা, মস্‌জিদে মিহ্‌রাব জায়েয হইলেও কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক। মিহ্‌রাব মস্‌জিদের প্রাচীর ও মেঝের বাহিরে যাইবেনা, উহার জন্য স্বতন্ত্র কামরা বা প্রকোষ্ঠ হইবেনা, উহা গির্জার চূড়ার আকৃতি বা উহার জন্য অলিন্দ বা খিলান বা তোরণ হইবেনা। উহা মস্‌জিদের মেঝের সমতল হইবে, মস্‌জিদের প্রাচীর গাত্রে মাত্র এতটুকু খোদল করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে মিহ্‌রাবের ভিতর স্কন্ধের অতিরিক্ত প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ মিহ্‌রাবকেই বিদ্বানগণ জায়েয বা মন্দুব বলিয়াছেন। আমি নিজেও পবিত্র মস্‌জিদে-নববীতে রিয়াযুলজান্নাহ সন্নিহিত এইরূপ অবস্থার "মিহ্‌রাবুন্নবী" দর্শন করার ও তথায় নফল পড়ার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। উল্লিখিত শর্তগুলির বিপরীত মণ্ডপাকৃতি বা তোরণাকৃতি, কারু-কার্যখচিত অথবা বিরাটাকৃতি মিহ্‌রাব জায়েয হইবেনা, কারণ উহা মন্দির বা গির্জার অনুকরণ হইবে। যেরূপ ধরণের মিহরাবকে আমরা জায়েয বলিতেছি, সেসম্বন্ধে বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ আহ্‌লেহাদীস বিদ্বানগণের সমর্থন আমরা ইন্‌শাআল্লাহ পরবর্তী সংখ্যার তর্জুমানুলহাদীসে সংকলিত করিব।

* সিরাতে মুস্‌তকীম ৬৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কমিয়া আসিতে বাধ্য। সরকারের স্বেচ্ছাচারকে প্রশমিত আর দেশে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজ্যের পরিষদে সরকার-বিরোধী একটি দলের অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ সরকারি পার্টির কোন সদস্যের পক্ষে সরকারি কার্যকলাপের প্রতিবাদ বা বিরোধিতা গণতন্ত্রের শাস্ত্রে মহাপাপ! এরূপ দুঃসাহসিকতায় যদি কেহ উদ্যত হয়, তাহার পক্ষে পদত্যাগ নিদানে দলত্যাগ অনিবার্য। কিন্তু ইস্‌লামি গণতন্ত্রে এনিয়মও স্বীকৃত হয়নাই, এস্থানে পার্লামেণ্ট, আইনসভা ও মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকেই সরকারি-বেসরকারি অন্যায়, অনাচার ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা ও বাধা প্রদান করার অধিকার দেওয়া-হইয়াছে কিন্তু জামাআত ত্যাগ করার বা পৃথক জামা-আত গঠন করার অনুমতি কাহাকেও দেওয়া হয়নাই। পাশ্চাত্যের পার্টির সিস্টেমের পরিবর্তে মুস্‌লিম জামাআত-সিস্টেমের অনুসরণ করার শুভপরিণতি স্বরূপ পৃথিবীর মানচিত্রে আযাদ পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থানলাভ করিয়াছে, কিন্তু যেদিন হইতে পাকরাষ্ট্রে উল্লিখিত মুস্‌লিম জামা-আতের গণতান্ত্রিক রীতিকে পশ্চাদ্‌বর্তী করিয়া রাজ-নৈতিক পার্টি সিস্টেমকে অগ্রণী করা হইয়াছে, সেইদিন হইতে পাকিস্তানে অগণিত রাজনৈতিক পার্টি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়া উঠিতেছে। এই পার্টিগুলি পাশ্চা-ত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অনুকরণে যদি লৌকিক দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতেও জন্মলাভ করিত, তাহাহইলে ইস্‌লামি আদর্শের কথা বাদ দিয়াও লৌকিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের পক্ষে মন্দের ভাল হইতে পারিত। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য যে, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থপরতাও প্রাধান্যের স্পৃহা ছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের সম্মুখেও আদর্শের বালাই নাই। ইহারই অশুভ পরিণতি স্বরূপ পাকিস্তানে স্বয়ং গণতন্ত্রেরই ভরাডুবি ঘটিতে বসিয়াছে।

কে জনসাধারণকে আজ বলিয়া দিবে যে, আও-য়ামীলীগ আর ন্যাপের মধ্যে মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য কোথায়? কেন ন্যাপ আওয়ামী পার্টির সহিত সম্পর্ক ছেদন করিয়া আবার তাহাকেই বাহনে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে? কেন একবার তাহার বিরোধিতা করিয়া তাহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া পরক্ষণেই আবার তাহার সহিত আঁতাত করিয়া তাহাকে গদীনশীন করিবার চাতুরি বারম্বার খেলিতেছে? রিপাবলিকানদলের সহিত আওয়ামী পার্টির মৌলিক বিরোধ কোন্ জায়গায়? যদি সত্যকার বৈসাদৃশ্য থাকিয়া থাকে, তাহাহইলে আবার তাহাকে অক্টোপাসের মত আঁকড়াইয়া থাকা কেন? কৃষক-শ্রমিক দলের মৌলিক আদর্শ যেস্থানে গিয়া আও-য়ামী দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে তাহা কোথায়? যদি ন্যাপের পঞ্চশরে তাঁহারা বিদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহাদের সহিত কবুল পড়েননা কেন? এই বার বারকার লুকোচুরির উদ্দেশ্য কি? মুসলিমলীগ আর নিযামে ইস্‌লাম সত্যই কি যুক্তনির্বাচন বিরোধী? তবে কেন তাহারা যুক্ত হইতে পারেনা? এতদুভয়ের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য কি? পশ্চিমপাকিস্তানে ন্যাপের সহিত মুস্‌লিম লীগের আর পূর্বপাকিস্তানে কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে দুস্তি কায়েম হয় কিসের ভিত্তিতে? "জামাতে ইস্‌লামী" যাহাদের অবলম্বন করিয়া নির্বাচন বৈতরণী পার হইতে চান, তাহারা কি তাঁহাদের আদর্শ বরণ করিয়া লইয়াছে? যাহাদের তাঁহারা সত্যকার মুসলমান বলিয়াই স্বীকার করেননা, তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করি-বেন তাঁহারা কোন নীতির বলে?

আমরা জানি, এসব কথার জওয়াব কোন মহল হইতেই পাওয়ার আশা নাই, কারণ প্রাধান্যলাভ ও গদ্দী অধিকার করার মহান উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন দলের সম্মুখেই সত্যকার নীতি ও আদর্শ বলিয়া কোন চীয নাই, সুযোগ সন্ধানীদের সম্মুখে রহিয়াছে শুধু নেতিবাচক নীতি, ধ্বংসমূলক কর্মসূচি। যে কোন সরকারই গঠিত হউক না কেন, কেহই বলিতে পারেনা আগামী সপ্তাহে তাহার অস্তিত্ব কায়েম থাকিবে না বিলুপ্ত হইবে? যে গবর্ণমেণ্টের নিজের স্থৈর্য সম্বন্ধে এতটুকুও আস্থা নাই, তাহার পক্ষে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? যাহারা গণতন্ত্রের মায়াকান্নায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, "সতীনের সানকী অপবিত্র করা"র পবিত্র ব্রত গ্রহণ করার ফলে তাহারাই পূর্বপাকি-স্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। প্রদেশে এখন গবর্ণরীরাজ স্থাপিত হইয়াছে, এখন কেন্দ্রে সেকান্দারী-বাদশাহী কায়েম হইবে কবে, আমরা তাহা-রই প্রতীক্ষা করিতেছি। পাকিস্তানে ইস্‌লামিগণ-তন্ত্রের জানাযা দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া লাভ নাই, ডিক্টেটরী রাজের জয়ধ্বনি করিয়াও যদি জনসাধারণ গুণ্ডাদের ডাণ্ডার হাত হইতে রেহাই পায় আর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ক্ষুধার্ত পূর্বপাকিস্তানী নর-নারীর দল দুই মুঠা নুন-ভাত খাইবার সুযোগ লাভ করে, তাহাহইলে পাকিস্তানী নেতাদের এই পকেটএডিশন গণতন্ত্রের জন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণই থাকিবেনা।

www.ahlehadeethbd.org